রামপ্রসাদ

(ধর্ম্মমূলক নাটক)

শ্রীকেশবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

বসুমতী কর্পোরেশন লিমিটেড
। বসুমতী সাহিত্য মন্দির ।
১৬৬, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট
কলিকাতা—৭০০০১২

উপহার

সাদরে

সমর্পণ করিলাম

ইতি—

তারিখ..............................

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ

পুরুষগণ।

শিব, তর্কভূষণ, ব্রাহ্মণগণ, তর্করত্ন, নবদ্বীপের পণ্ডিতগণ, রামপ্রসাদ, ভজহরি (প্রসাদের বন্ধু), মাধবাচার্য্য, স্বর্ণকার, বস্ত্রবিক্রেতা, দুর্গাচরণ (জমিদার), মুহুরীগণ, বিশ্বনাথ (নায়েব), রমণী বেশধারী কুম্ভকার, আগমবাগীশ, নাবিকগণ, গ্রামবাসী ভক্তবালকগণ, নাগরিকগণ, প্রজা, সিরাজদ্দৌলা (বাঙ্গালার নবাব), বালক, রাজা কৃষ্ণচন্দ্র, নিত্যানন্দ, রূপচাঁদ, বৈদ্য, আত্মীয়গণ, ভিক্ষুক, অযোধ্যারাম, তিলকানন্দ, রাম, শ্যাম, চাটুজ্যে, ঘোষাল, নিতু, বটু, হরমোহন (প্রসাদের মাতুল), অঘোর (জমিদার), ভদ্রলোকদ্বয়, জনৈক লোক, অঘোরের সঙ্গী, প্রতিবাসিগণ, রামদুলাল (প্রসাদের পুত্র)।

স্ত্রীগণ।

দুর্গা, জয়া, বিজয়া, কৈলাসবাসিনীগণ, পাগলিনী (ছদ্মবেশনী দুর্গা), সর্ব্বাণী (প্রসাদের স্ত্রী), সিদ্ধেশ্বরী (প্রসাদের মাতা), জগদীশ্বরী (প্রসাদের কন্যা), সাবিত্রী (তর্কভূষণের স্ত্রী), পল্লীবাসিনীগণ, নর্ত্তকীগণ, বিমানচারিণীগণ।

উৎসর্গ পত্র

—:•:—

আমার পরম পূজনীয় স্বর্গীয় পিতৃদেবের

প্রীতি কামনায় এই "রামপ্রাসাদ"

নাটকখানি তাঁহাকে

নিবেদন করিলাম।

"কেশব"

গ্রন্থকারের নিবেদন

মঙ্গলময়ী বিশ্বজননীর কৃপায় নানা প্রকার বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া "রামপ্রসাদ" প্রকাশিত হইল। শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত "ভক্ত রামপ্রসাদ" পাঠ করিয়া হৃদয়ে যে উৎসাহের সঞ্চার হইয়াছিল, এই ক্ষুদ্র গ্রন্থ তাহারই ফলস্বরূপ। আমার স্বল্প জ্ঞানে রামপ্রসাদের ন্যায় মহাপুরুষের জীবন-চিত্রণে সাফল্য লাভ করা অতি দুষ্কর, তথাপি এই গ্রন্থখানিকে বিষয়ের অনুরূপ করিতে আমি যথাসাধ্য চেষ্টার ত্রুটী করি নাই। অধুনা এই গ্রন্থ পাঠে সাধারণ পাঠক ও অভিনয়-দর্শকদিগের চিত্তে যদি বিন্দুমাত্রও ভক্তির উদ্রেক হয়, তাহা হইলেই আমি আমার পরিশ্রম সার্থক হইল মনে করিব।

আমার স্বর্গীয় পরমারাধ্য পিতৃদেব সামান্য অবস্থার লোক হইলেও স্বীয় চেষ্টায় বিদ্যাশিক্ষা করিয়া পাব্‌লিক্ ওয়ার্কস্ বিভাগের সুপারভাইজার পদে উন্নীত হইয়াছিলেন। পরে সিন্ধুদেশের রেলপথ, বাঙ্গালার খুলনা ও দার্জ্জিলিং এর রেলপথ জরীপ করিয়া বহু সুখ্যাতি অর্জ্জন করেন। জীবনের মধ্যভাগেই তিনি অতি আদরের দৃষ্টিশক্তি হারাইয়া ফেলেন, কিন্তু এই সময় হইতেই তাঁহার অন্তর্দৃষ্টি খুলিয়া যায়। তাঁহার সেতারে বেশ ভাল হাত ছিল ও যতদিন জীবিত ছিলেন, জগজ্জননীর নাম গান করিয়া স্বয়ং পবিত্র হইয়াছিলেন ও বহুলোকের অন্তরের মল দূর

করিয়া তাঁহাদের আনন্দ বিধান পূর্ব্বক ভক্তি ও প্রীতি অর্জ্জন করিয়া গিয়াছেন। তিনি তাঁহার মৃত্যুকালে গঙ্গাতীরে আমাকে নিজেই নিজের অন্তর্জ্জলি করিতে আদেশ দিয়া জগজ্জননীর নাম গান করিতে করিতে নশ্বর শরীর ত্যাগ করিয়া নিত্যধামে গমন করেন। আমি হতভাগ্য—তাঁহার জীবদ্দশায় সেবা করিয়া বিশেষ তৃপ্তিলাভ করিতে পারি নাই, তাই এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি তাঁর আত্মার তৃপ্তির জন্য তাঁহাকেই উৎসর্গ করিয়াছি।

এই গ্রন্থ প্রণয়নে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরকান্ত কাব্যতীর্থ, উপেন্দ্রনাথ সেন শাস্ত্রী, কৃষ্ণধন বসু বি-এ, মহাশয়গণ নানাবিধ উপদেশ প্রদান, শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন পাল, উপেন্দ্রনাথ দত্ত, দ্বিজেন্দ্রনাথ গুপ্ত বি-এল, মহাশয়গণ অর্থ সাহায্য ও চাতরা-নিবাসী জুয়েলার, শ্রীযুক্ত কালীকৃষ্ণ দত্ত মহাশয় পুস্তকে প্রকাশিত প্রতিকৃতি সন্নিবেশে সাহায্য করিয়া আমাকে অপরিশোধ্য কৃতজ্ঞতার ঋণে আবদ্ধ করিয়াছেন। ফলতঃ ইঁহাদের আনুকূল্য ব্যতীত এই গ্রন্থ প্রকাশ করা মাদৃশ ব্যক্তির পক্ষে দুঃসাধ্য হইত, ইতি—

চাতরা, শ্রীরামপুর।
শিবরাত্রি, ১৩৩৫ সাল

গ্রন্থকার।

দ্বিতীয়-সংস্করণের ভুমিকা

'রামপ্রসাদ' জনসাধারণের সম্যক্ সমাদর লাভ করিয়াছে জ্ঞাত হইয়া, ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশে যত্নবান হইলাম। সুবিখ্যাত 'বসুমতী সাহিত্য মন্দিরের' কর্ত্তৃপক্ষগণ এই পুস্তকটির মুদ্রাঙ্কণ ও প্রকাশের ভার লইয়াছেন এবং ইহা তাঁহাদেরই অনুকম্পায় প্রকাশিত হইল।

দ্বিতীয় সংস্করণটীকে যথাসাধ্য নাটকোচিত করিবার মানসে এই পুস্তকের কিয়দংশ পরিবর্জ্জন ও পরিবর্দ্ধন করা হইয়াছে; এইরূপ করিবার কালে চাতরা-নিবাসী স্বর্গীয় পঞ্চানন সোম আমাকে নানাবিধ উপদেশ দান করিয়াছিলেন—তজ্জন্য তাঁহার নিকট যথেষ্ট উপকৃত আছি।

পুস্তকটির সারবস্তু হইল "রামপ্রসাদের" ধর্ম্মের বাণী। পুস্তকখানি আমার জীবনান্তে বঙ্গদেশ হইতে লোপ পাইত, কিন্তু মঙ্গলময়ী বিশ্বজননীর কৃপায় ইহা উল্লিখিত "সাহিত্য মন্দিরে" স্থান পাইয়াছে এবং আমি ঐ "সাহিত্য মন্দিরের" কর্ত্তৃপক্ষগণের আনুকূল্য লাভ করিয়া অপরিশোধ্য কৃতজ্ঞতার ঋণপাশে তাঁহাদের নিকট আবদ্ধ রহিলাম।

এক্ষণে পুস্তকটি সকলের নিকট আরও সমাদর লাভ করিলে আমি ধন্য হইব ও আমার পরিশ্রম সার্থক হইল মনে করিব।

চাতরা, শ্রীরামপুর।
বৈশাখী পূর্ণিমা,
১৩৫৬ সাল।

গ্রন্থকার।

রামপ্রসাদ

—— —:•:— ——

প্রস্তাবনা

—:•:—

(কৈলাস পর্ব্বত)

শিব, দুর্গা, জয়া ও বিজয়া আসীন।

জয় শঙ্কর শশি-শেখর!
ভবধর পরমাত্মন্!
নিখিল-পাপ-তাপ-হরণ
ভূতনাথ জগ-বন্দন!
অর্দ্ধ সিত অর্দ্ধ হেম
মিলিত মধুর দর্শন,
দীপ্যমান দীর্ঘদর্শী,
ভকত-ভয়-ভঞ্জন!
যাচে কাতরা কিঙ্করী
রেখহে চরণে চিরদিন।

দুর্গা। কহ দেব! পুনঃ কহ মন্ত্রের কথা;
কেমনে পাইবে ত্রাণ—কলিকালে জীব;
কেন না, সদাই তারা মায়া মোহে মজি
পবিত্র জনম সবে করিছে বিফল।
আকুল অন্তর মোর তাদের দশায়—
বল, দেব! কিবা পথ করিলে গঠন,
যা হ'তে লভিবে মুক্তি ভ্রান্ত জীবগণ?

শিব। দেবি! শুনেছ ত কতবার, তবে কেন—
পুনরায় জিজ্ঞাসিছ পুরাতন কথা?
আবার কি কোন ভাব দেখাতে জগতে
ইচ্ছাময়ি! ইচ্ছা তব হয়েছে উদয়?
তোমারি ইচ্ছায় দেবি! সৃজিত জগৎ,
তোমারি ইচ্ছায় উঠে শশী সূর্য্য তারা,
আবার অন্তিমে হয় তোমাতেই লয়।
তবে তুমি মায়ারূপ ধরি ভুলায়েছ
নরনারী বিশ্ব চরাচর, তাই প্রিয়ে।
তোমারি ইচ্ছায় সৃজিত তন্ত্রের শাস্ত্র;
তা হ'তে শঙ্করি! ভবার্ণব-তরী সম
দুর্গম মুক্তির পথ হয়েছে সুগম।
কথায় কথায় যদি কহাইলে কথা,
তবে বলি, শুন প্রিয়ে! শ্রীহরি কৃপায়—
জন্মেছে কুমারহট্টে সাধক প্রবর,

ভারতের বঙ্গদেশে করিতে প্রচার—
শক্তির অপার লীলা নামামৃত-পানে।
রামপ্রসাদ নাম তাঁর, তন্ত্র-সাধনে
করিতে বিশেষ যত্ন, লভিতে তোমার
চরণ-কমল-রেণু ; আশীর্ব্বাদ কর—
দেবি! যেন পূর্ণ হয় বাসনা তাহার।

দুর্গা। শুনায়ে অমিয় কথা, দেব মহেশ্বর!
বড় সুখী কৈলে, প্রভু! দাসীরে তোমার,
অবশ্য প্রসাদ ভক্ত সাধনার বলে—
বাঁধিতে পারিবে মোরে ভক্তির বাঁধনে।
তাই যাচে দাসী তব অল্প কাল তরে—
যাইতে সে পুণ্যভূমি, নরলোক মাঝে,
শুনিতে সে' প্রসাদের সুধামাখা গান।

শিব। ওকি কথা কহ দেবি! কথার প্রসঙ্গে,
'যাব' বলি কেন কর মোর ভাবান্তর!

দুর্গা। ইথে কিবা ভাবান্তর না বুঝিনু, নাথ!
অর্দ্ধ অঙ্গ কভু কেহ ছাড়িতে কি পারে?
অসম্ভব কথা কেন কহিতেছ, দেব!
তরঙ্গ কি করে খেলা বিনা বারিধিতে?
নীরদ কি ভাসে কভু গগন ছাড়িয়া?

শিব। ভাবময়ি! চিরসত্য বচন তোমার;
ধন্য হোক্ বঙ্গ লভি রাতুল চরণ।

(স্বগতঃ) ধন্য হে প্রসাদ! তুমি সাধনার বলে,
দেখাবে অতুল কীর্ত্তি জগৎ মাঝারে।
তাই আজ তব তরে যাইছে ঈশানী,
ত্যজিয়া কৈলাস পুরী শান্ত মনোরম,
তারিতে সে বঙ্গভূমি পুণ্যময় স্থান।
(প্রকাশ্যে) (দুর্গে) আমিও কৈলাস হ'তে আনন্দে মাতিয়া
দেখিব বিভোর হ'য়ে তব লীলা খেলা।

[শিব ও দুর্গার প্রস্থান।

কৈলাসবাসিনীগণের প্রবেশ ও জয়া বিজয়াগণ—

গীত

ভূধর শিখরে, ধবল তুষারে,
অরুণ-কিরণ-মালা কিবা শোভা পায়।
সুন্দর নির্ঝর, গভীর গহ্বর,
তিমির টুটেছে বলি, মিটি মিটি চায়॥
সিত তরু-দল, শুভ্র ফুল ফল,
সেজেছে মধুর বড় মনোহর সাজে।
পাষাণ সলিল, কঠোর কোমল,
মধুর মিলনে কিবা সুষমা ছড়ায়॥

[গাহিতে গাহিতে প্রস্থান

প্রথম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

কুমারহট্ট—যোগোদ্যান।

সম্মুখে কালিকা-মাতার মূর্ত্তি।

(১)

প্রসাদ। কলি-কল্মষ-নাশিনি কাল-হরে,
ভব-ভীতি-হরেহভয়-দান-পরে।
তব পাদতলেহশুভ-নাশ-করে,
মতিরস্তু সদা মম পুণ্যবরে॥

(২)

বিধি-বাসব-কেশব-বাঞ্ছিতকম্,
সুর-দানব-মানব-সেবিতকম্।
তব বিঘ্ন-বিনাশন-পাদ-যুগম,
মনসীশ্বরি তিষ্ঠতু মেহবিরতম্॥

(৩)

ময়ি দীন-সুতে মতি-হীন-জনে,
রত-পাপ-ভয়প্রদ-কার্য্য-ঘনে।
অয়ি মুক্তি-বিধায়িনি মাতৃবরে,
বিতরাম্ব সদা শিবমত্র শিবে॥

(৪)

মম মোহকৃতং মতি-মোহকৃতং
যদি তিষ্ঠতি কিঞ্চন বোধ-কৃতং।
তব পাদতলেঽর্পিতমস্তু হিতং
প্রবিধেহি শিবেঽশিব-নাশরতম্॥

মা, মা! অধমের প্রতি কৃপা কর, মা। (প্রসাদের তন্ময় ভাব)

(দৈববাণী)

স্বরগের মন্দাকিনী ধারা, মরতের
পবিত্রা জাহ্নবী, বহে যায় ভক্তির লহরী-
রূপে ভক্ত প্রসাদের নির্ম্মল অন্তরে; জপ
কর ভক্ত, অবিরাম জপ কর, কালী-তারা নাম।
রে ভক্ত! পাপ, তাপ, হিংসা, দ্বেষ ভরা, বঙ্গভূমি-
বক্ষে ঢেলে দেরে মুক্তিময়ী শান্তিকরী সুধা।
ডাক ভক্ত, ঐরূপ ভক্তিভরা সুরে, মা মা, বলি
কর আবাহন; সাধনায় সিদ্ধি লাভ হইবে
তোমার। (অন্তর্দ্ধান)

(ভক্তচরিত্র প্রবেশ)

ভক্ত। গীত।

মন বসে কি ভাব একা।
যাহা কিছু ভাব রে মন, সকলি যে অসার ফাঁকা॥
বাসনা-তরঙ্গ তুলে, কোথা ভেসে যাচ্ছ চলে,

তোমার জীবন-তরি যাবে ডুবি,
পাবে না'ক কূলের ঠিকা ॥
শান্তি যদি পেতে চাও মন, সার কররে, মায়ের চরণ,
তাহ'লে শান্ত হৃদি মাঝে, দেখ্‌বি মায়ের রূপটি আঁকা ॥

(প্রসাদ গাত্রোত্থান করিয়া)

প্রসাদ। ভজহরি, এস ভাই, তোমার আকুল ক্রন্দনে মা তোমায় অবশ্যই কৃপা কর্ব্বেন।

ভজ। আপনার আশীর্ব্বাদ আমার জীবনের একমাত্র সম্বল; কিন্তু দাদা, আজ আপনাকে চিন্তান্বিত দেখ্‌ছি কেন?

প্রসাদ। ভজহরি! তুমি জান ত সকলি,
আমি আমার জননী কৃপায়, পেয়েছি
চিনিতে—ঐ বিশ্বজননী মাতারে
আমার, কিন্তু ভাই, বুঝি দেখ,
কত বাধা ঘটিল এখন; বিবাহবন্ধনে
বুঝি বাধা পড়ে জীবনের সার কর্ম্মে মোর।

ভজ। না দাদা, তা হ'বে না, মার কৃপায়—আপনার কোন বাধা বিঘ্ন হ'বে না।

(ছদ্মবেশী আগমবাগীশের প্রবেশ)

আগম। প্রসাদ, তোমার মঙ্গল হ'ক।

প্রসাদ। আসুন্ প্রভু, প্রণাম হই। (প্রসাদ ও ভজহরি উভয়ে সম্মান দেখাইলেন)

আগম। দেখ প্রসাদ, অনুগামিনী পত্নী লাভ হ'লে বিবাহ-বন্ধনে কোন বাধা হয় না। কিন্তু আমি বিস্মিত হলাম যে, তুমি মাকে চিন্‌তে পেরেছ; যদি তাই পেরে থাক, তা'হলে পরীক্ষা দাও।

(প্রসাদের অধোবদন)

ভজ। কি পরীক্ষা চান, প্রভু!

আগম। আমি ঐ মাতৃপ্রতিমায় প্রাণশক্তির পরিচয় চাই।

প্রসাদ। প্রাণশক্তি? প্রাণশক্তি সর্ব্বত্র বিরাজিত, কি ভাবে সে পরিচয় দিব?

আগম। যেরূপে পার; প্রতিমায় সেই শক্তি প্রদীপ্ত কর।

ভজ। মা, মা, ভক্তবাঞ্ছা পূর্ণ কর, মা! (উভয়ের নীরব প্রার্থনা, একটি করুণ বাদ্য)

(কিয়ৎক্ষণ পরে)

আগম। প্রসাদ, হয় না, হয় না, সাগরের তীরে বসে জল পান কর্ব্বে মনে করেছ, কিন্তু তা হয় না। সাগরের জল লবণাক্ত, মেঘের কাছে জল চাও, জলপান করে তৃপ্তিলাভ কর্ত্তে পার্ব্বে। গুরুর কাছে দীক্ষিত হ'য়ে সাধনা কর, মা বিশ্বজননী তোমারই হ'বেন। [আগমের প্রস্থান।

প্রসাদ। ভজহরি, চল যাই গুরুর
সকাশে, নহে শুধু পণ্ডশ্রম
সাধন ভজনে।
আরো এক কথা,
যদি বধূ হইয়া সম্মত, লন

সুধা-মাতৃনাম, গুরুমুখ হ'তে ;
আছে যথা সনাতন হিন্দুশাস্ত্রে
প্রথা প্রচলিত,—স্বীয় পত্নীসহ
হইতে দীক্ষিত ;
তাই হলে মনসাধ পূর্ণ হয়,
ঐ আনন্দময়ী জননী-কৃপায়।

ভজ। দাদা, ব্যাকুল হ'বেন না, মা আপনার অভিলাষ অবশ্যই পূর্ণ কর্বেন।

প্রসাদ। তাই, বল ভাই। এখন মায়ের একটী নাম কর।

গীত।

ভজ।

মা নয় আমার খড়ে গড়া।
নয় সে মাটীর উপর রং করা॥
চিন্ময়ী-রূপিণী কালী, জগৎ জোড়া
আলো করা।
যে জন যেমন পূজ্‌বে তাঁরে,
ফল পাবে সে তেমনি ধারা ;
আমার তেমন পূজা হয়নি ব'লে
হয়ে আছি দিশে হারা।
জগৎ-জননি মাগো, কৃপা কর এই বেলা,
যাতে তোমার প্রসাদ নিতে পারে,
তোমার ভুবনভরা—প্রাণধারা॥

[উভয়ের প্রস্থান

———

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

কুমারহট্ট—পণ্ডিতমণ্ডলীর সভা।

অদূরে প্রসাদের গৃহ, সম্মুখে গ্রাম্যপথ।

(নবদ্বীপের পণ্ডিতমণ্ডলী সমাসীন)

১ম পণ্ডিত। বলি ওহে তর্করত্ন, গাঁয়ের পণ্ডিতদের ত দেখা নাই।

তর্ক। এই সব এলেন বলে। একটু নস্য লন না—(নস্যের ডিবা অর্পণ)।

৩য় প। এ গাঁয়ের লোকসংখ্যা খুব কম বলে মনে হয়।

তর্ক। হ্যাঁ, বসবাস খুবই কম, তবে শুনছি ভট্টপল্লী হ'তে পণ্ডিতরা এসেছেন।

১ম প। তা ভালই ত, আনন্দ পাওয়া যাবে।

৩য় প। প্রশ্ন কিরূপ করা যাবে ?

১ম প। এখানে আর ন্যায় সম্বন্ধে কথা না বলে, কোন কূট-বাক্যের অর্থ জিজ্ঞাসা কল্লেই হবে, কি বল তর্করত্ন ?

তর্ক। হ্যাঁ, হ্যাঁ, তা হলেই হবে।

(একটি রমণী-বেশধারী কুম্ভকার ও একটি বালকের প্রবেশ)

বালক। (কাঁদিতে কাঁদিতে) মা, সকালে কাক ডাকে কেন ?

রমণী। তোমার জ্বালায় অস্থির হলাম, এঁদের জিজ্ঞাসা কর।

তর্ক। কি হয়েছে, বাছা !

রমণী। ঠাকুর, ছেলেটী আজ সকালে কাকের শব্দ শুনে, বায়না কচ্ছে; একে সকালে কাক ডাকে কেন বলে দিন।

১ম। হ্যাঁ, তাইত, তাইত।

৩য়। ওহে তর্করত্ন! এর মীমাংসা কি হবে?

তর্ক। হবে আর ছাই, পণ্ডিতদের সঙ্গে তর্ক করা এখন মাথায় থুয়ে, ওকে বল—"কাক ডাকে কেন"! কাক সকালে খিদের চোটে ডাকে।

রমণী। (বালকের প্রতি) ঐ শোন্, কাকের খিদে পেলে ডাকে। চল্, বাড়ী চল্।

বালক। না আমি যা'ব না। গরু ডাকে না কেন?

তর্ক। এতো ভাল 'গেরো' বটে। ছেলে ত দেখছি বড়ই বায়নাদার। একে বাড়ী নিয়ে যাও, বাছা!

বালক। মা! তুমি বল না?

তর্ক। তুমিই বলে দাও না, বাছা! তোমাদের অনেক রকম ঠাকুরমার ঝুলির তত্ত্ব কথা জানা আছে ত?

রমণী। কি করে বুঝাই; আপনাদের কাছে বোল্‌তে লজ্জা হয়।

৩য়। না, না, কোন লজ্জা নাই; তুমি ওকে শীঘ্র বুঝিয়ে বাড়ী নিয়ে যাও।

১ম। হ্যাঁ, হ্যাঁ, তাই ঠিক। কোথায় ব্রাহ্মণদের সঙ্গে শাস্ত্রীয় তর্ক হবে, না—এ কি বালাই!

রমণী। দেখ খোকা, সূর্য্য উঠলে জগতের অন্ধকার নষ্ট হয়, তাই কাকগুলো অন্ধকারের মত কাল বোলে, সূর্য্যদেবকে সকালে

উঠে বলে, "সূর্য্যদেব, আমরা কাক, অন্ধকারের মত আমাদেরও নষ্ট কোরো না।" ঐ কথা বোল্‌তে বোল্‌তে তারা উড়ে যায়।

তর্ক। ও—হো—হো।

৩য়। হ্যাঁ, হ্যাঁ; ঠিক ঠিক।

তর্ক। সেই যে হে—

"তিমিরারীরুষাবিষ্টো হন্ত্যাতিমির-শঙ্কয়া।

বাশন্তোঽমী বয়ং কাকা ব্রবন্তি বায়সা দিশঃ॥"

[রমণীসহ বালকের প্রস্থান।

১ম। আচ্ছা, তাতো হ'ল, এখন ভাবছ কি?

তর্ক। ভাব্‌ব আর ছাই, এখন যত শীঘ্র পারা যায় বাড়ী পালান যাক্, চলুন। এখনি ব্রাহ্মণরা এসে পড়বেন। তাঁদের কাছে আর জয়ের আশা দেখি না। নবদ্বীপের পণ্ডিতরা যখন কুমারহট্টের রমণীর কাছে পরাজিত, তখন আর এখানে বৃথা সময় নষ্ট করা।

৩য়। হ্যাঁ, হ্যাঁ, তাই ঠিক। চলুন, চলুন।

১ম। দুর্গা, দুর্গা, দুর্গা। [সকলের প্রস্থান।

(গ্রাম্যপথে প্রত্যাগত নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণগণের প্রবেশ)

গীত।

ব্রাহ্মণগণ। এমনি ধারা যাসে দু'বার

যদি জুটতো সবাকার,

দেহটাতে লাগতো তাকৎ,
কুস্তি হতো মজাদার ॥
ঘরের ভাত মামুলি চাল
ভাল লাগে কি চিরকাল ?
তাই ফলার পেলে প্রাণটা
মোদের করে না বিচার ॥
যাচি মোরা কর্ম্মি-সাধু
থাকুন সুখে চিরকাল,
তা হ'লে মিলবে ফলার
তৃপ্তি করা রসনার।

(মাঝে মাঝে উদ্গার তুলিতে তুলিতে)

বাঁড়ুজ্যে। বলি, মুকুজ্যে! কেমন ফলার খেলে ?

মুকুজ্যে। সেন মশায়রা খুব ভালই খাইয়েছেন। রাত্রে আর কিছু খেতে হ'বে না।

(তর্করত্নের প্রবেশ)

তর্ক। (ব্যস্ত হইয়া) মশায়! গঙ্গাতীর আর কত দূর হবে ?

মুকুজ্যে। আজ্ঞে বেশী দূর নয়, এখান থেকে আর আধ পোয়াটাক পথ। মশায় কি বিদেশী ?

তর্ক। আজ্ঞে হ্যাঁ, আমি নবদ্বীপ নিবাসী, আমরা আরো পাঁচ-জন ছিলাম, তাঁরা অগ্রসর হয়েছেন।

বাঁড়ুজ্যে। আপনাদের এখানে আগমনের কারণ কি?

তর্ক। এখানকার পণ্ডিতমণ্ডলীর সহিত শাস্ত্রীয় তর্কের অভিপ্রায়ে; কিন্তু—

মুকুজ্যে। আজ্ঞে, চুপ্ করুন যে, আপনাদের মীমাংসা কিরূপ হল?

তর্ক। আপনারা?

বাঁড়ুজ্যে। আমরা ব্রাহ্মণ।

তর্ক। দেখুন, আমাদের সভায় একটী বালক তার মা'র সঙ্গে এসে আমাদের নিকট "প্রাতে কাক ডাকার" কারণ জিজ্ঞাসা করে। কিন্তু আমরা কিছু স্থির না করতে পারায়, সেই রমণী বা মাতা যাই বলুন, মীমাংসা করে দিল।

মুকুজ্যে। আর থাক্, হয়েছে, হয়েছে। এ সব আমাদের "ভোলার" কাজ। তাহ'লে কুমোর আপনাদের ঠকিয়েছে, মশায়। এখানকার কুমোর বড ধূর্ত্ত, তাই এই স্থানটীকে "কুমার হট্ট" বলে। তা ও সব ভাগ্যের কথা, কি আর কর্বেন বলুন। এখন চলুন আমরা আপনার সঙ্গে যাচ্ছি।

তর্ক। (স্বগতঃ) হায়, হায়, কি কুক্ষণেই যাত্রা করা গেছ্‌লো। শেষে "কুমোরে" ঠকিয়ে দিলে।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

প্রসাদের কক্ষ।

(সর্ব্বাণী ও পাগলিনী)

পাগলিনী। (সর্ব্বাণীর প্রতি)

(দ্বারদেশে দাঁড়াইয়া)

গীত।

বিরলে বসিয়া আনত বদনে,
বসে আছে বধূ পতির ধেয়ানে।
কিবা সুন্দর শ্রী ললিত বয়ান,
হেরে পুলকিত সবারি প্রাণ,
(তবু) অধরের কোণে মধুর হাসি,
লুকায়ে রেখেছে গোপনে ॥
উঠে হেসে যদি কও কথা,
দূরে যাবে চলে প্রাণ-মনোব্যথা,
(আমি) আদরে তোমায় ধরিব বুকে,
নাশিয়া আঁধার যতনে ॥

সর্ব্বাণী। (উঠিয়া স্বগতঃ) আহা! কি মিষ্টি গলা। গান শুনে প্রাণে যেন ভাবের উদয় হয়; কিন্তু সে চরণ ছাড়া আর তো কিছু মনে আসে না। আঁধার ঘুচে যাবে! কিন্তু কৈ, আমার আঁধার তো আর নাই। আগে ছিল

বটে, কিন্তু এখন যখনই নির্জ্জনে বসে সেই চরণ চিন্তা করি, তখনই যেন প্রাণের সকল আঁধার দূরে চলে যায়। যাই হ'ক, ভিখারিণীর এমন আলোকরা রূপ পূর্ব্বে কোথাও দেখিনি। আরো এক কথা—উনি হয়ত সাধারণ ভিখারিণী নন। নিকটে গিয়ে পরিচয় জিজ্ঞাসা করিগে। (একটু অগ্রসর হইয়া—প্রকাশ্যে) এসো মা, ভেতরে এস, বোস, আমি 'মাকে' ডেকে আনি।

পাগলিনী। হাঁ মা, যাই। তোমার শাশুড়ীকে ডাকতে হবে না; আমি দুটো কথা বলে চলে যাব। এখন বল দেখি, আইবুড়ো বেলায় শিবপূজা কর্ত্তে কি না ?

সর্ব্বাণী। (সলজ্জ হইয়া) হাঁ।

পাগলিনী। এখনও কর কি ?

সর্ব্বাণী। (নীরব)।

পাগলিনী। ও বুঝেছি, তুমি যে শিব পেয়েছ। তবে এইবার শক্তি পূজা কোরো।

সর্ব্বাণী। মা, যদি কথায় কথায় পূজার কথা তুল্লে, তবে ভাল করে বলে দাও, স্বামিসেবা ছাড়া স্ত্রীজাতি অন্য পূজা ক'রতে পারে কি ? তাতে সব মন পূজায় কেমন ক'রে দেব ?

পাগলিনী। মা, তুমি পতিব্রতা। পতিব্রতা নারী পূজা ক'রলে সকল দেবতা অতি সহজে তুষ্ট হন্। আর নারী স্বামীর অনুমতি নিয়ে পূজা ক'রতে পারে। তাই আমার

তোমায় বলতে আসা যে, তুমি তোমার স্বামীর সঙ্গে কুলগুরুর নিকট দীক্ষা নিও।

সর্ব্বাণী। মা। তুমি যখন আমার মনোভাব বুঝে সব বলে দিলে, তখন আমার দীক্ষাগ্রহণ ক'রতে হ'বে। মা। তোমার পরিচয় ত কৈ দিলে না?

পাগলিনী। পরিচয়ের জন্য আর কি হয়েছে, পরে পাবে।

সর্ব্বাণী। তবে আর একটী গান কর।

পাগলিনী। (স্বগতঃ) সরলা বালা গান শুনতে ভালবাসে, গানে মুগ্ধা করে না চলে গেলে, আমার যাবার উপায় দেখি না।

(প্রকাশ্যে)   গীত।

মন প্রাণে মিশ্‌লে পরে,
আশার আশা মিট্‌তে পারে।
তা' না হ'লে চিত্ত-চকোর,
অসার-জালে জড়িয়ে মরে॥
চকোর যেমন সুধা আশে,
উধাও হ'য়ে ধায় আকাশে,
তেমনি ক'রে এক মানসে,
ডাক্‌লে পরে পায়রে তাঁরে॥
শুধু মুখের কথাটী নয়,
যদি পেতে চাও পরিচয়,
(তবে) মন প্রাণ ঐক্য করে,
সাধনারে তাঁরে বারে বারে॥

[পাগলিনীর প্রস্থান।

সর্ব্বাণী। (ব্যাকুলা হইয়া পাগলিনীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ কিয়দ্দূর গমন ও পুনঃ প্রবেশ)। না, দেখা পেলুম না, মাকে গিয়ে সব কথা বলি।

(প্রসাদের প্রবেশ)

প্রসাদ। সর্ব্বাণি! তোমায় কুলগুরুর নিকট দীক্ষা নিতে হবে।

সর্ব্বাণী। তোমার আদেশ আমি অবশ্যই পালন কর্ব্বো। একজন পাগলিনী এসে আমায় ঐ কথাই বলে গেলেন।

প্রসাদ। (স্বগতঃ) ওঃ বুঝেছি, এসব মার লীলা খেলা। সর্ব্বাণি! তুমি 'মার' কাছে যাও। আমি ভজহরিকে এ কথা না জানালে স্থির থাকতে পাচ্ছি না।

সর্ব্বাণী। আমি তাঁকে পাঠিয়ে দিচ্ছি।

[সর্ব্বাণীর প্রস্থান।

(ভজহরির প্রবেশ)

ভজহরি। দাদা, দাদা।

প্রসাদ। এস ভাই, এস। মা কি কচ্ছেন, দেখ দেখি।

(সিদ্ধেশ্বরীর প্রবেশ)

ভজহরি। দাদা! মা এই দিকে আসছেন।

(মাতা সিদ্ধেশ্বরীকে প্রসাদ ও ভজহরির প্রণাম)।

প্রসাদ। মা! আপনি এখন এখানে এলেন?

সিদ্ধেশ্বরী। হ্যাঁ বাবা, বিশেষ কারণে আমাকে আসতে হ'ল। তিনি আদেশ কল্লেন যে, তাঁর শরীর বড় খারাপ,

অতএব কালবিলম্ব না ক'রে আগামী কল্য তোমরা উভয়ে গুরুদেবের নিকট দীক্ষা গ্রহণ কর। গুরুদেবও অনুগ্রহ ক'রে এখানে উপস্থিত হয়েছেন। তাই বল্‌ছিলুম—তুমি আজ তেল মেখোনা, আর নিরামিষ ভোজন ক'রে উভয়ে মাকে স্মরণ ক'রবে, যাতে তাঁর কৃপা লাভ ক'রতে পার। আমরা আর ক'দিন বাবা! যিনি চিরদিনের মা বাপ, তাঁকে লাভ ক'রে তোমরা সংসার কর, এই আমার আশীর্ব্বাদ। একজন ভিখারিণী এসে বৌমাকেও ঐ কথা ব'লেছেন।

প্রসাদ। (স্বগতঃ) ও বুঝেছি, এ সব 'মার' লীলাখেলা। (প্রকাশ্যে) মা! আপনি দীক্ষা গ্রহণের আয়োজন করুন, আমরা আপনার আদেশমত আচারব্রত পালন ক'রবো।

সিদ্ধেশ্বরী। বাবা! তবে আসি।

প্রসাদ। হ্যাঁ মা, আসুন। [সিদ্ধেশ্বরীর প্রস্থান।

(ভজহরির প্রতি)

ভজহরি। শুনিলেত মাতার কাহিনী,
ভিখারিণী নন্ তিনি, ঈশানী ছলিয়া
আসিলেন দীন-গেহে প্রবোধিতে সুতা,
অজ্ঞান আঁধার নাশি' সর্ব্বাণী-হৃদয়ে।
কিন্তু ভাই! ভাগ্যহীন আমি, না পাইনু
মাতার দর্শন, হায়! কবে পাব দেখা।

(অত্যন্ত কাতরভাব)

ভবহরি। দাদা! ব্যাকুল হবেন্ না ; 'মা' আপনাকে দেখা না দিয়ে কি থাক্‌তে পারেন?

প্রসাদ। ভবহরি, দাও ভাই আশ্বাস-বচন,
আকুল অন্তর মোর, মাতৃ-দরশনে—
বিলম্ব সহেনা আর, যাই গুরুপাশে
লইতে সে মন্ত্র বিদ্যা শ্যামা-তুষ্টিকরী।

[প্রসাদের প্রস্থান।

ভবহরি। (স্বগতঃ) লীলাময়ীর লীলাখেলা কে বুঝিতে পারে?
কত স্নেহময়ী তিনি জীবের উপর!
মাতাপিতা যবে মোরে ফেলিয়া সংসারে,
চলিয়া গেলেন দোঁহে জগৎ ছাড়িয়া,
তখন—
অলিন্দে বসিয়া আমি করি অশ্রুপাত।
এ হেন সময় কার যেন উচ্চস্বর
লইয়া চলিল মোরে রুদ্ধ দ্বারদেশে!
তথায় দেখিনু গিয়া সহচর মোর,
দাঁড়ায়ে দুয়ার পাশে প্রশান্ত প্রসাদ।
করে ধরি বলিল সে মিনতি করিয়া,
আসিতে তাহার গৃহে বিলম্ব না করি।
এই বলি সখা যবে সম্বোধিল মোরে,
দেখিনু বদনে তাঁর জননীর মুখ!
অমনি শিহরি উঠি জিজ্ঞাসি প্রসাদে,

কেন দেখি মাতৃরূপ তাঁহার বদনে।
না দিল উত্তর কিছু, শুধু হাসিমুখে
সান্ত্বনার বাক্যছলে ভুলাল আমায়।
সেই দিন হ'তে আজ যৌবন অবধি
প্রসাদের স্নেহ-ঋণে পড়িয়াছি বাঁধা,
ভুলিয়া নিজের কাজ, শুধু সখা বলি,
প্রাণসম ভালবাসা দিয়াছি তাহারে।

[প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

কুমারহট্ট গ্রাম্যপথ—নিত্যানন্দ ও রূপচাঁদ।

নিত্যানন্দ। দেখ ভায়া, রূপচাঁদ!

রূপচাঁদ। কেন ভায়া, বলে যাও।

নিত্য। আজকাল গ্রামের হাওয়া বদ্‌লে গেছে।

রূপ। সে আবার কি?

নিত্য। যার যে কাজ, সে তা' কচ্ছে না, বামুন, শূদ্দুর, সকলেই ধর্ম্ম ধর্ম্ম করে পাগল হয়েছে, তাতে গ্রামের উন্নতি না অবনতি?

রূপ। সে কি কথা। যার যা কাজ, তার তাই করা দরকার।

নিত্য। বলত ভাই, সকলেই যদি ধর্ম্ম কর্ব্বে, তা হ'লে চাষ-আবাদ কর্ব্বে কে?

রূপ। হ্যাঁ, তা ত বটেই। এতে সবই উল্‌টে যাবে। বামুনে চাষ কর্ব্বে, আর বৈশ্য-শূদ্রে ধর্ম্ম কর্ব্বে। ফলে রোগ হ'লে চিকিৎসা হবেনা, আর চাষ-আবাদের কথা ত বুঝ্‌তেই পাচ্ছ।

নিত্য। এরূপ হ'তে দেওয়া কি ভাল বল ?

রূপ। না, কিছুতেই না। তবে আমাদের কথা শুন্‌বে কে ? গাঁয়ের যাঁরা মাথাধরা লোক—তাঁরাও দলে ভিড়েছেন।

নিত্য। তা' হ'লে এখন উপায় কি ? সকলেই সাধন ভজন কর্ব্বে ?

রূপ। কেন ? আমরা তোমার কাকাকে পরিচালক করে একটি দল গঠন করি এস না ?

নিত্য। হ্যাঁ তা হলেই হয়েছে! কাকা রামরাম খুড়োর ছেলে প্রসাদের পরমভক্ত। ওঁর দ্বারা কিছু হ'বে না।

রূপ। তাহ'লে যেমন ক'রে পারা যায়, আমরা একটা দল কর্ব্বো। তোমার কাকা এইদিকেই আসছেন।

(তর্কভূষণের প্রবেশ)

নিত্য। কাকা, কতদূর যাবেন ?

তর্ক। প্রসাদের দীক্ষা হ'বে, তাই যাচ্ছি। তোমরা কি কচ্ছ ?

নিত্য। আমরা একটু বেড়াচ্ছি।

[তর্কের প্রস্থান।

ভায়া রূপচাঁদ, মেয়েরা এইদিকে কোথায় যাচ্ছে বল দেখি ?

রূপ। আজ যে শিবরাত্রি।

নিত্য। হ্যাঁ, হ্যাঁ, তাই বটে, তবে একটু এগিয়ে যাওয়া যাক চল।

[উভয়ের প্রস্থান।

(পল্লীবাসিনীগণের প্রবেশ)

গীত।

আজি শিবরাত্রি, শিবরাত্রি।
আশুতোষে পূজতে হ'বে ভক্তি করে দিনরাতি।
বেলপাতা আর গঙ্গাজলে, ভোলে ভোলা কুতূহলে,
অমন দয়াল ঠাকুর পূজ্‌লে পরে, পেতে পার পরম গতি।

[প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

চণ্ডীমণ্ডপ।

(প্রসাদ, মাধবাচার্য্য, সর্ব্বাণী আসীন)

মাধবাচার্য্য। (সর্ব্বাণীর প্রতি)
এইরূপে রাখি মতি পতির চরণে,
জপ কর ইষ্টমন্ত্র ভক্তি সহকারে।

[সর্ব্বাণীর সকলকে প্রণাম করিয়া প্রস্থান

প্রসাদ ' বল কোথা সংশয় তোমার ?

প্রসাদ। 'মা'র নামে সংশয় কি আছে দেব !
তবে এই মাত্র নিবেদি চরণে,
শুধু জপে মিলিবে কি দরশন তাঁর ?

মাধবাচার্য্য। হ্যাঁ প্রসাদ! জপে সিদ্ধি শাস্ত্রের বচন;
অন্য মন না করিও সাধনার পথে।
অভ্যাস-যোগেতে যবে প্রবৃত্তি-নিচয়,
দূর হয়ে যাবে চলি অন্তর হইতে,
শ্যামা তবে শূন্য-হৃদে আসন পাতিয়া,
উদিতা হবেন দেবী বাঞ্ছা পূর্ণ করি।
দর্শন স্বরূপে রাখি, মন রাখি প্রাণে,
জপিবে ইষ্টের নাম বসিয়া নির্জ্জনে।

প্রসাদ। নিরাতঙ্ক হ'ল দেব! শুনিয়া বচন,
নিরানন্দ দূরে গেল মোর,
নিরাময় করিলে আমায়।

মাধবাচার্য্য। প্রসাদ! তবে যাই আমি ঘরে ফিরি
করি আশীর্ব্বাদ—
যেন সিদ্ধ হয় সাধনা তোমার।

প্রসাদ। তবে আসুন দেব, কি কহিব আর,
অধম সন্তান তব নমে শ্রীচরণে।
(প্রণাম করিলেন)

[মাধবাচার্য্যের প্রস্থান।

(স্বগতঃ) প্রসাদের আজ বড় আনন্দের দিন,
কুদিন গিয়াছে চলি জননী কৃপায়।
(বসিয়া) এই বার বস দেখি মাতার ধ্যানেতে,
দেখদেখি—কতদূর হ'লে অগ্রসর।

ওই যে গাহিছে পাখী আনন্দে মাতিয়া,
পবন বহিছে মন্দ হ'য়ে সুশীতল,
মায়ের করুণারাশি ছড়ায়ে ভুবনে।
এই কিরে প্রাণধারা আস্বাদন তরে?
তাই বলি, বিশ্ব হ'তে বিশ্ব-জননীরে,
শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধে পলে পলে,
লও টানি অন্তরের অন্তস্তল মাঝে।
নেত্র। তুমি কেন আছ অলসে বসিয়া,
একবার প্রাণভরে দেখে লও রূপ,
ভুবনমোহিনী মাতা সেজেছে কেমন।
মা, মা, মা বলি' রসনা আমার,
হ'য়ে ক্লান্ত স্থির হয়ে যাও,
ডুবে যাও মন সনে রূপের সাগরে। (ধ্যানস্থ)

(কিয়ৎক্ষণ পরে ভজহরির প্রবেশ)

ভজহরি। এই যে দাদা ধ্যানস্থ। ডেকে ধ্যান ভঙ্গ করা হবে না, মার নাম করে ডাকাই ভাল।

গীত।

নয়ন মেলে দেখনা চেয়ে শ্যামা আমার জগৎ জোড়া।
শ্যাম-আকাশে শ্যাম নীরদ, শ্যাম সাগর কি শ্যামা ছাড়া॥
শ্যাম তরু, শ্যামা লতা,
নয়ন তারা শ্যামে গাঁথা,
শ্যাম যাতে নাই সেরূপ বৃথা, শ্যামা ধরা মনোহরা॥

শ্যাম গিরি, গিরিজা শ্যামা,
শুভ্র শিবের মনোরমা,
তপনের অন্তরে শ্যামা, শশীর কোলে আলো-করা।
ডুব দে শ্যামারূপ-সাগরে, হ'সনি কভু শ্যামাহারা ॥

প্রসাদ। ভজহরি! কহ ভাই! গৃহের সংবাদ,
কিছু কি প্রমাদ গৃহে ঘ'টেছে আমার?

ভজহরি। মা মঙ্গলময়ীর ইচ্ছায় সবই ভাল দাদা! তবে কবিরাজ মহাশয় বলে গেলেন—বাবার অবস্থা ভাল নয়।

(তর্কভূষণের প্রবেশ)

তর্ক। প্রসাদ, শীঘ্র ভিতরে চল, তোমার পিতার অবস্থা ভাল নয়।

প্রসাদ। (ওঃ) জনকের শেষ দিন মাতার ইচ্ছায়।
এত দিন পিতৃস্নেহে ছিলাম যতনে।
(কিন্তু) পিতার বিহনে কেমনে কাটিবে কাল?
কেমনে বা মাতৃপূজা হইবে আমার!
এবে নিপতিত আমি বিষম বিপদে।
(ভজুর প্রতি) চল ভাই ঘরে যাই জনকসমীপে,
পুত্রের বিহিত কাজ করিগে এখন।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

প্রসাদের বহির্বাটী।

(প্রসাদ, পরে ভজহরি, তর্কভূষণ, স্বর্ণকার ও বস্ত্রবিক্রেতা)

প্রসাদ। (স্বগতঃ) জন্ম মৃত্যু পৃথিবীতে প্রহেলিকাময়,
মৃত্যু তার শেষ দিন বিধাতা সৃজিল!
বড় পরীক্ষার দিন! যেতে হবে সবে
ছাড়িয়া সংসার আত্মীয় কুটুম্বগণে!
কিন্তু যদি মায়া মোহে মুগ্ধ থাকে নর,
তবে সে শেষের দিন কেমনে স্মরিবে?
কেমনে সে পরীক্ষায় হইবে উদ্ধার!
হায়! হায়! বৃথা সব, যদি এই বেলা—
অর্পিতে না পারি মন জননীর পায়।
শাস্ত্রে কয়, মন নাশে জগতের নাশ;
কেমনে সে মন নাশ হইবে আমার?
(ওহো!) পারি যদি দিতে ডালি মাতার চরণে,
প্রবৃত্তি সমূহে মোর নৈবেদ্যের মত—
তা হলে না ডরি কালে, অন্তে যাব চলি
কালী কালী কালী বলি' জননীর কোলে।
আবার কেনরে মন! হতেছ চঞ্চল,

পিতার বিয়োগে কিরে হয়েছে কাতর ?
মাতার বিধবা বেশ হেরিয়া নয়নে,
অস্থির হয়েছ তুমি তরঙ্গের মত ?
না মন ! হওরে স্থির, রাখ মোর কথা,
পিতা তব ভেসে ছিল জলবিম্ব সম,
দুদিনের তরে এই সংসার সাগরে ;
(কিন্তু) প্রকৃতির আবর্ত্তনহেতু মিলিল সে বিন্দু,
সংসার মহা-সিন্ধু তরঙ্গ-মাঝারে।
জননীর বেশ দেখি কি হইবে কাজ ?
বাহ্য দৃশ্যে দৃষ্টি তুমি করোনা রে মন।
একমাত্র প্রাণধারা চেতনাচেতনে
লক্ষ্য রাখি ডুবে যাও জননীর ধ্যানে।

(উপবেশন ও ধ্যান)

(ভজহরির প্রবেশ)

গীত

"আর ভুলালে ভুলবো নাগো !
আমি অভয় পদ সার করেছি,
ভয়ে হেল্‌বো দুলবো নাগো,
বিষয়ে আসক্ত হ'য়ে, বিষের কূপে উল্‌বো নাগো,
সুখ দুঃখ ভেবে সমান, মনের আগুন তুল্‌বো নাগো।

মন লোভে মত্ত হয়ে, দ্বারে দ্বারে বুল্‌বো নাগো।
আশা-বায়ুগ্রস্ত হয়ে, মনের কথা খুল্‌বো নাগো॥
মায়াপাশে বদ্ধ হ'য়ে, প্রেমের গাছে ঝুল্‌বো নাগো।
রাম প্রসাদ বলে দুধ খেয়েছি,
ঘোলে মিশি গুল্‌বো নাগো॥"

প্রসাদ। ভজহরি! অতিশীঘ্র শিখিয়াছ সঙ্গীত আমার,
সুললিত কণ্ঠে তাহা মধুর লাগিল।
(কিন্তু ভাই) ঐরূপে থাকা চাই সংসার-সাগরে,
নচেৎ সহিতে হবে ত্রিতাপের জ্বালা।

ভজহরি। দাদা! আমি তো আপনার আদেশমত বিশেষ চেষ্টা কচ্ছি, কিন্তু কৈ পাচ্ছি না ত!

প্রসাদ। সময় হলেই পারবে।

ভজহরি। আর আমার কবে সময় হবে?

প্রসাদ। আশা ছেড়ো না, অবশ্য হবে। যে দিন তোমার গুরু দয়া করবেন, সেইদিন হবে।

ভজহরি। আমার আবার গুরু কে? আপনিই ত আমার গুরু।

প্রসাদ। না, ও কথা ব'ল না। গুরু হ'তে হ'লে মহাপুরুষ হওয়া চাই, তোমার সময় হলেই গুরু আপনি দেখা দেবেন।

(তর্কভূষণের প্রবেশ)

তর্কভূষণ। এই যে প্রসাদ! উপস্থিত তোমার মঙ্গল ত?

প্রসাদ। (প্রণত হইয়া) আজ্ঞে হাঁ, উপস্থিত মঙ্গল। তবে পিতৃবিয়োগে সংসারের সকল ভারই বইতে হচ্ছে, তাই মনটা একটু চঞ্চল হয়েছে মাত্র।

তর্কভূষণ। সংসারের জন্য তোমার ভাবনা কি। তুমি লেখাপড়া জান, তা ছাড়া তুমি একজন ভক্ত, তোমার মত সাধু ব্যক্তিকে ভগবান্ অবশ্যই দয়া কর্‌বেন।

প্রসাদ। আশীর্ব্বাদ করুন—যেন সংসারের চিন্তা আমার বিশ্বজননীর পদচিন্তার অন্তরায় না হয়।

তর্কভূষণ। প্রসাদ! আমি আশীর্ব্বাদ করি তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হোক্; আর তুমি সংসারে থেকে সাধনায় সিদ্ধিলাভ কর। দেখ প্রসাদ! তুমি বাল্যকাল হতেই মাতৃভক্ত; এক্ষণে তুমি শক্তিমন্ত্রে এক প্রকার সিদ্ধপুরুষই হয়েছ। আমার বড় ইচ্ছা যে, তুমি আমায় সে সম্বন্ধে কিছু উপদেশ দাও।

প্রসাদ। সে কি প্রভু! আপনি পণ্ডিত, আমি আপনাকে কি ব'লব! মাতা আনন্দময়ীর ইচ্ছায় আপনার ইচ্ছাশক্তি বলবতী হলে, সাধনার কথা আপনি স্বয়ং বুঝ্‌তে পার্‌বেন। আমার মনে হয়, রুচিভেদে সাধনার পথও ভিন্ন ভিন্ন। আপনার যদি বিশেষ অনুরাগ হয়ে থাকে, তা হলে মাতা বিশ্বজননী আপনাকে অবশ্য কৃপা কর্‌বেন। আমি ভজনে 'মা'র সাধনা করে থাকি। যদি তা' শুন্‌তে চান, শুনাতে পারি।

তর্কভূষণ। আচ্ছা, তবে তাই শুনাও।

(স্বগতঃ) প্রসাদ আমায় ফাঁকি দিলে, কিন্তু আমি সাধনা করে দেখ্‌ব—আমার অদৃষ্টে কি হয়।

প্রসাদ। ভাই ভজহরি। কর গান মা'র নাম, শুনাও ব্রাহ্মণে—

"এমন দিন কি হবে তারা।

যবে তারা তারা তারা বলে দু'নয়নে পড়্‌বে ধারা॥"

ভজহরি।　　　　　　　　গীত।

"এমন দিন কি হবে তারা।

যবে তারা তারা তারা বলে দু'নয়নে পড়্‌বে ধারা॥

হৃদি-পদ্ম উঠ্‌বে ফুটে, মনের আঁধার যাবে ছুটে,

তখন ধরাতলে পড়বো লুটে, তারা বলে হ'ব সারা।

ত্যজিব সব ভেদাভেদ, ঘুচে যাবে মনের খেদ,

ওরে শত শত সত্য বেদ, তারা আমার নিরাকারা॥

শ্রীরামপ্রসাদে রটে, মা বিরাজে সর্ব্ব ঘটে,

ওরে আঁখি অন্ধ দেখ মাকে, তিমিরে তিমির-হরা॥"

তর্কভূষণ। বেশ। বেশ। প্রসাদ, আজ আমি যাই।

প্রসাদ। যে আজ্ঞে, আসুন।

[তর্কের প্রস্থান।

(জনৈক স্বর্ণকারের প্রবেশ)

স্বর্ণকার। (স্বগতঃ) এই যে, পাড়ায় যা শুন্‌ছি তাইত বটে। এ তো দেখ্‌ছি সংসার ত্যাগ করবার মতলব ; তা হলে টাকা

আদায় করা ত বড় মুস্কিল হ'বে? না, ভাল কথা নয়; একটু এগিয়ে তাগাদা করা যাক্। (প্রকাশ্যে) বলি ও সেনমশাই টাকা ক'টা পাব কি?

ভজহরি। কিসের জন্য টাকা?

স্বর্ণকার। সে খোঁজে আপনার কি মশাই?

ভজহরি। না হে, বল না, আমি দেবো। ওঁকে এখন বিরক্ত কোরোনা।

স্বর্ণকার। পাওনা টাকার তাগাদা ক'র্‌বোনা, এ আপনার কি কথা?

প্রসাদ। কি ভাই! তোমার কত পাওনা?

স্বর্ণকার। (স্বগতঃ) এই ত ভদ্রলোকের কথা।

(প্রকাশ্যে) আজ্ঞে বেশী নয়, সামান্য পঁচিশ টাকা।

প্রসাদ। ভজহরি! পিতৃঋণ অবশ্য শোধিব।

যাও ভাই ত্বরা করি জননীর পাশে,
লয়ে এস মুদ্রা ক'টি বিলম্ব না করি।

ভজহরি। হ্যাঁ দাদা, যাই। (স্বগতঃ) এই ত আনন্দময়ীর কৃপায় বেশ সুযোগ পেয়েছি। জনক আমার, মৃত্যুকালে যা সামান্য অর্থ রেখে গেছ্‌লেন্ সেগুলি খরচ করবার এইত সময়। যাই, সেই টাকা হতে এই ঋণটা পরিশোধ করিগে।

[ভজহরির প্রস্থান।

স্বর্ণকার। (স্বগতঃ) যাক্, ভাবনা হয়েছিল, টাকাটার কিনারা হয়ে গেল। লজ্জা করলে কি ব্যবসা চলে! লজ্জার মাথা

খেয়ে তাগাদাটা যদি না কর্ত্তুম, তাহলে হয়ত টাকা ক'টা জলে যেতো।

(ভজহরির প্রবেশ)

ভজহরি। (দ্রুতপদে আসিয়া) এই নিন্ মশায়, আপনার টাকা —গুণে নিন্।

স্বর্ণকার। গুণতে আর হবে না। আপনারা কি কম দেবেন! আপনাদের সঙ্গে বারমাস কারবার করি!

প্রসাদ। আপনার টাকা পেয়েছেন ?

স্বর্ণকার। আজ্ঞে হ্যাঁ, পাব বৈকি! আপনার কাছে টাকা থাকা যা, আমার কাছেও থাকা তাই; তবে ব্যবসাদার মানুষ—আটকালেই আস্‌তে হয়। তবে এখন আসি, নমস্কার।

প্রসাদ। হ্যাঁ, আসুন। [স্বর্ণকারের প্রস্থান।

(বস্ত্রবিক্রেতার প্রবেশ)

বস্ত্রবিক্রেতা। (নেপথ্যে) বলি ও সেন মশায়! বাড়া আছেন ?

ভজহরি। কে হে, ভিতরে এস।

বস্ত্রবিক্রেতা। আজ্ঞে যাই। (প্রবেশ)

ভজহরি। আপনার কিসের প্রয়োজন ?

বস্ত্রবিক্রেতা। আজ্ঞে, কাপড়ের দাম পাব।

ভজহরি। কত পাবেন ?

বস্ত্রবিক্রেতা। আজ্ঞে, বেশী নয়, এই ১৫৲ টাকা মাত্র।

প্রসাদ। (স্বগতঃ) হায়, হায়! এ যে বিষম বিপদ।
কি করিয়া পাই পরিত্রাণ—
এই সংসার বন্ধন হ'তে।
না জানি, আরো কত ঋণ,
একে একে হইবে শোধিতে!
(প্রকাশ্যে) ভজহরি! বিলম্বের কিবা প্রয়োজন,
লয়ে এস মুদ্রা ক'টি, মাতারে জানায়ে,
উত্তমর্ণে করহে বিদায় ত্বরা করি।

ভজহরি। যাই দাদা! (স্বগতঃ) আবার সুযোগ! এইরূপে ঐ বন্ধন-মূলক টাকা ক'টা খরচ কত্তে পাল্লে বাঁচা যায়।

[ভজুর প্রস্থান।

বস্ত্রবিক্রেতা। মশাই! তাগাদার জন্য অপরাধ নেবেন্ না।

প্রসাদ। না, সে কি কথা। একটু অপেক্ষা করুন, শীঘ্রই পাবেন।

(ভজহরির প্রবেশ)

ভজহরি। এই নিন্ আপনার টাকা।

প্রসাদ। টাকা পেয়েছেন?

বস্ত্রবিক্রেতা। আজ্ঞে হ্যাঁ, পাব বৈ কি, আপনাদের কাছে কি আর মারা যাবে! আপনারা ভদ্রলোক! নমস্কার।

[বস্ত্রবিক্রেতার প্রস্থান।

ভজহরি। দাদা! মাতার আদেশ, এইবার ভিতরে চলুন। আর বাইরে বাইরে থেকে কি হ'বে? যা হবার তা ত হয়েছে। এখন সংসার না দেখ্‌লে কিরূপে চল্‌বে?

প্রসাদ দেখ ভাই ভজহরি। বাহিরে থাকিলে,
পাই বড় সুখ ধ্যানে রাজীব চরণ।
কিন্তু মাতা সিদ্ধেশ্বরী কোন মতে নহে
ন্যূন, আমার নিকট; যখন আদেশ
তাঁহার, চল যাই মাতার সমীপে।
মাতা গৃহে যার কিবা দুঃখ তার,
তাঁর আশীর্ব্বাদে মোর জীবনের আশা,
অপূর্ণ না রবে কভু—এই ত ভরসা।

[উভয়ের প্রস্থান

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

তাল পুকুর।

(প্রতিবাসিনীগণ ও সর্ব্বাণী)

প্রতিবাসিনীগণ গীত।

চল সবে মিলি জল খেলি।
কাল জলে গা' ডুবায়ে করি খেলা,
যেন কেউ আড়াল থেকে দেখেনাকো চুরি করি॥
মানুষের নজর ভাল নয়, তারা একথা সে কথা কয়,
সরল প্রাণে ক'জনই বা দুনিয়াতে রয়,
(তাই) সরম হ'লেও মরম কথা আবেগভরে ব'লে ফেলি

১ম প্রতিবাসিনী। তোমরা সঙ্গে' কর্‌বে নাকি ?

২য় প্র। তোমার ভাই সব বিষয়েই তাড়াতাড়ি, আর সবাইকে বলনা।

৩য় প্র। তোমরা তাড়াতাড়ি নাও, সূর্য্যদেব পাটে বস্‌লো।

২য় প্র। সর্ব্বাণীকে বল।

১ম ঐ। তবে তোমরা এস, আমরা এগুই।

২য় ঐ। সর্ব্বাণী এখানে এলেই দেরী করে।

১ম ঐ। কেন দেরী হয় বল না ভাই, সর্ব্বাণি !

গীত

সর্ব্বাণী। পুকুরের কাল জলে সই,
ইচ্ছা হয় দিবানিশি গা' ডুবায়ে রই।
কাল জল দেখ্‌লে পরে, কাল রূপ মনে পড়ে,
(তাই) অবাক্ হ'য়ে জলের পানে শুধু চেয়ে রই।
কালরূপ ভালবাসি, সে রূপ ছেয়েছে দিশি,
ইচ্ছা হয়, দিবানিশি (ঐ) 'রূপে' ডুবে রই।

[সকলের আর্দ্র বস্ত্রে প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

প্রসাদের কক্ষ

(সিদ্ধেশ্বরী, প্রসাদ ও সর্ব্বাণী)

সিদ্ধেশ্বরী। (স্বগতঃ) প্রসাদের সংসারে টান ষোল আনা, কিন্তু সে সংসারে লিপ্ত নয় ; সেটা সে ছেলেবেলা থেকে শিখেছে। সংসারে টান থাক্‌লেও সংসার চিরকাল থাকে না। তাই যাঁর প্রতি টান থাক্‌লে সংসার সুখের হ'বে, সে তাঁরি জন্য ব্যস্ত।

(প্রসাদের প্রবেশ ও সিদ্ধেশ্বরীকে প্রণাম)

সিদ্ধেশ্বরী। প্রসাদ! তোমার এত দেরী হ'ল?

প্রসাদ। মা! চাক্‌রী কোরে সংসার চালাবার উপায় মনে উদয় হয়েছে ; তাই আমি আপনার অনুমতি প্রার্থনা করি।

সিদ্ধেশ্বরী। বাবা! তোমার এত কি কষ্ট হয়েছে যে, তুমি চাক্‌রীর চেষ্টা কোর্‌বে?

প্রসাদ। হ্যাঁ মা! কষ্ট হয়েছে বৈকি। আমাদের যৎসামান্য যা সম্পত্তি আছে, তাতে পেটের চিন্তা না হয় না হ'তে পারে, কিন্তু অন্য খরচ আরো আছে, সে গুলি কিরূপে চল্‌বে? এইত দুইজন পাওনাদারকে টাকা দিতে হ'ল ; আরো এমন দুই একজন আছে, তাদের দেনা কিরূপে শোধ কর্ব্বো?

সিদ্ধেশ্বরী। প্রসাদ! আমরা দুজনকে যে টাকা দিয়েছি, সে টাকা আমায় দিতে হয়নি ; ভজহরি সে টাকা দিয়েছে।

প্রসাদ। তাহলে ভজহরি তার উদারতার যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছে। আমি দেশান্তরে গেলে সেই আপনাদের দেখা শুনা কর্‍বে।

সিদ্ধেশ্বরী। প্রসাদ! তাহলে তুমি সত্য সত্যই দেশান্তরে যাবে? তুমি চলে গেলে আমি কি ক'রে সংসারে থাকবো?

প্রসাদ। মা! আপনার মত জননীর ও কথা সাজে না। আপনি আমার নিকট সাক্ষাৎ ভগবতী; আপনাকেই বাল্যকাল হ'তে ভক্তি ক'রে আমি মুক্তি পথের সন্ধান পেয়েছি। ভক্তিভাবে আপনাকে পূজা কর্ত্তে কর্ত্তে আমি বিশ্বজননীর কৃপা লাভের আশা করি; তাই বলি মা! আপনার আদেশ বিনা আমি কিরূপে যাই। আপনি আদেশ করুন, আমি যাবার ব্যবস্থা করি।

সিদ্ধেশ্বরী। প্রসাদ! তবে তুমি তাই কর; কিন্তু তোমার শীঘ্র ফিরে আসা চাই। মাতা বিশ্বজননীর কৃপায় আমার পৌত্রমুখ দেখবার আশা হয়েছে (প্রসাদ লজ্জিত)। তাঁর বরাতে কিন্তু হ'ল না! তাঁর কত সাধের বৌমা! তিনি বৌমাকে 'মা' ব'লতে অজ্ঞান হ'তেন! তিনি বেঁচে থাকলে না জানি, তাঁর কত আনন্দ হ'ত! কিন্তু তিনি আমাদের নিরানন্দে ভাসিয়ে গেছেন; তার উপর আবার তোমায় ছেড়ে থাকতে হ'বে (ক্রন্দন)। হায় মা! মঙ্গলময়ি! তুমি তোমার প্রসাদের সঙ্গে সঙ্গে থেকে তোমার চিরদুঃখী প্রসাদকে রক্ষা ক'রো।

প্রসাদ। মা! তবে আমি যাবার ব্যবস্থা করি। আমার অনুপস্থিতিতে গুরুহরি আপনাদের দেখ্‌বে।

সিদ্ধেশ্বরী। হাঁ বাবা! তাই কর। তবে মনে রেখো—আমি তোমায় বেশী দিন ছেড়ে থাকৃতে পার্ব্বো না।

[সিদ্ধেশ্বরীর প্রস্থান।

(সর্ব্বাণীর প্রবেশ)

সর্ব্বাণী। তুমি কি একান্তই যাবে? এখানে থেকে সংসার কি চলে না?

প্রসাদ। না সর্ব্বাণি। আমি এখানে থাকৃলে সংসার চালাতে পার্ব্বো না। তুমি ত সব জান, তবে আবার মায়ায় আবদ্ধ ক'চ্ছ কেন? আমায় যেতে দাও, আমি শীঘ্রই ফিরে আস্‌বার চেষ্টা ক'র্ব্বো। তুমি "মার" নাম ক'রে ক'টা দিন কাটিয়ে দাও, উতলা হ'য়ো না।

সর্ব্বাণী। তবে কি আজই যাবে?

প্রসাদ। না, আগামী কল্য শেষ রাত্রে কলিকাতা যাবো। তুমি কলিকাতার মহিমা জান কি?

সর্ব্বাণী। না, বল না?

প্রসাদ। কলিকাতা—'মা'র পীঠস্থান।

সর্ব্বাণী। তবে আমাকেও তোমার সঙ্গে নিয়ে চল!

প্রসাদ। একটা অজানা দেশে তোমায় কোথা নিয়ে যাব, সর্ব্বাণি!

সর্ব্বাণী। তবে কি আর ব'লবো, যেন মনে থাকে, আমি তোমার আশাপথ চেয়ে দিন কাটাব, আর মা মঙ্গলচণ্ডীর কাছে প্রার্থনা কর্ব্বো যাতে তুমি শীঘ্র একটা কাজ পাও।

প্রসাদ। সর্ব্বাণি! তুমি তাই ক'রো, যাতে আমি শীঘ্র চাকুরী পাই। তবে আমি যাবার ব্যবস্থা করিগে।

সর্ব্বাণী। (প্রসাদের পাদদেশ স্পর্শ করিয়া প্রণাম)

[প্রসাদের প্রস্থান।

গীত।

(তুমি) যেওনা যেওনা দূরে।
(আমার) পিপাসিত প্রাণ তোমারি আশায়,
আছে শুধু তব তরে॥
(তুমি) আসিবে হে শুধু হেথা,
(আমি) কহিব হে দুটো কথা,
(আমার) প্রাণের পিয়াসা (শুধু) রূপ-সুধাপান,
করিব প্রাণভরে॥

[সর্ব্বাণীর প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

কুমারহট্ট—তর্কভূষণের বাটী

(তর্কভূষণ ও সাবিত্রী আসীন)

তর্ক। হ্যাঁ দেখ, একটা কথা তোমায় বলি, কিছু মনে কোরোনা। কয়েক মাসের জন্ত বিদেশে যাব মনে করেছি, যদি কিছু উপার্জ্জন কর্ত্তে পারি, তোমারই ভাল।

সাবিত্রী। তুমি এই শরীর নিয়ে বিদেশে যাবে? না তা হবে না। আমি শ্রীধরের পূজার আয়োজন কোর্ব্বো আর তুমি যা পাও তাই এনে দিলেই, আমাদের চলে যাবে। আমি তোমায় ছেড়ে থাক্তে পার্ব্বো না।

তর্ক। কেন, ভয়—কিসের?

সাবিত্রী। ভয় নয়। আমি তোমায় ভাল কথা বল্‌ছি; তা সত্ত্বেও যদি তুমি যাও, আমার বাধা দেবার কিছু নেই। কিন্তু মনে রেখো, আমি ঐ চরণ ছাড়া আর কিছু জানি না। আমার গহনা, টাকা কড়ি, কিছুই চাই না।

তর্ক। তাই ত, তাহ'লে কি করি।

সাবিত্রী। আচ্ছা, তাহ'লে যদি তুমি একান্তই যেতে ইচ্ছা কর, তাহ'লে এস; আমি বাধা দেব না। আমার অদৃষ্টে যা আছে, তাই হবে; বেলা হয়েছে ভাত বাড়িগে।

[সাবিত্রীর প্রস্থান।

তর্ক। (স্বগতঃ) ভগবানের কি অপার করুণা, তিনি আমাকে এরূপ পতিপ্রাণা পত্নী না দিলে, আমি কখনই সাধনপথে অগ্রসর হতে পাত্তেম্ না।

[তর্কের প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

কুমারহট্ট—পথ।

(জয়া, বিজয়া)

জয়া, বিজয়া। জয় বঙ্গভূমি, জয় বঙ্গভূমি।
তব পূত চরণতলে আমরা নমি॥
তব স্নেহভরা বুকে কত শস্য ভরা,
ক্ষুধিত তনয়-মুখে, ঢাল ক্ষীর ধারা,
গাহিছে তোমার জয়, জাহ্নবীর ধারা,
কুলু কুলু নাদে বহি চরণ চুমি॥
তোমার অমিত কোলে, কত ভকত-আশ্রয়,
নশ্বর দেহে যারা, কালী-তারা-নাম গায়,
আমরা উচ্চ স্বরে, গাহিব তোমারি জয়,
বঙ্গভূমি, জয় বঙ্গভূমি।

(পাগলিনীর প্রবেশ)

পাগলিনী। তোমরা এখানে?

জয়া। তোমায় দেখ্‌তে। যাই হ'ক মা, রূপটী বেশ ধরেছ, সকলে চিন্‌তে পার্ব্বে না।

বিজয়া। ভক্তের জন্য কত কি সাজ্‌তে হয়, তার কি শেষ আছে। মা—কত দিন আর থাকবে? আমাদের বুড়ো বাবা তোমার জন্যে ক্রমশঃই সিদ্ধি আর ধুতুরা বাড়িয়ে দিচ্ছেন।

পাগলিনী। তোমরা বোলো বেশী দেরী হ'বে না। যত শীঘ্র পারি ফিরবো। তাঁকে দেখো, যেন তাঁর কোন কষ্ট হয় না।

জয়া। আমরা ত তাই কচ্ছি, তবে তোমার জন্য মন কেমন করে বোলে, এখানে এসেছি। আবার আসব, আবার যাব, যতদিন না তুমি ফিরে যাও।

পাগলিনী। আচ্ছা, তাই কোরো। ঐ শোন ভক্ত ডাকছে, চল আমরা যাই। [সকলের প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক

গঙ্গাতীর।

(পাগলিনী, পরে প্রসাদ, নাবিকগণ ও আগমবাগীশ।)

পাগলিনী। (স্বগতঃ) আহা! ভক্ত রামপ্রসাদ তার ইষ্টদেবীর নাম স্মরণ কর্ত্তে কর্ত্তে নিদ্রা গেছে। আজ প্রভাতে ভক্ত

আমার প্রবৃত্তি-দ্বারা সংসার চালাবার উদ্দেশ্যে দেশান্তরে যাবে; তাই আর থাকতে না পেরে, তাকে স্বপ্নে দেখা দিয়েছি। বাছারে! আর বিলম্ব ক'রোনা, শীঘ্র এস, রাত্রি প্রভাত হয়ে যায়।

গীত।

আয়, আয় বাছা ছুটে আয়।
আমি তোরি তরে বসে হেথায়॥
তোর সাধন-ভজনে বাঁধাত পড়েছি,
তোরি তরে তাই ধরাতে এসেছি,
কোলে লব ব'লে ব্যাকুল হয়েছি,
ত্বরা এস, বেলা বহে যায়॥
প্রভাত-আলোক পশিবে বলিয়া,
ঐ শশধর যাইছে ডুবিয়া,
নবীন আলোকে ভুবন ছাইয়া
ফেলিবে এখনি, নিশি যে যায়॥

এখন একটু দূরে গিয়ে প্রসাদকে দেখি। প্রসাদের 'মা' প্রসাদকে আশীর্ব্বাদ ক'রে বলেছেন—"তার সঙ্গে সঙ্গে থাকতে"। সতীর আশীর্ব্বাদ বিফল হ'বার নয়।

[প্রস্থান।

(ঘাটে নৌকা বাঁধা আছে)

১ম নাবিক। (আলস্য ভাঙ্গিয়া) আঃ, কিরে ভাই! ঘুম হোলো?

২য় নাবিক। হ্যাঁ, এত বাতাসে কি ঘুম হয় ?

১ নাবিক। কত রাত্রি হ'লো বল্ দেখি ?

২য় নাবিক। আর সকাল হ'লো ব'লে !

১ম নাবিক। কৈরে, সেন মশায়ের ত দেখা নেই !

২য় নাবিক। দূর্, সেন মশায় কিরে ? তিনি বড় ভক্ত লোক। আমি মনে করেছি—তাঁকে অম্নি নিয়ে যাব, দামটাম্ চাইব না।

১ম নাবিক। তা না হয়, আমিও নেবো না, কিন্তু নৌকো ছাড়্‌বি কি ক'রে ?

২য় নাবিক। ওরে, ভক্ত যদি নৌকোয় চড়ে, তাহ'লে কোন ভয় নেইরে, কোন ভয় নেই।

১ম নাবিক। মাইরি ভাই! কেমন চাঁদের আলো বল্ দেখি ! শেষ রাত্রে যেন আরো বাহার হয়! একটা গান ধর্‌না !

২য় নাবিক। তবে শোন্।

গীত।

ছেয়েছে চাঁদের কিরণ ধরণীর গায়।
আবার দুল্‌ছে পাতা ফুরফুরে হাওয়ায় ॥
ঢেউগুলি সব আমোদেতে, উঠে পড়ে গরবেতে,
কেমন সোনার রঙে সাগর পানে ছুটে চলে যায়।

১ম নাবিক। ওরে, চুপ্, চুপ্ সেন মশাই আস্‌চে !

২য় ঐ। দূর্, আবার সেন মশাই !

১ম ঐ। তবে কি বোল্‌বো, বোলে দেনা ?

২য় নাবিক। আচ্ছা, আচ্ছা ; থাক্, থাক্ ; চুপ্ কর্, চুপ্ কর্।

(প্রসাদের প্রবেশ)

প্রসাদ। (স্বগতঃ) জননীরে করিয়া প্রণাম,
সর্ব্বাণীরে কত বুঝাইয়া,
যাইতেছি দেশান্তরে,
অতি প্রিয় জন্মভূমি
বিষাদে ত্যজিয়া।
কিন্তু কিবা প্রহেলিকাময়,
মায়ার বন্ধন !
মিথ্যা সব তাঁর খেলা,
যদিও জেনেছি,—
তবু মোহ, তস্করের মত—
পশি হৃদে জাগায় বেদনা।
না, না, মনরে আমার,
স্মর সেই নিত্য বস্তু—
মাতার চরণ,
স্মরণ যাহার ছিঁড়ে দেয়—
মায়ার বন্ধন!
মা ! মা ! লয়ে চল মোরে,
যথায় লইয়া যাবে,

যাব সেই স্থানে—
তবে তুমি অন্তরে বাহিরে—
রক্ষা ক'রো কাত্যায়নি,
অধম সন্তানে।
আহা রে, ভাল কথা
পড়ে মোর মনে,
আজ যে দেখিনু "মাকে"
স্বপনের মাঝে,
যেন 'মাতা' ডাকিছেন মোরে
ব'লে, 'আয় বাছা কোলে আয়'—
কিন্তু এক দীর্ঘকায় পুরুষ প্রধান
দেখা দিল আসি,
আবরিয়া মাতারে আমার,
তাঁরে দেখি ত্রাসে ঘুম
ভাঙ্গিল অমনি!

আগমবাগীশ। [পশ্চাৎ দেশ হইতে প্রসাদের গাত্র স্পর্শ করিলেন]

প্রসাদ। কে প্রভু আপনি,
দিন পরিচয়,
কাঁপে প্রাণ তরাসে আমার!
মনে পড়ে স্বপনের কথা,
তাই আমি পাই ব্যথা
অতীব দারুণ;

যেন মোর মনে হয়,
এই সে মূরতি
হেরিনু স্বপনে,
এই সে মূরতি আবরিল
'মাতারে' আমার।

আগমবাগীশ। বৎস রে! অতি তুষ্ট
সাহসে তোমার।
নরলোকে কেহ নাই হেন,
যে জন সহিতে পারে
পরশ আমার।
এবে অতি তুষ্ট হয়েছি
প্রসাদ, লহ তুমি
গুরুদত্ত মাতৃনাম।
লহ তাহা, ক'রো নাকো হেলা,
বিলম্বে ঘটিবে প্রমাদ।

প্রসাদ। দেব, কেমনে লইব মন্ত্র,
আমি যে দীক্ষিত।

আগমবাগীশ। তাহে কিবা ক্ষতি,
একমাত্র গুরুদেব শিব,
নরাকারে যে যাহা শিখাবে,
ত্যজিয়া করমফল শিবের উপর,
শ্রদ্ধায় লইবে তাহা।

আরো এক কথা, আসিয়াছি
মাতার আদেশে।

প্রসাদ। দেব! যখন মাতার আদেশ,
তখন দিন কৃপা করি,
যে মন্ত্রে পাইব আমি
মাতৃ-দরশন।

আগমবাগীশ। তবে যাও বৎস,
কর স্নান—
জাহ্নবী-সলিলে।

[প্রসাদের প্রস্থান।

আগমবাগীশ। (স্বগতঃ) মার লীলা—
ক্ষুদ্র নরে কেমনে বুঝিবে!
কঠোর সাধনে—
কদাচিৎ ফল পায়,
এই ত দেখেছি;
কিন্তু ভাগ্যবান প্রসাদ
অনায়াসে লভিয়াছে
জননীর কৃপা।
নহিলে কেন বা মাতা
সদয়া হইয়া
ব্যাকুলা হইয়া আসি,
কহেন আমায়,

দানিতে মুক্তিমন্ত্র
ভক্ত প্রসাদেরে।
ধন্য রে প্রসাদ, ধন্য তোমার
জনক-জননী,
ধন্য তাঁদের পূর্ব্বের সাধনা।
তাই তাঁরা লভেছেন
তোমা সম পুত্ররত্ন,
দেখাতে অতুল কীর্ত্তি—
জগৎ মাঝারে।
আমারও সার্থক জীবন,
যে তোমা সম শিষ্য হতে
নরলোক মাঝে,
শক্তির অপার লীলা,
হবে বিকশিত।

(প্রসাদের পুনঃ প্রবেশ)

(প্রকাশ্যে) প্রসাদ, স্নান-কালে
কি হেরিলে,
কহ ত আমায়।

প্রসাদ। দেব! মাতা সিদ্ধেশ্বরী,
গর্ভধারিণী জননী আমার
সম্মুখে আসিয়া,

করিলেন আশীর্ব্বাদ,
অধম সন্তানে তাঁর।
আমিও বিস্মিত হয়ে,
প্রণমি তাঁহারে,
যাই যবে সম্বোধিতে
মাতারে আমার,
হায়! হায়! সে মূরতি
লুকাইল ছলে,
আর নাহি পাইনু দেখিতে।
তাই ত্বরা আসিতেছি,
ভাবিতে ভাবিতে ঐ অদ্ভুত ঘটনা।

আগমবাগীশ। প্রসাদ! ও নয় অদ্ভুত ঘটনা,
সত্য দেবী দেখা দিলা
জননী রূপেতে,
কেননা—ভাবিতে তুমি
জননীরে তব,
কোন মতে নহে ন্যূন
জগৎ-জননী হ'তে।
এবে সার্থক জীবন তব,
আর কিবা ভয়,
লহ মন্ত্র, দেব ইচ্ছা
পূর্ণ করিবারে।

প্রসাদ। গুরো! কোথায় আসন হবে?

আগমবাগীশ। বৎস! শক্তিমন্ত্রে আসনের
নাহি প্রয়োজন,
এখন ধরাসনে বস
স্থির হ'য়ে,
হের তব ইষ্টের মূরতি।

(প্রসাদের কর্ণকুহরে মন্ত্র দান ও প্রসাদ সমাধিস্থ।)

আগমবাগীশ। (স্বগত:) দেখ তরুলতা, দেখ গো জাহ্নবি,
দেখ বিশ্ব পঞ্চভূত সহ,
শক্তিমন্ত্রের অদ্ভুত ক্ষমতা।
এবে আর কিবা প্রয়োজন,
যাই আমি আশ্রমে ফিরিয়া।

[প্রসাদের শিরঃস্পর্শ করিয়া প্রস্থান।

প্রসাদ। গুরুদেব! ছিনু সুখে,
আনন্দে মগন হয়ে
ক্ষণকাল তরে।

(ঈষৎ চমকিয়া)

কৈ দেব, কোথা গুরো,
লুকালে কোথায়?

আগমবাগীশ। (নেপথ্যে) যাইতেছি—
আপন আশ্রমে।

মন দিয়া কর তুমি
মন্ত্রের সাধনা।
আরো বলি শুন,
কবিত্ব ফুটায়ে তুল
সাধনার সনে।
শক্তির অনন্ত লীলা
নামামৃত গানে,
ডুবাও এ বঙ্গভূমি,—
দেবীর আদেশ।

প্রসাদ। (স্বগতঃ) বিশ্বজননী মাতার আদেশ—
গুরু মুখে শুনিনু যখন,
অবশ্য পালিব তাহা।
কিন্তু আমি কোন জন ?
শুধু যন্ত্র মাত্র,
তাঁরি হাতে বাঁধা।
এবে বহে যায় যাত্রার সময়,
যাই আমি গন্তব্যের পথে।
(প্রকাশ্যে) নাবিকগণ।

নাবিকগণ। দেবতা। নৌকো ঠিক আছে, আসুন।

(তর্কভূষণের প্রবেশ)

তর্ক। প্রসাদ, আমি তোমার সঙ্গে যাব।

প্রসাদ। সে কি প্রভু, আপনার সংসার ?

তর্ক। সে কথা বোলোনা, তাহলে তোমার সঙ্গ হয় না।

প্রসাদ। আপনিই ধন্য ; তবে আসুন।

(উভয়ের নৌকারোহণ ও কলিকাতায় যাত্রা)

(নৌকায় যাইতে যাইতে)

গীত।

নাবিকগণ। ওরে মন, তোর মাঝি কৈরে
আমিত আর বাইতে পারলাম না।
ওরা ছ'জন দাঁড়ী ছ'দিক টানে,
আমার কথা তো কেউ শোনে না ॥
ঝড়ে বানে নৌকা অসামাল,
ভাঙ্গা গোলুই ছেঁড়া তালি পাল,
তাতে হাল চলে না হালী বিনা,
(আমার) রান্‌চাল হ'ল নাওখানা ॥
দশ বেটার হাতে পালের যে রসি,
তারা যে যার দিকে বাঁধছেরে কষি,
ওরে গেল জোয়ার গেল বাতাস,
(আমার) ছেঁড়া পালে লাগ্‌লোনা ॥
কোথায় হালী, বেলা যায় বয়ে,
সন্ধ্যা হ'ল তোমার মুখ চেয়ে,
(আমার) হাট ফুরাল ঘরে চল,
গুরুর নামে পাড়ি ধরনা ॥

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

কলিকাতা। দুর্গাচরণ বাবুর কাছারি-বাটী।

(দুর্গাচরণ, পরে বিশ্বনাথ ও দুইজন আম্‌লা)

দুর্গাচরণ। (স্বগতঃ) মা-বাপের আশীর্ব্বাদে জীবনের অনেক দিন কেটে গেল, কিন্তু নিজের কাজ কিছু করা হলো না। নায়েব মহাশয়ের ব্যবহারে প্রজারা এত উৎপীড়িত যে, জমিদারির প্রাচীন সুনামটা একেবারে ডুবতে ব'সেছে। এখন একজন উপযুক্ত লোক পেলে এদের সকলের কাজ দেখবার ভার, তার উপর দিয়ে নিজে একটু নিশ্চিন্ত হই।

(বিশ্বনাথের প্রবেশ ও তাহার প্রতি)

(প্রকাশ্যে) আপনার এত দেরী হ'ল কেন ?

বিশ্বনাথ। আজ্ঞে, আমার একটি ছেলের অসুখের জন্য গত রাত্রি জেগে কাটাতে হয়েছে ; তাই দেরী হয়ে গেল।

দুর্গাচরণ। বড় দুঃখের কথা। দেখুন, আপনারা আজ ব'লে নয়, প্রায় কাছারিতে আসতে দেরী করেন। আপনার আম্‌লারাও তাই করে। এ সব ব্যাপারে আমার মন এত খারাপ হয়েছে, যে আমায় আর একটী লোক রাখবার বন্দোবস্ত কর্ত্তে হয়েছে।

বিশ্বনাথ। আপনি যদি আমাদের বেতন কিছু বৃদ্ধি ক'রে দেন —তাহলে আমরা নূতন উৎসাহে কাজ করি।

দুর্গাচরণ। বেতন বৃদ্ধি কল্লে উৎসাহ হয় জানি, কিন্তু আপনাদের কার্য্য দেখে আমি নিরুৎসাহ হয়েছি। তাই আর একটী লোক দেখ্‌ছি। এই যে আম্‌লারা আস্‌ছে।

(দুইটী আমলার প্রবেশ ও তাহাদের প্রতি)

বিশ্বনাথ। তোমাদের এত দেরী হল কেন ?

১ম আম্‌লা। আজ্ঞে, গতরাত্রে বাড়ীতে অসুখ হয়েছিল তাই নানা কারণে রাতটা প্রায় জেগে কাটাতে হয়েছে ; মহাশয় ! অপরাধ মার্জ্জনা ক'রবেন্‌।

দুর্গাচরণ। যাক্‌—মার্জ্জনা না হয় করা যাবে, কিন্তু তোমরা প্রায়ই ত দেরী ক'রে আস।

২য় আম্‌লা। আজ্ঞে, অপরাধ মার্জ্জনা ক'রবেন, ওরূপ ভবিষ্যতে আর হবে না।

দুর্গাচরণ। আচ্ছা যাও, তোমরা কাজ করগে। নায়েব মহাশয় ! আপনিও কাজে যান্‌, আর আমায় একটা গত সনের বকেয়ার ফর্দ্দ ক'রে দেবেন।

[দুর্গাচরণের প্রস্থান।

বিশ্বনাথ। (আম্‌লাদের প্রতি) ওহে তোমরা হুকুম শুন্‌লে ত, আজ ফর্দ্দটা তৈরী করা চাই।

১ম আম্‌লা। আজ্ঞে, কালকে ধ'রলে হবে না ?

বিশ্বনাথ। না হে না, আজই আমার চাই। কাল আমি দেখে কর্ত্তাকে দেব।

২য় আম্‌লা। মহাশয়! আমরা ক'র্ব্বো, আবার—আপনি দেখ্‌বেন তাতে ত অনর্থক সময়ই নষ্ট হ'বে!

বিশ্বনাথ। (২য় এর প্রতি) আমি কোন কথা শুন্‌তে চাই না। তোমাকেই ওটা কর্ত্তে হ'বে।

১ম আম্‌লা। (স্বগতঃ) যাক্ বাঁচা গেল। আমার ঘাড় থেকে নেমে গেল। আজ বারোয়ারির যাত্রা হবে বেশ শোনা যাবে।

২য় আম্‌লা। না মশায়! আপনাদের যা খাতা পত্তোর, আমি কর্ত্তে পারবো না।

বিশ্বনাথ। খাতা পত্তোর ঠিক যদি না হয়, সে দোষ কার?

২য় আম্‌লা। আজ্ঞে, তা কি কোরে বলি, বলুন্!

বিশ্বনাথ। আচ্ছা, আমি যাচ্ছি। এ কথা কর্ত্তাকে গিয়ে বলি যে, খাতা পত্তরের জন্য আম্‌লারা দায়ী নয়।

[প্রস্থান।

১ম আম্‌লা। মশায়! আমি বলিনি, যেন আমার নাম ক'র্‌বেন না।

২য় আম্‌লা। আরে যাক্ না। এখন "বামুন গেল ঘর তো নাঙ্গোল তু.ল ধর্।' বাড়ী যাওয়া যাক্ চল।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

কুমারহট্টের যোগোদ্যান।

(ভজহরি আসীন)

ভজহরি। (স্বগতঃ) আজ প্রসাদের যোগোদ্যান কত মলিন! ঐ তাঁর যোগাসন শূন্য পড়ে রয়েছে! তাঁর উপস্থিতির অভাবে পাড়ার কোন ভক্তের দেখা নাই। এতক্ষণ না জানি কত 'মায়ের' নাম হত, কিন্তু আজ সবই নীরব! এখন আমি আর নীরব না থেকে, মায়ের একটী নাম করি।

গীত।

(শুধু) দুঃখরাশি দিয়ে,
অকূলে ভাসায়ে,
কাঁদালে তো আর শুনিব না।
(যখন) চরণ দুখানি, ধরেছি হৃদয়ে,
(তখন) ছাড়িলেও আর ছাড়িব না॥
জেনেছি জননি, তুমি সারাৎসার,
তুমি বিনা জীবের গতি নাহি আর;
(তখন) এ ভবসংসারে, কিবা দুঃখ আর,
অধমে যদি না কর বঞ্চনা।

(সাবিত্রীর প্রবেশ)

সাবিত্রী। ভজু!

ভজ। এমন অসময়ে এখানে কেন, মা!

সাবিত্রী। শ্রীধরের আজ পূজা হয় নি, তোমায় এর ব্যবস্থা কর্ত্তে হ'বে।

ভজ। নিত্যানন্দ পূজা করেনি?

সাবিত্রী। না, করেনি।

ভজ। একটু অপেক্ষা করুন, আমি মাকে জানাই গে।

[ভজুর প্রস্থান।

(নিত্যানন্দের প্রবেশ)

নিত্য। এ কি? ভজহরি কোথায়? আপনি কে? একি, কাকী মা!

সাবিত্রী। হ্যাঁ, বাবা।

নিত্য। আপনি এখানে কেন?

সাবিত্রী। শ্রীধরের পূজার ব্যবস্থার জন্য এসেছি।

নিত্য। আপনি আমাদের কিছু না ব'লে, একেবারে এখানে চলে এসেছেন, এতে জানেন, আমাদের কতটা মাথা হেঁট হ'ল?

সাবিত্রী। কি কোরবো, তোমার মা কোন কথায় কাণ দিলেন না।

নিত্য। সে কথা আমাকে বলা উচিত ছিল।

সাবিত্রী। হ্যাঁ তা বটে, কিন্তু আমি ভাবলুম তোমরা সব জেনে শুনে, চুপ করে আছ। তোমার কাকার যাবার পর থেকে, তুমি ত এক বারও খোঁজ নাও নি।

নিত্য। ওঃ আমি জান্‌তুম, আপনি সরল, কিন্তু আপনাতে যথেষ্ট কুটিলতা রয়েছে। যাক্‌, আপনাকে আর ভিটেয় যেতে হবে না, জান্‌বেন।

[নিত্যের প্রস্থান।

সাবিত্রী। (স্বগতঃ) ওঃ—আর বাড়ী যেতে পাব না, এত অপমান (মর্ম্মপীড়িতাবস্থা)।

(আগমবাগীশের প্রবেশ)

(প্রকাশ্যে) কে আপনি?

আগম। পরে পরিচয় পেতে পার। তুমি আমার মা, এস পুত্রের সঙ্গে এস। প্রসাদের মাতা ধার্ম্মিকা, তিনি তোমার সব ব্যবস্থা কর্ব্বেন্‌। আর পাতকীর বিচার মা বিশ্বজননী অবশ্যই কর্ব্বেন।

[আগম ও সাবিত্রীর প্রস্থান।

(ভজহরির প্রবেশ)

ভজ। যাক্‌, ঠাকরুণ বাটীতে গেছেন, মা যা কর্ব্বার কর্ব্বেন্‌।

(নিত্যানন্দের প্রবেশ)

নিত্য। বলি ভজহরি, আজকাল সাধন ভজন ছেড়ে দিয়েছ না কি হে?

ভজ। কেন ঠাকুর মশায়?

নিত্য। তাই ত দেখছি। বলি কাকীমা তোমাদের কাছে পূজার জন্য আসেন, এর মানে কি ?

ভজ। আপনারা কোন ব্যবস্থা করেন নি বলে এসেছেন।

নিত্য। যাক্, সে বিষয় তোমাকে আর কি বল্‌ব। শুন্‌ছি তুমি ঠাকুর আন্‌বে না কি ?

ভজ। আজ্ঞে হ্যাঁ।

নিত্য। আচ্ছা, ঠাকুর আন্‌বার সময় 'কথা' কওয়া যাবে, মনে রেখো।

[নিত্যের প্রস্থান।

ভজহরি। (স্বগতঃ) এতো বিষম বিপদ। 'মা' করুণাময়ি! করুণা করে এই বিপদ থেকে রক্ষা কর, মা!

[প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

(কলিকাতার পথ)

তর্ক। কলিকাতায় নামা গেল এক সঙ্গে, কিন্তু প্রসাদ কোথায় যে গা ঢাকা দিলে তাত বুঝ্‌তে পাল্লুম্ না। বোধ হয়, কালীঘাটের দিকে মাতৃদর্শনে গেছে। খুঁজে একবার দেখ্‌তে হ'বে, যদি তার দেখা পাই।

[প্রস্থান।

(প্রসাদের প্রবেশ)

প্রসাদ। (স্বগতঃ) কোথা যাই,
কোথায় আশ্রয়,
পদব্রজে ক্লান্ত কলেবর,
মা—মা—কোথা হ'বে—
আশ্রয় আমার ?

(ভিখারিণী বেশে জয়া-বিজয়ার প্রবেশ)

গীত।

ভিখারিণীদ্বয়। ওগো, তোমরা কিছু দাও,
মোদের কিছু দাও।
আমরা দুটী কাঙ্গাল মেয়ে,
মুখের পানে চাও॥
সারাটী দিন পাইনি খেতে,
কেঁদে বেড়াই পথে পথে,
ক্ষুধার জ্বালায় প্রাণ বুঝি যায়,
কাঙ্গাল বলে ভিক্ষা দাও।

প্রসাদ। ওগো বাছা, আমার কিছু নাই, আমি আশ্রয়হীন। অন্য স্থানে দেখ।

গীত

ভিখারিণীদ্বয়। কাঙ্গালের মুখ কেউতো চায় না,
কাঙ্গাল বলে ভিক্ষা দেয় না।
কোথায় ওমা হররমা, কোলে
তুলে নাও॥

[ভিখারিণীদিগের প্রস্থান।

প্রসাদ। বালিকা, বালিকা!
না—চলে গেছে যাক্।
কাঙ্গালের দুঃখে আমার অশ্রুজল
বৃথা; আমিও যে কাঙ্গাল।

(নাগরিকদ্বয়ের প্রবেশ)

১ম। কে হে তুমি 'সং'এর মত দাঁড়িয়ে?

২য়। তোমায় তিন দিন দেখ্‌ছি, তোমার কি দরকার? রাস্তায় ঘুর্চ্ছ, মতলব কি?

১ম। পাগলও হ'তে পারে, চোরও হ'তে পারে, চল যাই।

২য়। না, না, তোমার বাড়ী কোথা?

১ম। কথা বোল্‌বে না—বোল্‌বে না। 'মার' দিলে যদি কথা কয়, দেখ।

২য়। (প্রসাদকে আঘাত)।

প্রসাদ। এ দেহ আমার নয়, এ মনও আমার নয়; মা, মা, অবোধ সন্তানদের ক্ষমা কর, মা!

(বিশ্বনাথের প্রবেশ)

বিশ্ব। একি, একি, মারছ কেন? ইনি তোমাদের কি করেছেন?

১ম। দুষ্ট লো , মশায়! কোন কথা বোল্‌ছে না।

বিশ্ব। তা হ'লেও, মারবার অধিকার নাই। আপনারা নিজের কাজে যান।

২য়। আচ্ছা যাক্‌, চলে আয়।

১ম। যাব কি হে, চল্‌তে পাচ্ছি না।

২য়। আমারও হাত অবশ হলো যে হে—নিশ্চয়ই কোন সাধু লোক। (প্রসাদের প্রতি) মশায়! অপরাধ নেবেন্‌ না; না জেনে অন্যায় করেছি।

প্রসাদ। অজ্ঞান তিমিরে ডুবি অবোধ
সন্তান, করে থাকে যদি অপরাধ—
ক্ষম, মাগো! স্নেহধারা দিয়ে,
আছি আমি মীন-সম 'স্নেহ-নীরে' ডুবি,
পরম আধার যাহা জীবনে মরণে।

২য়। এই যে, এই যে, বল পেলাম। (উভয়ে পদতলে পড়িয়া) দেব, ক্ষমা করুন।

প্রসাদ। মা বিশ্বজননী আপনাদের ক্ষমা করেছেন। আপনারা বাড়ী যান।

[১ম-২য় নাগরিকের প্রস্থান।

(দুর্গাচরণের প্রবেশ)

(বিশ্বনাথের প্রতি)

দুর্গা। উমেশের খবর পেলে? ছেলেটী আজ তিন দিন বাড়ী নাই, কি করুছ?

বিশ্বনাথ। আজ্ঞে, কোন খবর পেলাম না।

দুর্গা। ইনি কে?

প্রসাদ। আমার নাম শ্রীরামপ্রসাদ সেন, জাতিতে বৈদ্য।

দুর্গা। এখানে আপনার কি প্রয়োজন ?

প্রসাদ। একটী চাকরীর উদ্দেশ্যে এসেছি।

দুর্গা। লেখা পড়া কিরূপ জানেন ?

প্রসাদ। বাংলা, সংস্কৃত, উর্দ্দু জানা আছে।

দুর্গা। বিশ্বনাথ, ইনিই তোমাদের কাজ দেখ্‌বেন। এঁকে নিয়ে, চল বাড়ী যাই। পরে ছেলের সন্ধান করা যা'বে।

প্রসাদ। আপনার পুত্র বাটীতে নাই ?

দুর্গা। না।

প্রসাদ। পুত্রটীর নাম কি ?

দুর্গা। উমেশ।

প্রসাদ। মা, মা, উমেশ ? উমেশ বাটীতে।

দুর্গা। বাড়ী গেছে ?

প্রসাদ। আজ্ঞে হ্যাঁ।

বিশ্ব। "ফলেন পরিচিয়তে," বাড়ী গেলেই বোঝা' যাবে।

দুর্গা। হ্যাঁ, তা ত বটেই। (স্বগত:) আমার মনে হচ্ছে, আমি কর্ম্মচারীরূপে একটী অমূল্য ধন পেয়েছি।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

(কুমারহট্ট—তর্কভূষণ মহাশয়ের বাটী)

অযোধ্যারাম ও নিত্যানন্দ।

অযোধ্যা। নিত্যানন্দ, তোমাদের ব্যাপার আমি সব শুনছি, এখন কি কর্ত্তে চাও বল ?

নিত্য। কাকীমাকে এ বাটীতে আস্‌তে ও ঠাকুর নিয়ে যেতে দিব না।

অযোধ্যা। তাহ'লে ঝগ্‌ড়া হ'বে।

নিত্য। আরও যদি কিছু বেশী হয় তাও কর্ত্তে হ'বে।

অযোধ্যা। তা কোরোনা, নিন্দা হ'বে।

নিত্য। তা' হয় হ'ক ; আপনি কেবল দু'একটা উচিত কথা বোল্‌বেন্।

অযোধ্যা। হ্যাঁ, তা ত বল্‌তেই হ'বে।

নিত্য। রূপচাঁদ।

(রূপের প্রবেশ)

ঠিক আছ ? যেন বাড়ীতে না আসে।

রূপ। না, আমি ঠিক আছি, কোন ভয় নেই। [রূপের প্রস্থান।

(ভজহরির ব্রাহ্মণসহ নেপথ্যে গীত)

ভজহরি। "ওরে মন বলি, ভজ কালী ইচ্ছা হয় যেই আচারে।
মুখে গুরুদত্ত মন্ত্র কর, দিবানিশি জপ কোরে॥

শয়নে প্রণাম জ্ঞান, নিদ্রায় কর মাকে ধ্যান,
ওরে নগর ফির মনে কর, প্রদক্ষিণ শ্যামা মারে॥
যত শোন কর্ণপুটে, সকলি মায়ের মন্ত্র বটে,
কালী পঞ্চাশৎ বর্ণময়ী বর্ণে বর্ণে নাম ধরে॥
কৌতুকে রামপ্রসাদ রটে, ব্রহ্মময়ী সর্ব্ব ঘটে,
ওরে আহার কর মনে কর, আহুতি দেই শ্যামা মারে॥”

রূপ। বাড়ির ভেতর যেও না, মার খাবে।

ব্রাহ্মণ। মার খাব কেন?

অযোধ্যা। ওহে রূপচাঁদ, আস্‌তে দাও, শোনো, কেন এসেছে।

(ভজহরি ও ব্রাহ্মণের প্রবেশ)

অযোধ্যা। আপনারা কি মনে করে এসেছেন?

ভজ। তর্কভূষণ মহাশয়ের শ্রীধরটী নিয়ে যাব।

নিত্য। তুমি নিয়ে যাবে?

ভজ। আজ্ঞে না, ব্রাহ্মণ এনেছি।

নিত্য। ভজহরি, ঝগড়া বাঁধিও না, বাড়ী যাও, ঠাকুর পাবে না।

ভজ। আপনার কাকীমা আমাদের বাড়ীতে গিয়ে জলস্পর্শ করেননি, ঠাকুর নিয়ে গেলে তিনি আহার কর্বেন।

নিত্য। তাঁকে না খেয়ে মরতে বলগে, ঠাকুর পাবে না।

অযোধ্যা। নিত্যানন্দ, ভক্তের ঠাকুর ছেড়ে দাও, যদি না ছাড়ো অমঙ্গল হ'তে পারে।

নিত্য। না মশায়। আমি কোন কথা শুন্‌বো না, আপনি শুধু উচিত কথা বলুন।

অযোধ্যা। তাহ'লে যা ভাল বুঝেন করুন।

নিত্য। রূপচাঁদ, ভজহরিকে বের্ করে দাও। আমি ঠাকুর দিব না।

রূপ। (ভজুকে বাহির করিয়া দিতে উদ্যত) যাও, বেরিয়ে যাও।

ভজ। নিত্যানন্দ ঠাকুর, রূপচাঁদ ভায়া, মিছে গোলমাল কচ্ছেন, ঠাকুর নিয়ে যেতে দিন্।

নিত্য। না, কোন কথায় কাজ নেই, তুমি বেরোও।

ভজ। তবে ঠাকুর নিয়ে যেতে দিন।

রূপ। (লাঠির দ্বারা ভজুকে আঘাত করিয়া) তবে এই নাও তোমার ঠাকুর।

ভজ। মা—মা, রক্ষা কর মা। তোমার ভক্ত প্রসাদের "নাম" রক্ষা কর মা।

(পাগলিনীর প্রবেশ)

পাগলিনী। হ্যাঁ তাইত, তাইত বলি, আঘাত কল্লে কে? তুমি বুঝি মারলে?

রূপ। আ—মর পাগ্‌লী, আমি তোকে মেরেছি?

পাগলিনী। এই যে তুমি ভজহরিকে মারলে। কেন মারলে গা, আমায় বড় লেগেছে।

নিত্য। দেখ বাছা, তোমার সঙ্গে ওর আলাপ থাকে ত, বাড়ী গিয়ে আলাপ করগে। এখানে চালাকি চল্‌’বে না।

পাগলিনী। (হাস্য) হাঃ হাঃ হাঃ, চালাকিতেই ত সব চল্‌ছে।

অযোধ্যা। ওগো মা, চুপ কর, চুপ কর। এরা ঠাকুর পাঠাবে না।

পাগলিনী। হ্যাঁ গা—গোঁসাইজি, যদি ঠাকুর পাঠাবে না, তবে নিজের বাড়ীতে আমাদের সাম্‌নে, তুলে নিয়ে যান্‌ না।

অযোধ্যা। হ্যাঁ, এ ভাল কথা। নিত্যানন্দ, তুমি ঠাকুরকে নিজের বাড়ীতে তুলে নিয়ে যাও ; এ বাড়ীতে ঠাকুর থাক্‌লে পূজা, ভোগ, কিরূপে সম্পন্ন হবে।

নিত্য। আচ্ছা তাই ভাল, আমি নিয়ে যাচ্চি।

পাগলিনী। (বাধা দিয়া) একটা কড়ার করে তুল্‌তে হবে।

নিত্য। কি কড়ার ?

পাগলিনী। যে তুল্‌তে পারবে, সে ঠাকুর নিয়ে যাবে।

অযোধ্যা। হ্যাঁ, হ্যাঁ, এ কথা ভাল।

নিত্য। আচ্ছা—তাই হবে। (ঠাকুর তুলিবার চেষ্টা ও অসমর্থ হওন) এত ভারী, তোলা যাচ্ছে না। রূপচাঁদ চেষ্টা কর।

রূপ। (রূপের চেষ্টা) খুব ভারী, তুল্‌তে পার্ব্বো না।

পাগলিনী। আর কেউ তুল্‌বেন কি ?

নিত্য। না।

পাগলিনী। ব্রাহ্মণ, আপনি ঠাকুর নিয়ে প্রসাদের বাড়ী যান।

[ব্রাহ্মণ ঠাকুর তুলিল, পাগলিনীর প্রস্থান।

নিত্য। একি হ'ল, একি হ'ল।

অযোধ্যা। বুঝ্‌ছ না নিত্যানন্দ, এ সব সাধন-ভজনের কাজ—
শুধু দেখে যাও।

[ব্রাহ্মণ ঠাকুর লইয়া ভজহরিসহ প্রস্থান ও পরে অপর সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

প্রসাদের গৃহ।

(সর্ব্বাণী আসীন)

সর্ব্বাণী। গীত।

তনয়া মিনতি করে পদে,
রেখো মা শ্রীপদে
পতিরে আমার বিপদে।
অঞ্চল দিয়ে মুছাব চরণ,
জবাহার গাঁথি করিব বরণ
দয়াময়ী জানি লইনু শরণ,
(ওমা) শুভদে বরদে।

(সাবিত্রীর প্রবেশ)

সাবিত্রী। ভাই সর্ব্বাণি। তোমার আকুল প্রার্থনায় মা বিশ্বজননী নিশ্চয়ই তোমার স্বামীকে শীঘ্র দেশে ফিরিয়ে

দেবেন। জানি না আমার বরাতে কি আছে। আমি শ্রীধরের কাছে কিছু প্রার্থনা কর্ত্তে গেলে, যেন আমার কথা যোগায় না, কি জানি কেন, সব কথা ভুলে যাই।

সর্ব্বাণী। দিদি, তোমরা ব্রাহ্মণ, তোমাদের কাছে আমরা কিছুই নই; তুমি যা' বল্লে তাই ঠিক, যথার্থই তাঁকে ভক্তি করে ডাক্‌লে, সংসারের কথা কিছু মনে আসে না। আমি কিন্তু অতটা অগ্রসর হতে পারিনি। তাঁর অনুপস্থিতিতে আমাদের সংসারের অভাব যেন ঐহিক প্রার্থনাগুলি আপনি সৃষ্টি করে। কি করি ভাই, জানি না, আমি ঐ জননীর কাছে কত অপরাধী।

সাবিত্রী। না বোন্, দুঃখ ক'র না, তোমার সঙ্গে এখানে কারো তুলনা হয় না। তুমি যত্নে ভগিনী, স্নেহে মায়ের সমান। মা বিশ্বজননী তোমাদের অভাব রাখ্‌বেন না।

সর্ব্বাণী। কিন্তু ভাই, আজ আমাদের সবই বাড়ন্ত। জানি না কেমন ক'রে "মায়ের" ও "শ্রীধরের" ভোগ হবে।

সাবিত্রী। তুমি ভেবো না, শ্রীভগবান তোমার কোন অভাব রাখ্‌বেন না।

(সিদ্ধেশ্বরীর প্রবেশ)

সিদ্ধেশ্বরী। বৌমা, রান্না চড়াইগে ব'লে এইখানে ব'সে আছ। সংসারের কাজ ক'রে বোস্‌তে দাঁড়াতে হয়।

সর্ব্বাণী। মা! আমি আহ্নিক কচ্ছিলুম।

সিদ্ধেশ্বরী। তা ভাল, আহ্নিক শেষ হ'লে, কোলের মেয়েটাকে দেখে, রান্নাঘরে যাও।

সর্ব্বাণী। (অধোবদনে) মা। আজ আমাদের সবই বাড়ন্ত।

সিদ্ধেশ্বরী। আ—পাগ্‌লী মেয়ে, সে কথা কাল আমায় ব'লতে হয়; আমি কোন প্রতিবাসীর নিকট কিছু ঋণ ক'রে বাজার ক'রে নিতুম। ভজহরিরও—এটা বুদ্ধিতে এলো না।

সাবিত্রী। আমি ঠাকুরপোকে ডেকে দিচ্ছি।

[সাবিত্রীর প্রস্থান।

(ভজহরির প্রবেশ)

সিদ্ধেশ্বরী। ভজহরি, আজকে আমাদের উপবাস।

ভজহরি। কেন, মা?

সিদ্ধেশ্বরী। বাড়ীতেও কিছু নেই, আর বৌমাও আমায় সময়ে কিছু বলেন নি।

ভজহরি। না মা, উপবাসী থাক্‌বো না। প্রসাদের মাতা, পত্নী, কন্যা ও আশ্রিতের উপবাস হবে না; তাহলে যে অন্নপূর্ণাকেও উপবাস ক'রতে হবে।

(পাগলিনীর প্রবেশ)

পাগলিনী। (দ্বারে দাঁড়াইয়া) মা, দুটি ভিক্ষা পাব কি?

সর্ব্বাণী। (চুপি চুপি) মা, চাল যে "বাড়ন্ত"।

সিদ্ধেশ্বরী। ভজহরি, তোমার নিকট কিছু থাকে ত দাও।

ভজহরি। মা, আমার হাতেও কিছু নাই।

পাগলিনী। (বিলম্ব দেখিয়া)

গীত।

এমনি কোরে খেলবি কত দিন?
দীনের দিন তুই দেখিস্ নাকো
(শুধু) খেলিস্ সারা দিন।
তোর তরে যে আকুল হয়ে, ডাকে তোরে পরাণ দিয়ে,
তার আঁখিজল মুছাস্ নাকো শুধু খেলিস্ সারা দিন।
দীন যারা সব আছে হেথায়, বাঁধুক হিয়া শতেক বাধায়,
বইবে স্নেহ আপন ধারায়, কাটবে তাদের দিন।

সর্ব্বাণী। মা, ভিতরে ডাকব?

সিদ্ধেশ্বরী। ডাক, মা!

সর্ব্বাণী। (অগ্রসর হইয়া) ওগো, ভিতরে এসো।

পাগলিনী। না মা, আমি ভিখারিণী, ভিতরে যাব না। ভিক্ষা পেলে চলে যাই।

সর্ব্বাণী। মা, ব'লতে লজ্জা করে, আজ আমাদের সবই "বাড়ন্ত," তাই 'মা' তোমায় ডাকছেন।

পাগলিনী। চল যাই।

(পাগলিনীর ভিতরে প্রবেশ)

সিদ্ধেশ্বরী। এস মা! আমাদের আজ বড় অভাব, তাই তোমায় কিছু দিতে পারিনি।

পাগলিনী। তাতে আর কি হয়েছে মা, সব দিন সমান যায় না। তবে তোমার প্রসাদের কিছুরই অভাব থাকবে না।

সিদ্ধেশ্বরী। তাই আশীর্ব্বাদ কর মা, তাই আশীর্ব্বাদ কর।

জনৈক প্রজা। (নেপথ্যে) সেন মশায় বাড়ী আছেন ?

ভজহরি। (অগ্রসর হইয়া) কে হে, ভিতরে এস।

(প্রজার প্রবেশ, মস্তকে এক মোট চাউল ও ক্ষেত্রের ফসলাদি)

প্রজা। (মোটটি নামাইয়া) মা, আপনাদের ঘোষপাড়ার জমিতে যে ধান হয়েছিল, তার অর্দ্ধেক অংশ আপনাদের প্রাপ্য। সেই ধানগুলির চাল ক'রে এনেছি; আর এ গরীবের বাগানে যৎসামান্য যা তরিতরকারি হয়েছিল, তাও কিছু আপনাদের সেবার জন্য এনেছি। আর এই বার্ষিক খাজ্‌না (ভজহরির হস্তে অর্পণ)। এই সব গ্রহণ করতে আজ্ঞা হয়।

[প্রণাম করিয়া প্রজার প্রস্থান।

পাগলিনী। এই ত মা, তোমার সব এসে গেল; আর তুমি ভাব্‌ছিলে।

সিদ্ধেশ্বরী। তাই ত মা, আমার মনে হয়, এসব 'মা'র খেলা।

পাগলিনী। মা আনন্দময়ীর পদে মতি থাক্‌লে কিছুরই অভাব থাকে না। তবে আমি এখন আসি।

সিদ্ধেশ্বরী। সে কি কথা।

অপর সকলে। সে কি কথা, সে কি কথা।

সিদ্ধেশ্বরী। এত বেলায় আর কোথায় যাবে 'মা'। এখানে দু'টী আহার ক'রে যেতে হবে।

পাগলিনী। (স্বগতঃ) এতদূর কর্ত্তে হবে? তাতে আর দোষ কি? ভক্তের জন্য সব কর্ত্তে হবে। (প্রকাশ্যে) আচ্ছা মা, তাই হ'বে।

সিদ্ধেশ্বরী। বৌমা, তুমি রান্না ঘরে যাও। ভজহরি এগুলি নিয়ে আসুক। আমরা ভিতরে যাই।

[ভজহরি ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

ভজহরি। বাঃ বেশ। 'মায়ের' একটা খেলা দেখা গেল। আমি মাকে যা বলেছিলুম, তাই হ'ল। 'মায়ের' নাম কল্লে কি আর উপবাসী থাক্‌তে হয়!

[দ্রব্যগুলি লইয়া ভজহরির প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক

দুর্গাচরণবাবুর কাছারী বাটী।

রামপ্রসাদ পরে বিশ্বনাথ।

(নিজের কক্ষ হইতে বাহিরে আসিয়া)

রামপ্রসাদ। (নিদ্রাভঙ্গে, স্বগতঃ)

কি শুনালে! সঙ্গীত রচনা?
অবশ্য পালিতে হ'বে
গুরুর আদেশ।

কিন্তু কতদিন আর মাগো,
রাখিবি প্রবাসে ?
বিহঙ্গ আবদ্ধ যথা পিঞ্জরের মাঝে,
তেমতি এ দাস তব
বদ্ধ হেথা দাসত্ব-শৃঙ্খলে।
খুলে দে মা পাশ,
লয়ে চল স্বদেশের পানে।
বড় আশা মনে—পূজিব, ভজিব
তোমা' নিশিদিন,
অন্য কাজে মন নাহি যায়,
সন্তানের তোর।
এ ছার তবিলদারী
ভাল লাগে না শঙ্করি।
মন ধায় পদরত্ন পানে।
ওরে মন। কি ভাবে ভাবিত হ'লে,
কহত আবার।
"দাও মা আমায় তবিলদারী,
আমি নিমকহারাম নই শঙ্করি।"
বড় সুন্দর ভাবেতে ভাবিত হয়েছ;
এবে গুরুদেব-ইচ্ছা পূর্ণ করিবারে,
দেখি ব'সে লেখনী লইয়া।
(কাগজ ও কলম লইয়া লিখিতে বসিলেন ও পরে পাঠ করিলেন।)

গীত-রচনা।

"আমায় দাও মা তবিলদারী।
আমি নিমকহারাম নই, শঙ্করি!
পদরত্ন-ভাণ্ডার সবাই লুটে,
ইহা আমি সইতে নারি।
ভাঁড়ার জিম্মা যার কাছে 'মা', সে যে ভোলা ত্রিপুরারি॥
শিব আশুতোষ স্বভাবদাতা, তবু জিম্মা রাখ তারি॥
অর্দ্ধ অঙ্গ জাইগীর, তবু শিবের মাইনে ভারী।
আমি বিনা মাহিনার চাকর, কেবল চরণধূলার অধিকারী॥
যদি তোমার বাপের ধারা ধর, তবে বটে আমি হারি।
যদি আমার বাপের ধারা ধর, তবে তো 'মা' পেতে পারি॥
প্রসাদ বলে এমন পদের বালাই লয়ে আমি মরি।
ও পদের মত পদ পাইতো, সে পদ লয়ে বিপদ সারি॥"

(আহা রে) সে দিন কবে বা হ'বে মনরে আমার,
যেদিন পদরত্ন ভাণ্ডারে লভি করুণায় তাঁর,
হ'বে মোর সার্থক জীবন।
ছার এ তবিলদারী চাহি নাকো আর,
ফিরাও জীবন-খেলা,
ধীরে ধীরে যায় বেলা,
পূর্ণ কর জীবনের সাধ॥

(নিজের কক্ষে প্রবেশ ও দ্বার রুদ্ধকরণ)

(বিশ্বনাথের প্রবেশ)

বিশ্বনাথ। ওহে প্রসাদ, বেলা হ'ল, দরজা খোল। এখনও ঘুমাচ্চ নাকি ?

প্রসাদ। (দ্বার মুক্ত করিয়া) আসুন্, আসুন্! রাত্রে একেবারে ঘুম হয় নি।

বিশ্বনাথ। তবে এখনো দরজা বন্ধ কেন ? কি কচ্ছিলে, কাজ-গুলো হয়েছে ত ?

প্রসাদ। আজ্ঞে হ্যাঁ, অনেকটা হয়েছে।

বিশ্বনাথ। "অনেকটা" মানে কি ?

প্রসাদ। মা বিশ্বজননী জানেন, কি আর বল্‌ব, ফর্দ্দটা—ফর্দ্দটা !

বিশ্বনাথ। হ্যাঁ, ফর্দ্দটা—তুমি ত আর কচি ছেলেটী নও যে, তোমার কথা তোমার 'মাকে' জিজ্ঞাসা কর্ত্তে হ'বে।

প্রসাদ। মহাশয়, আমার কচি ছেলে হ'তে বড় সাধ। 'মা' আমায় খাওয়ালে খাব, শোয়ালে শোব, আর আমি যখন 'মা', 'মা', ব'লে কাঁদবো, তখন 'মা' আমার নিকটে এসে, কোলে নেবেন, এই আমার সাধ।

বিশ্বনাথ। শোন প্রসাদ ! আমি এসেছি কাজের কথা কইতে, তুমি কাজের কথা বল, নইলে কর্ত্তার কাছে আমি কি জবাব দিব। তোমার ভাবের কথা এখন রাখ।

প্রসাদ। এই আপনার ফর্দ্দ ও খতিয়ান।

বিশ্বনাথ। (খোতেন দেখিতে দেখিতে) বাঃ ! এই যে কাজের সেরা কোরে ব'সেছ ! খোতেনে গান লিখেছ কিহে ?

কর্ত্তা দেখ্‌লে যে চাক্‌রী থাক্‌বে না! তিনি যে আমাদের দুজনকেই জবাব দেবেন।

প্রসাদ। আজ্ঞে, তাইত—খতিয়ানে গান লেখা! আমি ত বুঝ্‌তে পারিনি! যা হ'বার 'মার' ইচ্ছায় হয়েছে।

বিশ্বনাথ। 'মার' ইচ্ছায় হলে ত হবে না, চাক্‌রী থাকবে না—তার কি কচ্ছ? তোমার এসব পাগ্‌লামী কর্ত্তাকে দেখাতে হ'বে।

প্রসাদ। আপনার দয়ায় যা হয়, তাই করুন!

বিশ্বনাথ। আমি খাতা নিয়ে চল্লুম, কর্ত্তাকে দেখাতে হ'বে।

[বিশ্বনাথের প্রস্থান।

প্রসাদ। (স্বগতঃ) "মার" লীলা বুঝিব কেমনে!

ব'সে ব'সে দেখা যাক জগতের খেলা!

ভাল-মন্দ বিচারের
নাহি প্রয়োজন,
সংসারী ঘটনাগুলি,
'মার' ইচ্ছা শুধু,
মন, তাহে না হও চঞ্চল।

[প্রস্থান।

সপ্তম গর্ভাঙ্ক

দুর্গাচরণ বাবুর কাছারী বাটীর অপর পার্শ্ব।

(দুর্গাচরণ ও বিশ্বনাথ)

দুর্গাচরণ। কৈ বিশ্বনাথ, তোমার হিসাব-বই?

বিশ্বনাথ। আজ্ঞে, এই যে (হিসাব বহি হস্তে অর্পণ)।

দুর্গা। (পাঠ করিয়া—স্বগতঃ) এযে মহাসাধু। না জানি কত ভাগ্য ক'রে এমন লোককে আমি কর্ম্মচারিরূপে পেয়েছি; কিন্তু কর্ম্মক্ষেত্রে বিচারের প্রয়োজন। প্রসাদকে ডেকে শুনি ব্যাপার কি। (প্রকাশ্যে) প্রসাদকে ডাকুন।

বিশ্ব। আজ্ঞে হ্যাঁ, ডাকি (প্রস্থান ও প্রসাদকে লইয়া পুনঃ প্রবেশ)।

দুর্গা। প্রসাদ! তুমি কি খতিয়ানে গান লিখেছ?

প্রসাদ। আজ্ঞে হ্যাঁ, তাইত দেখ্‌ছি, তজ্জন্য আমায় ক্ষমা করুন।

দুর্গা। (স্বগতঃ) ক্ষমা!—প্রসাদের গুণে। তাকে মার্জ্জনা ত অবশ্যই ক'রবো, তা ছাড়া কিছু পারিতোষিক দিব। (প্রকাশ্যে) "প্রসাদ! তোমাকে আর আমি স্ববৃত্তিতে আবদ্ধ ক'রে রাখতে ইচ্ছা করি না। তোমার ন্যায় সাধককে আমার মত লোক অধীন ক'রে রাখ্‌তে পারে না। তোমার জীবন মনিবের অধীনতার জন্য সৃষ্ট হয় নাই। তাই বলি, তুমি সংসার-চিন্তায় আর আকুল না হ'য়ে নিজের কর্ত্তব্য-কার্য্যে মনোনিবেশ কর। তোমাকে আমি যা মাসিক বেতন

দিতাম, তাহা আজ হ'তে তুমি মাসিক বৃত্তিস্বরূপ পাবে। এখন যাও প্রসাদ, নিজের গন্তব্য পথে অগ্রসর হ'য়ে জীবন সার্থক কর।"

(বিশ্বনাথের বিরক্তিসূচক অঙ্গভঙ্গী)

দুর্গা। বিশ্বনাথ! তুমি তোমার কর্ত্তব্যই করেছ, কিন্তু প্রসাদের মত লোক তোমার আমার অনেক উপরে। তোমার দুর্ভাগ্য যে, এমন ভুল করাও যে মহা অদৃষ্টের কাজ, তা বুঝ্‌তে পার্লে না।

বিশ্ব। আজ্ঞে তা, তা—।

দুর্গা। তা—তা নয়; প্রসাদের প্রতি যদি তোমার কোন বিদ্বেষ ভাব থাকে, সেটা দূর কর; তোমার মঙ্গল হবে। (বিশ্বনাথের অধোবদন)

প্রসাদ। মিত্র মহাশয়! আপনার এই মহানুভবতার পরিচয় দেশে দেশে ঘোষিত হবে। আপনি আমার প্রতি যেরূপ করুণা প্রদর্শন কর্‌লেন, তাতে মা আনন্দময়ীর কৃপাকটাক্ষ আপনার উপর অবশ্য পতিত হবে, এতে সন্দেহ নাই। আমি মনকে কাঙ্গালী ভেবে দেশে দেশে ধনআশে ভ্রমণ কচ্ছিলাম, কিন্তু আনন্দময়ী জননী আমার, ঘরের চিন্তামণি নিধিকে দেখিয়ে দিয়েছেন। এখন আমি গুরুদত্ত রত্ন যত্ন করে বেঁধে স্বদেশে চল্লাম। আমি আপনাদের নিকট বিদায় প্রার্থনা করি।

দুর্গা। এস প্রসাদ, আলিঙ্গন দাও।

প্রসাদ। গীত।

মন তুই কাঙ্গালী কিসে।
ও তুই জানিস নারে সর্ব্বনেশে॥
অনিত্য ধনের আশে, ভ্রমিতেছ দেশে দেশে,
ও তোর ঘরে চিন্তামণি নিধি দেখিস্ নারে বসে বসে॥
মনের মত মন যদি হও, রাখ্‌বে যোগেতে নিশে।
যখন অজপা পূর্ণিত হবে, ধোরবে না আর কাল বিষে॥
গুরুদত্ত রত্নতোড়া বাঁধরে যতনে কোসে।
দীন রামপ্রসাদের এই মিনতি, অভয় চরণ পাবার আশে॥

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

মুর্শিদাবাদ—প্রমোদ উদ্যান।

(নবাব সিরাজদ্দৌলা, রাজা কৃষ্ণচন্দ্র ও নর্ত্তকীগণ)

নর্ত্তকীগণ। (কুর্ণিস্ করিয়া) জয় বাংলার নবাব সিরাজের জয়,
জয় বাংলার নবাব সিরাজের জয়।

গীত।

মিছে কেন ডুব দিবি সই,
প্রণয়েরি অগাধ জলে।
তাতে ত পাবি না 'প্রেম',
ভাস্‌বি শুধু আঁখি জলে॥
কোকিলের কুহু তানে,
পাপিয়ার আকুল গানে,
কে কোথায় পেয়েছে সুখ,
ব্যথা ছাড়া মর্ম্মতলে।
মিছে সই প্রাণ বিকান,
নিঠুর পুরুষ দলে॥

রাজা। বাঃ, বাঃ, আর একটি হোক্।

নর্ত্তকী। (কুর্ণিস্ করিয়া) গীত।

ধীরে পবন বহি যায়।
ধীরে মলয় পরশি কুসুম,
অলিকুলে ব্যথা দেয়॥
কোকিল-কূজন, ভ্রমর-গুঞ্জন,
প্রেম-সুধা ঢালে হৃদে,
ছুটিছে প্রেমিক, প্রেমিকার আশে,
ধরা যেন মধুময়॥
এ হেন সময়ে বঁধুয়া অধরে
কেন নাহি হাসি ধরে,
যদি যায় বেলা, কবে হ'বে খেলা,
মধুর মিলনময়॥

রাজা। তোমরা এখন এস।

[নর্ত্তকীদের প্রস্থান—কুর্ণিস করিয়া।

সিরাজ। জীবনের সুখ-শান্তি অনিত্য
সকলি, না বুঝে মানব
খেলে কত খেলা জগতের মাঝে।
রাজা কৃষ্ণচন্দ্র, আত্মীয় মীরজাফর,
সকলের কর্ম্মনিপুণতা তৃপ্তিদান
করে মোরে রাজত্বের কাজে।
পারিষদগণসহ নর্ত্তকীর দল

প্রমোদ-উদ্যানে কত সুখ-
দানে রেখেছে আমায়
আনন্দে মগন করি—
কিন্তু তাহে নাহি
পাই পূর্ণ সুখ।
তবে পড়ে মনে
সুখময় দিন এক ;
যবে মোরা আমোদে মাতিয়া,
ভ্রমিতে ছিলাম সুখে,
গঙ্গার বক্ষেতে—
সহসা সে সঙ্গীত-লহরী
যবে পশিল শ্রবণে
অপর তরণী হ'তে,
মনে পড়ে কি রাজন্?
যে গীত সিঞ্চিল হায়!
শান্তি-বারি-ধারা—
এ তপ্ত হৃদয়ে মোর!
তুমি না কহিলে
রাজন্, সে সঙ্গীত গেয়ে
যায় বন্ধুবর তব,
নাম তার শ্রীরামপ্রসাদ!

রাজা। হ্যাঁ সাহাজাদা, তার নাম রামপ্রসাদ।

সিরাজ। হায়! হায়! হেন লয়—
মনে, যেন তাহা
এসেছিল পৃথিবীর
পরপার হ'তে।
আরো বলি, তুমি
তবে কহেছিলে,
আবার শুনাবে
মোরে প্রসাদের গান।
তাই রাজন্, সেই দিন
হ'তে মন এতই চঞ্চল,
যে রাজকার্য্য মনে হয়
বড় গুরুভার, তাহে
তিল মাত্র নাহি সুখ।
আজ বিদেশীর আক্রমণ,
কাল প্রজার রক্ষণ,
একে একে রাজ্য রক্ষিবারে
ক্রয় কর সংসারের
অশান্তি সকল;
আর এইরূপে কেটে যাক
জীবনের দিন কটা,
তাহ'লে ত অতুল সম্পদ
বড় সুখ দানিল আমায়।

কৃষ্ণচন্দ্র। প্রসাদের গান শুনে সাহাজাদার এত অল্প বয়সে বৈরাগ্যের উদয় হ'বে, তা আমি বুঝতে পারিনি।

সিরাজ। অল্পাধিক বয়ঃক্রমে
কিবা আসে যায়।
মোরা খেলার পুতুল
প্রকৃতির হাতে,
খোদার ইচ্ছায় শুধু
সকলে চালিত।
এখন বল, রাজন্,
আর কবে সে সাধক
আসিবে এখানে,
আর শুনিব সঙ্গীত
তাঁর জাহ্নবী উপরে।

কৃষ্ণচন্দ্র। তার আর কি, সাহাজাদার হুকুম হ'লে, তাঁকে আর একবার সেইরূপ গান করবার অনুরোধ কর্ব্বো।

নবাব। সাধক সে অনুরোধ রাখ্‌বেন কি ?

রাজা। নবাবের অনুরাগ হয়েছে জান্‌তে পালে, তিনি নিশ্চয়ই গান কর'বেন।

নবাব। তবে চলুন, যাই মন্ত্রণাগারে।

রাজা। চলুন সাহাজাদা।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

প্রসাদের গৃহ—মাতা সিদ্ধেশ্বরীর রোগ-শয্যা।

(সিদ্ধেশ্বরী ও সর্ব্বাণী—পরে ভক্তহরি, প্রসাদ, বৈদ্য ও আত্মীয়গণ)

সিদ্ধেশ্বরী। (শয্যার উপর শায়িতা) বৌমা, একটু জল দাও। কেঁদোনা মা, মা ব্রহ্মময়ীর এ সব লীলা (সর্ব্বাণী জল পান করাইলেন ও সিদ্ধেশ্বরী নিদ্রিতা হইলেন)।

সর্ব্বাণী। (স্বগতঃ) মাগো, কলুষনাশিনি! হের কৃপা করি,
পতিতা তনয়া তোর, দারুণ সঙ্কটে ;
এ হেন সময় হায়! কার কাছে যাব,
কারে বা সুধাব কথা কর্ত্তব্য-পালন।
তাই যাচি সকাতরে ফিরাও পতিরে,
নহে সে দারুণ ব্যথা পাইবে মরমে।
আরো এক আছে মাগো, দাসীর মিনতি—
যেন মাতা শেষ দিনে হেরি তাঁর মুখ,
পারেন লভিতে শান্তি শ্রীপদ-কমলে।
(চক্ষু বস্ত্রে ঢাকিয়া রোদন)

(সাবিত্রীর প্রবেশ)

সাবিত্রী। ও কি বোম্ কেঁদোনা। স্বামী বিদেশে, এ সময়ে কাঁদ্‌তে নেই, মন শক্ত কর। তোমার যেরূপ মাতৃভক্তি

তাতে তোমার কোন দুঃখ থাক্‌বেনা। মার বয়স হয়েছে, যদি তিনি তোমাদের রেখে যান, তাতে কি কাঁদ্‌তে আছে!

সর্ব্বাণী। তিনি যে বিদেশে।

সাবিত্রী। ঠাকুরপো বল্লেন্, তিনি আজই আস্‌বেন।

সর্ব্বাণী। কৈ ঠাকুরপো আমায় তো কিছু বলেন নি।

সাবিত্রী। আমি তাঁকে পাঠিয়ে দিচ্ছি।

[সাবিত্রীর প্রস্থান।

(ভজহরির প্রবেশ)

ভজ। বৌ-ঠাকরুণ, দাদা আজ আস্‌বেন।

সর্ব্বাণী। ঠাকুরপো, কি আর বোল্‌বো, মার অবস্থা দেখে আমার মন বড়ই চঞ্চল হয়েছে। তাঁর আসবার কথা শুন্‌লে, মা তাঁর এই ক্ষীণ শরীরে শক্তি পাবেন।

(প্রসাদের প্রবেশ)

প্রসাদ। (সাগ্রহে নিরীক্ষণ করিয়া) মা, মা!

সিদ্ধেশ্বরী। বাবা, এসেছ; বোস।

(প্রসাদের মস্তকে হস্ত দিলেন।)

প্রসাদ। (উপবেশন করিয়া) হায়, হায়! এতদিনে বুঝি

যায় জননী আমার।
কেন বৃথা গিয়েছিনু,
নিজ ঘর ছাড়ি,

তা না হ'লে হেন ভয় মনে,
বুঝি ঘটিত না এ দায় আমার।
রাখি পুত্রে মাতা, কোথা
যাবে একা,
কিবা অপরাধে পুত্রে
ত্যজিছ জননি?
তব অনুমতি লয়ে,
গিয়েছিনু চলে,
আবার এইত এসেছি।
উঠ মাতা, ডাক পুত্রে
বলি, শুনে মোর
জুড়াক্ পরাণ।
হায়! হায়! নাই ত উত্তর।
কৈ বৈদ্য কোথা?

[দ্রুত-পদে ভজহরির বৈদ্য ডাকিতে গমন।

প্রসাদ। (স্বগতঃ) মাতা পুত্রে জগতে যে স্নেহের বন্ধন,
এ হতে বাঁধন দৃঢ় আছে কি ধরায়?
পশু পক্ষী আদি করি মানব নিচয়,
স্বীকার করিতে হ'বে হ'য়ে নত শির।
হেন স্নেহ-ডোর ছিন্ন হবে আজ মোর।
তাই ভাবি, কি উপায়ে হ'ব আমি স্থির,
কেমনে বা ইষ্টপদে স্থির রাখি মন,

জীবনের সার কর্ম্মে হ'ব অগ্রসর।
(প্রকাশ্যে) এস সখি, দুজনেতে সেবি জননীরে,
তুমি পাদদেশে থাক,
আমি বসি শিয়রে তাঁহার।
ঐ যে আসিছেন বৈদ্য মহাশয়।

(বৈদ্যের প্রবেশ)

আসুন্, আসুন্, দেখুন মাতারে।
বৈদ্য। স্থির হন্, দেখছি। প্রসাদ! সকলেরই এ দিন হ'বে, এর জন্য কাতর হ'ও না; তোমার মাকে তীরস্থ করবার ব্যবস্থা কর। আমি এখন আসি। [বৈদ্যের প্রস্থান।
(সর্ব্বাণীর চক্ষে বস্ত্র চাপিয়া ক্রন্দন)
প্রসাদ। দারুণ ব্যথা বাজিল পরাণে,
কোথা যাই, কি করি উপায়,
ভাই ভজহরি, ডাক ত্বরা করি,
আত্মীয় স্বজনে—
[ভজহরির প্রস্থান।
মা! মা! চেয়ে দেখ একবার,
পুত্র তব শিয়রে বসিয়া।
কত ক্লান্তি, কত ক্লেশ,
পেয়েছি বিদেশে;
কৈ মা, সুধাও না কেন?

তবে কি জননি, জনমের মত,
পুত্রে ত্যজি যাবে তুমি
জনকের পাশে ? (ক্রন্দন)

সর্ব্বাণী। ওগো, ক্ষান্ত হও, এ সময়ে মার কানে কানে আনন্দময়ীর নাম শুনাও।

প্রসাদ। ঠিক ব'লেছ সর্ব্বাণি, আমি অধীর হয়েছিনু। (নাম শুনাইতেছেন) মা, মা! তারা কালী, শিব কালী,
কৃষ্ণ কালী, শিব কালী।
তারা কালী, শিব কালী,
কৃষ্ণ কালী, শিব কালী।

(ভবহরির দুইজন আত্মীয়কে লইয়া প্রবেশ ও সিদ্ধেশ্বরীর দেহ নিরীক্ষণ ও বস্ত্রাবৃত করণ)

(অপর দৃশ্য)

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

কুমারহট্ট পথ—পার্শ্বে প্রসাদের গৃহ

(ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ)

ভিক্ষুক। গীত।

মিছে মায়ায় মত্ত হয়ে,
কেন ঘুরে বেড়াস ও মন ?
আছে তোর অন্তরে নিধি,

তারে ত্যজি বৃথা ভ্রমণ।
ভ্রমণ যে তোর দেহের তরে,
সে দেহ যে অনিত্য রে,
তবে কেন আকুল হয়ে,
বেড়াস্ দোরে দোরে ;
কাঁদ্‌না কেন হরি ব'লে,
দেবেন হরি ক'রে যতন।

(সাবিত্রীর প্রবেশ)

সাবিত্রী। (ভিক্ষুককে ভিক্ষাদান)

ভিক্ষুক। মা, তুমি রাজরাণী হ'বে।

সাবিত্রী। ও কি আশীর্ব্বাদ কচ্ছেন !

ভিক্ষুক। হ্যাঁ মা, দেখো তোমার ভাল হ'বে। তোমার স্বামী বিদেশ থেকে এলে, আমায় স্মরণ কোরো।

সাবিত্রী। তিনি বিদেশে, আপনি কিরূপে জানলেন ?

ভিক্ষুক। মা, গুরু-কৃপায় জানা যায়।

সাবিত্রী। তিনি কবে আস্‌বেন ?

ভিক্ষুক। আজই আস্‌বেন।

[ভিক্ষুকের প্রস্থান।

(প্রসাদের প্রবেশ)

প্রসাদ। বৌ-ঠাকরুণ, ভিক্ষুক কি বল্লেন ?

সাবিত্রী। না, কিছু নয়।

প্রসাদ। গোপন কর্বেন্ না, বলুন ?

সাবিত্রী। বল্লেন, তিনি আজই আস্‌বেন।

প্রসাদ। হাঁ, আমারও তাই মনে হয়।

সাবিত্রী। আপনারা ভক্ত ও সাধক আপনাদের মনে যা উদয় হ'বে, তা' মিথ্যা হবার নয়।

(নিত্যানন্দের প্রবেশ)

নিত্য। এই যে ভক্তপ্রসাদ, ওহো আমি কত অপরাধ করেছি, না জেনে করেছি। দেব, ক্ষমা কর। আমায় রোগমুক্ত কর।

প্রসাদ। নিত্যানন্দ ঠাকুর, মায়ের করুণা ভিক্ষা করুন; জীবের অনুতাপই প্রায়শ্চিত্ত, অতএব আপনি রোগমুক্ত, আসুন আলিঙ্গন দিন। (আলিঙ্গন দান)

নিত্য। প্রসাদ, প্রসাদ, তোমার ওরূপ কোমল হৃদয় ও নির্ম্মল চরিত্র বলেই মা বিশ্বজননী তোমায় কৃপা করেছেন। আজ কুমার হট্টের পরম সৌভাগ্য যে তোমার মত ভক্ত ও সাধক এই পল্লীতে জন্মগ্রহণ করে,—তাকে পবিত্র করেছে। তাই আমি তোমারই কৃপায় রোগ মুক্ত হ'লাম। আমার আর একটি অনুরোধ, তুমি আমার কাকীমাকে আমায় ক্ষমা কর্ত্তে বল ও তাঁকে বাটীতে পাঠিয়ে দিও। আর আমার বলিবার কিছু নাই।

প্রসাদ। নিত্যানন্দ ঠাকুর, আপনার অভিলাষ পূর্ণ হবে। আপনার কাকা মহাশয় এলেই আমি পাঠিয়ে দেব।

বৌ-ঠাকরুণ, আপনি নিত্যানন্দ ঠাকুরকে মার্জ্জনা করুন।

সাবিত্রী। নিত্যানন্দ, তুমি বাড়ী যাও, আমি তোমার কাকার সঙ্গে যাব। তোমার উপর আমার কোন অভিমান নাই।

নিত্যানন্দ। প্রসাদ, আমি ধন্য হলাম।

[নিত্যানন্দের প্রস্থান।

প্রসাদ। বৌ-ঠাকরুণ! আপনি ভিতরে যান।

[সাবিত্রীর প্রস্থান।

প্রসাদ। (স্বগতঃ) কেন রে মন, হতেছ আকুল—

ব্যাকুল হ'য়ে ডাক মাকে,
ঘুচে যাবে হৃদয়ের জ্বালা।
'মা' তোর অন্তরের নিধি,
ডাক তারে নিরবধি,
অশ্রুজলে ধৌত কর
মনের কালিমা।
মা, মা, নাম কর অবিরাম,
রসনারে! ক্লান্ত নাহি হও;
ঐ নামে "উমা" আসে,
নহে ভিন্ন বেদের প্রণব হ'তে।
বিশ্ব যবে ছিল ওরে, বারিধি হইয়া,
জলদ-গম্ভীর-স্বরে উঠিল যে 'নাদ',
সেই 'নাদ' হ'তে হ'ল ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব,
সৃজন, পালন, লয় করিতে সংসারে।

এযে সেই 'নাদ', সেই নাম, সুধামাখা
মাতৃনাম, একাক্ষরে শুধু মা, মা বলা।
ওরে রে জগৎ-জীব, যদি পার হতে
চাস, তবে ছুটে আয় বিলম্ব না করি,
লইতে অমূল্য নাম শান্তির আধার।

(রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের প্রবেশ)

(প্রকাশ্যে), মহারাজ, নগ্নপদে এরূপ অবস্থায় এখানে আস্‌বার কারণ কি? গুরুদেবের সংবাদ কি?

রাজা। গুরুদেব দেহ রক্ষা ক'রেছেন। তিনি চিরদিনের জন্য আমাদের ছেড়ে গেছেন।

প্রসাদ। মহারাজ! সে জন্য আর দুঃখ কচ্ছেন কেন? ধ্যেয় বস্তু চক্ষুর অন্তরাল হয়েছেন মাত্র! তাঁকে যখন ধ্যানে দেখ্‌বো, তখন আর ভাবনা কি? ভালবাসার বস্তুকে সঙ্গে রাখার চেয়ে দূরে রেখে ধ্যান করা কি বেশী সুখের নয়?

রাজা। তাতে আর সন্দেহ কি, প্রসাদ! এখন আমার এখানে আস্‌বার কারণ শুন। নবাব সাহেব তোমার কীর্ত্তন শুনে মুগ্ধ হয়েছেন; তাই আবার শুন্‌তে চান।

প্রসাদ। আপনার ইচ্ছা আর 'মার' ইচ্ছা হলেই হবে। নবাব সাহেবকে আমার সেলাম দিয়ে ব'লবেন, আমি যত শীঘ্র পারি, তাঁর ইচ্ছা পূর্ণ ক'রতে চেষ্টা কর্ব্বো।

রাজা। প্রসাদ, অযোধ্যারামের খবর কি? তোমার সঙ্গে তার বিবাদ মিটেছে ত ?

প্রসাদ। আজ্ঞে, আমার সঙ্গে তাঁর বিবাদ বিশেষ নাই, তবে শ্যামা, শ্যাম অভেদ, এটা তিনি প্রকাশ করেন না।

রাজা। একবার চল না, তাঁর সঙ্গে দেখা ক'রেই দেশে ফিরি।

প্রসাদ। আমরা সেখানে উপস্থিত হলেই একটা বিপদ ঘটবে, বৈষ্ণব আর শাক্তের বিবাদ জানেন ত ?

রাজা। হ্যাঁ, তা জানি, কিন্তু শ্যামা-শ্যাম অভেদ এটা বুঝাবার চেষ্টা কর্ত্তেই বা ক্ষতি কি ?

প্রসাদ। দেখুন, যে যা নিয়ে সন্তুষ্ট, তাকে তাই নিয়ে থাকতে দেওয়া ভাল; তবে মা করুণাময়ীর যদি ইচ্ছা হয়, তাই করা যাবে।

রাজা। তাহ'লে এখন আসি।

প্রসাদ। যে আজ্ঞে, আসুন।

[রাজার প্রস্থান।

(সর্ব্বাণীর প্রবেশ)

কি মনে করে, সর্ব্বাণি ?

সর্ব্বাণী। তো[মা]র আজ পাঁচ-পাড়ায় যাবার কথা ছিল, কিন্তু আকাশের অবস্থা দেখে, তোমায় বারণ কর্ত্তে এলাম।

প্রসাদ। তা হ'লে আজ আর যাবো না।

(ভজহরির প্রবেশ)

ভজ। দাদা, বায়ুকোণে কিরূপ মেঘ হয়েছে দেখুন। আজকে ঝড় হ'বে মনে হয়।

প্রসাদ। ভজহরি! আজকে মার ইচ্ছায় ঝড় ও বৃষ্টি অনিবার্য্য, কিন্তু ভাই, ব্যস্ত হ'লে চল্‌বে না, যতদূর পার সকলকে সাহায্য করা চাই।

ভজ। ঐ শুনুন্ দাদা, ঝড়ের শব্দ, সত্যই ঝড় উঠ্‌লো।

প্রসাদ। ব্যস্ত হ'ওনা ভজহরি, বুঝ্‌তে পাচ্ছনা, এই ত আমার মায়ের রুদ্র মূর্ত্তি! রুদ্রানী এই মূর্ত্তি ধারণ করে জগতে তাঁর অস্তিত্ব প্রচার করেন। যাঁরা বুঝতে পারেন, তাঁরা তন্ময় হয়ে, মায়ের ঐ রুদ্র মূর্ত্তি দেখে বলেন, ওরে মন, কোথা খুঁজবি আর, এই ত রে, আমার মায়ের মূর্ত্তি। একবার প্রাণভরে দেখে, মায়ের ধ্যান করি আয়, চিরশান্তি পাবি। অবোধ লোকের কাছে মা শান্ত-মূর্ত্তিতে কদাচিৎ প্রকাশিত হন, আর যদিও হন্, তা সকলে বুঝ্‌তে পারে না।

ভজ। আহা, তাই ঠিক।

সর্ব্বাণী। ওগো, ঘর দরজা পড়ে যাবে নাকি?

প্রসাদ। মার ইচ্ছা হ'লে দুই একটা যাবে বৈ কি। তুমি ভিতরে গিয়ে ছেলেদের দেখ গে। ভজহরি, তুমি দেখ, যদি কারো উপকার কর্ত্তে পার।

[সর্ব্বাণী ও ভজহরির প্রস্থান।

(ঝড় বৃষ্টি হইতে লাগিল)

প্রসাদ। মা মঙ্গলময়ি! তোমার সন্তানসকলের অপরাধ মার্জ্জনা করে, তোমার এই ঝড়-বৃষ্টিরূপ রুদ্রমূর্ত্তি অপনয়ন কর। ভ্রান্তজীবগণ অবশ্য তোমাকে মান্য কর্ব্বে ও পূজা কর্ব্বে।

(দৈববাণী)

ভক্তরে, তোরি তরে শান্ত সব আজ,
কেন ভ্রান্তজীবগণ,
স্বীয় ক্রীড়ণকসম গণিবে সংসার?
সত্যাশ্রয়ী হ'তে হবে কল্যাণের তরে।

প্রসাদ। মা, মা, মা, অশেষ করুণাময়ি মা! তোমার পূজা অবশ্যই সকলে করবে।

(তর্কভূষণের প্রবেশ)

(তর্কের প্রতি) আসুন, আসুন, প্রণাম হই।

তর্ক। আর ভায়া! ঘাটে নামাও যা, তদ্দণ্ডেই এই ভীষণ ঝড় আর বৃষ্টি। আমি আর বাড়ী না গিয়ে তোমার বাড়ীতে এলাম। তা দেখলুম যা, তাতে আক্কেল্ হয়ে গেল। এত ঝড় জলে তোমার ঘর দরজার কোন ক্ষতি দেখ্‌ছি না, আর বাড়ীতে জলই বা কৈ!

প্রসাদ। এ সব মারই লীলা, এখন চলুন ভিতরে গিয়ে শুষ্ক বস্ত্র পরিধান কর্ব্বেন।

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

মদনমোহন দেবের মন্দির ও তৎসহ উদ্যান ও দুই তিন খানি পর্ণকুটীর।

(অযোধ্যারাম ও তিলকানন্দ)

অযোধ্যারাম। "হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥"
এর মধ্যে দেবীর আরাধনার কথা কিছু পেলে কি?

তিলক। আজ্ঞে না।

অযোধ্যারাম। তবে আর তর্ক কর কেন? কালী ছেড়ে কৃষ্ণ ভজ, পার হয়ে যাবে। ভবনদী পারের কর্ত্তা ঐ মদন-মোহনকে ভজনা কর।

তিলক। আজ্ঞে, কালী না ছেড়ে যদি কৃষ্ণ ভজি?

অযোধ্যারাম। তা'হলে হাবুডুবু খাবে, আর তলিয়ে যাবে! কাজের কিছুই হবে না। যদি কালী ভজ, তা'হলে এ স্থান ত্যাগ কর, আর যদি কৃষ্ণ ভজ, তা'হলে এখানে থাক।

তিলক। আজ্ঞে, ত্যাগ করার কথা ব'লছেন কেন? আমি জানতে চাচ্ছি, আমায় উপদেশ দিন।

অযোধ্যারাম। উপদেশ তোমায় অনেক দিয়েছি, তুমি মূর্খ তাই বুঝনা। বলি, বাপ বড়, না মা বড়?

তিলক। আপনি বলুন্। এটা বড় শক্ত কথা।

অযোধ্যারাম। শক্ত কথা হয়ে গেল! এতদিন তবে কি মাথা শিখ্‌লে? বাবা না হ'লে কি ছেলে হয়। এটাও জান না! এখন বল কে বড়?

তিলক। আজ্ঞে, বাপ বড়।

অযোধ্যারাম। তবে এতক্ষণ কি গোলমাল কচ্ছিলে? বাপই বড়। ভগবান পরশুরাম কার কথা শুনেছিলেন মনে পড়ে?

তিলক। আজ্ঞে হ্যাঁ, পড়ে বৈ কি।

অযোধ্যারাম। তবে। 'মা' বাপের ভজনা করেছিলেন, তাও ত জান!

তিলক। আজ্ঞে হ্যাঁ, জানি। তবে—'মা' বাপের বুকের উপর দাঁড়িয়ে আছেন কেন?

অযোধ্যারাম। দেখ, আর রাগিও না, যা বলি কর। যদি বেশী তর্ক কর, এখান থেকে তাড়িয়ে দেব।

তিলক। গুরুদেব, রাগ ক'র্‌বেন না, অপরাধ মার্জ্জনা করে ওটা বলে দিন।

অযোধ্যা। মাকে আদর করে, বাবা বুকে দাঁড়াতে দিয়েছেন। আর অসীম ব্রহ্মের কল্পিত কেন্দ্র হ'তে 'শক্তি' ব্রহ্মাণ্ডে বিকশিত ছাড়া, আর কিছুই নয়।

তিলক। গুরুদেব, উপদেশ পেয়ে ধন্য হ'লাম।

(রাজা কৃষ্ণচন্দ্র, প্রসাদ ও ভজহরির প্রবেশ)

গীত

ভজ। "জয় কালী জয় কালী বল।
লোকে বলে বোল্‌বে পাগল হ'ল।
লোকে মন্দ বলে বল্‌বে, তায় কিরে তোর বয়ে গেল।
আছে ভাল মন্দ দুটো কথা, যা ভাল তাই করা ভাল॥
কালী নামের খড়্গ তুলে, মায়া মোহ কেটে ফেল।
ওরে মিছে মায়ায় টানাটানি, রামপ্রসাদের প্রমাদ হ'ল॥"

রাজা। বলি ওহে অযোধ্যারাম, ভাল আছ ত ?

অযোধ্যারাম। আজ্ঞে হ্যাঁ, আছি বৈ কি, মন্দ কাকে বলে জানি না। আপনি ভাল আছেন ত ?

রাজা। হ্যাঁ, 'মা'র ইচ্ছায় ভালই আছি।

অযোধ্যারাম। কেন, বাবার ইচ্ছায় নয় ?

রাজা। আমাদের যে 'মা' সেই 'বাবা'। আমার মনে হয় শাক্ত ও বৈষ্ণবে কোন ভেদ নাই।

গীত

ভজ। মন কেন রে ভেদ কর।
শ্যামা শ্যাম অভেদ যে রে,
তবে কেন বা ভেবে মর॥
যে করেতে ধরেন বাঁশী,
সেই করেতে ধরেন অসি,

অট্টহাসি মধুর হাসি,
সবই তুমি অভেদ কর।
বনমালা মুণ্ডমালা,
মায়ের ও সব লীলা খেলা;
যখন যেমন তখন তেমন,
ভক্তের তরে রূপ ধর॥

আজু। ওসব মাতলামির কথা।

প্রসাদ। ভাই আজু! কেন রুষ্ট হও,
দেখনা চাহিয়া,
সন্তানের মুখ চাহি,
বরাভয়প্রদা দেবী
ধরে ভীম খড়্গ করে;
ঐ দেখ ছিন্ন নরশির!
মা আমার আনন্দে
নাচিয়া, ত্যজি
মদনমোহন বেশ,
কহিছেন হাসিয়া হাসিয়া,
শাক্ত বৈষ্ণব নহে
ভিন্ন তাঁহার সকাশে।

(আজুর কালীরূপ দর্শন করিয়া অধোবদন ও প্রসাদের মাতৃরূপ দর্শনে তন্ময়ভাব)

রাজা। প্রসাদ, প্রসাদ, আত্মাশক্তির বরপুত্র প্রসাদ, আজ মদনমোহনরূপে "মা"র রূপ অবলোকন ক'রে আমাদের জীবন সার্থক হ'ল। ভজহরি, চল আমরা স্বস্থানে যাই।

[প্রসাদ, রাজা ও ভজহরির প্রস্থান।

অযোধ্যা। (স্বগত:) কৈ, কৈ—কোথা সেই
বৈষ্ণবের প্রাণধন মদনমোহন!
কোথা গেল আঁধারিয়া পবিত্র উদ্যান,
নিথর এ কুঞ্জবন, নীরব বিহগ,
শোকের উচ্ছ্বাস উঠে পলকে পলকে।
এ কী বিভীষিকা! কুজ্ঝটিকা করিয়া সৃজন,
হরে নিল, প্রাণের দেবতা!
না না, পারিব না, পারিব না ত্যজিতে তোমায়।
ওহে সাধনের ধন! ফিরে এস ত্বরা করি,
তুমি যে হে কাঙালের হরি,
তোমা বিনা কি উপায়ে ধরিব পরাণ!
কৈ এলে না! ও: বুঝেছি, সাধনার ব্যতিক্রম
হ'য়েছে নিশ্চয়, হায়, হায়—যদি তাই হয়,
প্রতিজ্ঞা নিশ্চয়, অনশনে দিব প্রাণ,
জুড়াতে জীবন।

(দৈববাণী)

বৎস রে, সাধনার ব্যতিক্রম হয় নাই কিছু।
দ্বাপরেতে শ্যামা লয় কোলে' শ্যামেরে তোমার,

আবার শ্রীমতীর কলঙ্ক নাশিতে,
শ্যাম ধরে শ্যামা রূপ;
তাই বলি, শ্যামা-শ্যামে অভেদ জানিয়া,
দেখরে, চাহিয়া—মুক্তকেশী
ফেলি মুণ্ডমালা, পরেছেন বনমালা গলে,
অসি ত্যজি বাঁশী ধরে, মদনমোহন।

অযোধ্যা। ঐ যে, ঐ যে, আমার মদনমোহন;
হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল।

[প্রস্থান

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

পাঁচপাড়া গ্রাম্যপথ।

(তাণ্ডবরোগগ্রস্ত রাম, শ্যাম, পরে চাটুজ্যে ও ঘোষাল, নিতু ও বটু, ভিক্ষুক, হরমোহন, প্রসাদ, গুরুহরি, অঘোরবাবু, তাঁর সঙ্গী ও গ্রামবাসিগণ)

[রাম দ্রুতগতিতে অগ্রগামী।

শ্যাম। বলি ওহে রাম, এত তাড়াতাড়ি চলেছ কেন, ব্যাপার কি ?

রাম। (অত্যন্ত বিরক্তি সহকারে) ন্যাকা, আবার পেছু ডাকলে। বাড়ী থেকে বেরুবার সময় ছোট ছেলেটা হাঁচলে, পরিবার পেছু ডাক্‌লে, আবার নিমগাছ থেকে একটা টিকটিকি, যেন লুকিয়ে বসে ছিল, যাহা তোক্ একটু এগিয়ে আসা, আর অমনি টক্, টক্, টক্।

শ্যাম। কিছু মনে কল্লে নাকি ? বলি এত রাগ কেন বল দেখি ?

রাম। রাগ হবে না ? পেট "বাপোন্ত" কচ্চে। 'নিমোন্তোন' গেলুম, তা এমনি বরাত—যে খালি পেটে ফিরতে হ'ল।

শ্যাম। সে কি হে, কোথায় নিমন্ত্রণ ছিল ?

রাম। কেন, অঘোর জমীদারের বাড়া!

শ্যাম। সে কি হে, খাওয়া হ'ল না, ব্যাপার কি? আমার ছেলেটাকে যে পাঠিয়েছি; তা হ'লে ছেলেটাও খায়নি নাকি?

রাম। সে বাড়ী গেলে, তার মা তাকে খাওয়াবে। কিন্তু এ শর্ম্মার বরাতে মুড়ি চিবুনো আছে।

শ্যাম। কি ব্যাপার ভেঙেই বল না!

রাম। আরে ভাই, জল দিয়ে গেল, শুঁকে দেখি রীতিমত 'কারণ'। তারপর সকলেই তাই বোলে উঠ্‌লো; অন্য জল আন্‌তে গেল—সব মদ, সব মদ।

শ্যাম। তাই তো হে, এর ব্যাপার তো বোঝা গেল না। চল, চল, বাড়ী চল; যা হোক কিছু খেতে হবে ত।

রাম। হ্যাঁ, খাব আর ছাই।

[উভয়ের প্রস্থান।

(চাটুজ্যের প্রবেশ)

চাটুজ্যে। (স্বগতঃ) হায়! হায়! আমি কি কল্লুম। হঠাৎ গণ্ডূষ ক'রে জাত খোয়ালুম্। পেটের জ্বালায় ক'রে ফেলেছি, সাম্‌লাতে পাল্লুম্ না।

(ঘোষালের প্রবেশ)

ঘোষাল। (চাটুজ্যের প্রতি) তাতে আর কি। লোকে ত খায় হে! কিন্তু ভেতরের ব্যাপার কি? আর অঘোরবাবুরই

বা অবস্থাটা কি হ'বে? বেচারার বাড়ীতে জল ব'লে জিনিষ নেই হ্যা, এ কাজ করে কে?

চাটুজ্যে। ক'র্‌বে আবার কে? নিজেদের দোষে হয়েছে। কে কোথায় মদ খায় ব'লে, তার নিমন্ত্রণ বাবুরা বন্ধ ক'রেছেন, এখন ঠেলা সামলাক্। শুন্‌ছি—প্রসাদ সেন মদ খায় ব'লে তার মামা হরমোহনকে নিমন্ত্রণ করা হয়নি। লোকটার দর দেখে তো কাজ কর্ত্তে হবে। সে যে সাধক, তার পেছনে লাগ্‌লে যা হবার তাই হয়েছে। এখন ঠেলা সামলাক্।

ঘোষাল। অঘোরবাবু তা হ'লে কি ক'র্‌বেন?

চাটুজ্যে। হরমোহনের হাতে ধ'রে মাপ চাইতে হ'বে। আর পারেন তো প্রসাদকেও আন্‌তে চেষ্টা ক'রতে হ'বে।

ঘোষাল। ওহে, শক্তি-উপাসকের শক্তি দেখে আমার যে প্রসাদের চেলা হ'তে ইচ্ছা হচ্ছে।

চাটুজ্যে। তা তিনি যদি অঘোরবাবুর বাড়ীতে দাঁড়ালে মদ জল হ'য়ে যায়, তা হ'লে তুমি কেন, পাঁচপাড়ার সকলেই শিষ্য হয়ে যাবে।

ঘোষাল। যাই হোক ভাই, খবর রেখো, একবার দেখ্‌তে হ'বে —ব্যাপার কি দাঁড়ায়। এখন চল চল, যা হোক কিছু বাড়ীতে গিয়ে খেতে তো হ'বে!

[উভয়ের প্রস্থান।

(নিতু ও বটুর প্রবেশ)

নিতু। আরে রেখো, শেখো, যাক্ না—যত অর্ব্বাচীনের দল। খাওয়া হ'ল না, খাওয়া হ'ল না, ব'লে অঘোর বাবুর নিন্দে। যে করে—সে মুখ্যু। এমন কে আছে যে, বিনা খরচায় সবাইকে 'মাল' খাওয়ায়। মুখ ধোবার জলটী পর্য্যন্ত 'কারণ'; আমার ইচ্ছে হচ্ছিল যে, জালায় গিয়ে একবার ডুব দি।

বটু। ওরে, বেশী কথায় কাজ নেই, চল্ বাড়ী যাই।

নিতু। এই—ভিখিরী আস্ছে, সরে দাঁড়াই আয়।

(ভিখারীর প্রবেশ ও গীত)

ভিখারী।
চিন্‌তে গেলে আপন ভুলে,
ভক্তি ভরে ডাকা চাই।
তা না হ'লে অসার আপন,
বাঁধে তারে ঠাঁই ঠাঁই॥
ভক্তিভরে নত শির,
অশ্রু-নীরে হও ধীর,
কর সব মায়ের খেলা,
দিয়ে শুধু মায়ের দোহাই॥

বটু। কি বাবা, তোমারও খাওয়া হয়নি? মায়ের দোহাই দিচ্চ, আর অমন "কারণ" ছেড়ে এলে?

ভিক্ষুক। তা কি হয় মশায়, কারণ বিনা 'কারণ' খেতে আছে কি? দুপুর বেলা সকলে আহার ক'রবে, জল পান করবে, তারপর মুখ ধোবে, কিন্তু—জমিদারের বাড়ীর ব্যাপার দেখে আস্তে আস্তে সরে পড়েছি। দেখ্‌ছি যদি কোথাও কিছু জোটে।

(দূরে হরমোহনের প্রবেশ)

নিতু। এই বটা, হর খুড়ো এইদিকে আস্‌চে, গা ঢাকা দে, গা ঢাকা দে।

[উভয়ের প্রস্থান।

ভিক্ষুক। বাবা, কিছু পাব কি?

হরমোহন। কেন, তোমার জমিদারদের বাড়ীতে খাওয়া হয় নি?

ভিক্ষুক। আজ্ঞে না। সেখানে জল ব'লে কোন জিনিষ নেই, সব 'মদ' হয়ে গেছে। তবে শুন্‌ছি, যদি রামপ্রসাদ তাঁর মাতুলের সঙ্গে তাঁদের বাড়ীতে যান, তাহলেই 'মদ' পুনরায় জল হবে।

হরমোহন। ও বুঝেছি। তা'হলে তুমি আমার বাড়ীতে গিয়ে আমার নাম করে বোলো, হরমোহন পাঠিয়ে দিয়েছে, তাহলেই তুমি খেতে পাবে।

ভিক্ষুক। যে আজ্ঞে, আপনি হরমোহন বাবু?

[ভিক্ষুকের প্রস্থান।

হরমোহন। (স্বগতঃ) প্রসাদের আস্‌বার কথা ছিল, এখনও এলো না কেন? ঐ যে কারা দুজনে আস্‌চে না?

(প্রসাদ ও ভজহরির প্রবেশ ও হরমোহনকে প্রণাম)

হরমোহন। (উভয়ের মস্তক স্পর্শ করিয়া) তোমাদের মঙ্গল ত ?

ভজহরি। আজ্ঞে হ্যাঁ। আমরা আপনার বাড়ী হয়ে আস্‌ছি।

প্রসাদ। মামা, আপনি আবার আমায় সম্পত্তিদান করে বাঁধনের উপর বাঁধ্‌লেন ?

হরমোহন। কেন বাবা, আমার নাতি রামদুলাল এখন বড় হয়েছে। তুমি সম্পত্তি দেখ্‌তে না পার, সে দেখবে; তাতে ক্ষতি কি ? আমায় কাশীধামে যেতেই হবে। সিদ্ধেশ্বরী বেঁচে থাক্‌লে তাকেও নিয়ে যেতুম। কিন্তু তারা অল্পভোগীর দল। সকলে আমায় ফাঁকি দিয়ে আগে চলে গেল।

প্রসাদ। মামা, আপনি এখন বিশ্রামের সময় রাস্তায় কেন ?

হরমোহন। এই অঘোর জমিদারের বাড়ী হ'তে সকলে না খেয়ে চলে আস্‌ছে; তাই কি ব্যাপার—যদি শুন্‌তে পাই, একটু পথে বেড়াচ্চি।

প্রসাদ। কি ব্যাপার মামা ?

হরমোহন। তোমার উপর অভিমান করে তারা আমায় নিমন্ত্রণ করে নাই। আর শুন্‌চি, সেই ভদ্রলোকের বাড়ীর সমস্ত জল মদ্যে পরিণত হয়েছে। তাই জল বিনা কারো খাওয়া হয়নি, সকলেই ফিরে যাচ্চে।

দুইজন ভদ্রলোক (পথে যাইতে যাইতে) আরে ছ্যাঃ, নিমন্ত্রণ করে দুপুর বেলা খাওয়াতে পারে না।

[দুইজনের প্রস্থান।

ভজহরি। মামা, এ ত কিছু অন্যায় হয়নি। তারা রামপ্রসাদের মত সাধকের মাতুলকে একঘরে করেছে, আর সেই সাধকের নিন্দা করার ফল, অবশ্যই তো ভোগ কর্ত্তে হ'বে।

প্রসাদ। ভজহরি, ক্ষান্ত হও, বিপন্ন ব্যক্তির উপর আর দোষারোপ না ক'রে, এখন চল—আমরা তাঁকে উদ্ধার করিগে। মামা, চলুন, আমরা বিনা নিমন্ত্রণে তাঁর বাড়ীতে যাই। তাতে তাঁর যদি কিছু উপকার হয়, তা' আমাদের করা উচিত। ভজহরি, অঘোর বাবুর বাটীতে 'মা' নিজের হাতে খেলা খেলেছেন! অহো, অঘোর কত ভাগ্যবান্! চল ভাই, তাঁর আলয়ে যেতে বিলম্ব ক'রো না।

ভজহরি। তবে চলুন, দাদা! (ঈষৎ অগ্রসর হইয়া) এই যে দুই জন কারা দ্রুতপদে এই দিকে আস্‌ছেন।

(অঘোরবাবু ও তাঁর সঙ্গীর প্রবেশ)

অঘোর। এই যে বেশী দূর যেতে হ'লনা। ভায়ার সঙ্গে রাস্তাতেই দেখা হ'ল। (হস্ত ধারণ করিয়া) ভাই হরমোহন, আমাদের বাড়ীর খবর তুমি তো সব জেনেছ; এখন এ দায় থেকে তুমি আমাকে উদ্ধার না কল্লে আমার সব পণ্ড হয়। দয়া করে চল, ভাই!

হরমোহন। অঘোরবাবু, আপনি বা আপনার ছেলেরা যার উপর অভিমান করে আমায় নিমন্ত্রণ করেন নাই, সেই ভাগ্নে

আমায় এইমাত্র অনুরোধ কচ্ছিল, যাতে আমি বিনা নিমন্ত্রণে——

অঘোর। কৈ, কৈ, কোন্‌টী আপনার ভাগ্‌নে ?

হরমোহন। (প্রসাদের হস্ত ধারণ করিয়া) এই যে আমার ভাগ্‌নে, নাম শ্রীরামপ্রসাদ সেন।

অঘোর। মহাশয়! জগতের জীব মায়া মোহে অন্ধ; তারা ভাল মন্দ বিচারে অক্ষম। তাই সাধুরা নিজকে আগে চিন্‌তে চায়, পরে পরকে চিন্‌তে পারে। আজ আমার মূঢ়-মতি অর্ব্বাচীন ছেলেরা আপনার মত সাধু ব্যক্তিকে অবজ্ঞা ক'রে যেরূপ বিপদে পড়েছে—তা কথায় জানাবার নয়। আমার বাড়ীতে আর এক ফোঁটাও জল নাই। আমি তাই বড়ই বিপন্ন হয়ে আপনার আশ্রয় নিলাম, আমায় রক্ষা করুন।

প্রসাদ। মহাশয়। জীবের অনুতাপই প্রায়শ্চিত্ত। এখন আপনারা পবিত্র। মা মঙ্গলময়ী আপনাদের প্রতি করুণা কর্ব্বেন। আপনি মামাকে নিয়ে বাড়ী যান, আপনার বাড়ীর জল পুনরায় ফিরে পাবেন। (মাতুলের প্রতি) মামা, আপনি অঘোরবাবুর সঙ্গে যান, আমি একবার মুর্শিদাবাদ গিয়ে রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ কর্ব্বো।

(জনৈক লোকের প্রবেশ)

লোক। অঘোর বাবু, মদ গুলো সব জল হয়ে গেছে, সব জল হয়ে গেছে!

অঘোর। হবে না আবার, যাঁর দয়ায় হ'ল, সে যে আমাদের সাম্‌নে। আয়, আয়, পদধূলি লই আয়। আর পাড়ার সব লোককে ডেকে নিয়ে মহামায়ার অনুগৃহীত সন্তান প্রসাদের গুণ গান কর্ত্তে কর্ত্তে ভববন্ধন-মোচনের উপায় করিগে আয়।

(সকলের আগমন ও গীত)

গীত।

সকলে। আমাদের আর ভাবনা কিরে!
যখন মায়ের ছেলে পেয়েছি ঘরে॥
পারে যাবার উপায়গুলি,
তুলে দেরে তাঁরি করে,
সার করি আয় রামপ্রসাদে,
মুখে লয়ে নাম রে॥
গুরু যে রে সারাৎসার,
পারে যাবার ভাবনা কি আর,
মুখে ব'লে কালী কালী,
মনের কালী ঘুচারে॥

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

গঙ্গাতীরস্থ প্রমোদ উদ্যান।

(নবাব সিরাজদ্দৌলা, রাজা কৃষ্ণচন্দ্র, নর্ত্তকীগণ,
প্রসাদ ও ভজহরি)

(নবাবকে নর্ত্তকীগণ কুর্ণিস করিল)

সিরাজ। রাজন্! কুশল তো সব?

কৃষ্ণচন্দ্র। হাঁ্যা, শাহজাদা, আপনার অনুগ্রহে সব কুশল।

সিরাজ। দেখুন, স্বভাবের শোভা কত মনোমুগ্ধকর। কল্লোলিনী কোন বাধা না মেনে কেমন তার গন্তব্যপথে আপন মনে চ'লেছে! এইরূপে আমাদেরও জীবনস্রোত সেই খোদার দিকে কোন বাধা না মেনে ছুটেছে। যতই তরঙ্গ হ'ক না কেন, আর যতই তরি তার উপর দিয়ে ভেসে যাক্ না কেন, স্রোতের কিন্তু বিরাম নাই! এখানে এসে আজ আমি পরম সুখী হ'য়েছি, এখন সেই সাধকের আগমন হ'লেই হয়।

রাজা। তাঁর আস্‌তে বেশী দেরী হবেনা। যতক্ষণ তিনি না আসেন, ততক্ষণ নর্ত্তকীদের একটী গান হোক।

নবাব। আপত্তি কি?

রাজা। (নর্ত্তকীগণের প্রতি) তোমরা একটী গান কর।

(নর্ত্তকীগণ কুর্ণিস করিল)

গীত

নর্ত্তকীগণ। মোদের শূন্য হৃদয়ে বস হে বঁধুয়া,
প্রেমের আসন পাতি।
আমরা তোমারি হ'য়ে সোহাগ-বাঁধনে
বাঁধা আছি দিনরাতি ॥
তুমি দূরে কেন আছ স'রে,
এস রাখি তোমা হৃদে ধ'রে,
মিটাও পিয়াসা পরাণ-বঁধুয়া,
তব পদে করি নতি।

রাজা। বেশ! বেশ! এখন তোমরা এইখানে ব'সে ভক্ত রামপ্রসাদের ভজন শুন।

নর্ত্তকী। যো হুকুম। (নর্ত্তকীগণ উপবেশন করিল)

(দৃশ্য—গঙ্গাবক্ষে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই নৌকার উপর প্রসাদ ও ভজহরি)

গীত।

প্রসাদ। "কেবল আশার আশা ভবে আসা,
আসা মাত্র হ'ল।
যেমন চিত্রেরি পদ্মেতে প'ড়ে
ভ্রমর ভুলে রইল।

রাজা। ঐ শুনুন শাহজাদা, ভক্ত রামপ্রসাদ গান ক'রতে ক'রতে আস্‌ছেন।

নিম খাওয়ালে চিনি ব'লে মা,
কথায় ক'রে ছল।
ও মা! মিঠার লোভে তিক্ত মুখে
সারাদিনটা গেল॥
মা, খেল্‌বে ব'লে ফাঁকি দিয়ে (মা)
নামালে ভূতল,
এবার যে খেলা খেলালে মা গো!
আশা না পূরিল।
(রাম) প্রসাদ বলে ভবের খেলায়,
যা হবার তাই হ'ল।
এখন সন্ধ্যা বেলায় ঘরের ছেলে,
ঘরে নিয়ে চল॥"

নবাব। দেখ রাজা, আজ গান শুনে প্রাণে যথার্থই শান্তি পেলাম। আমি যে উপাধি ও জমি দেবার কথা ব'লেছি, তা' আপনি শীঘ্রই প্রসাদকে দান ক'র্বেন। এখন চলুন, আমরা যথাপূর্ব্ব তথাপর জাগতিক কার্য্যে লিপ্ত হইগে।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

প্রসাদের গৃহ।

(সর্ব্বাণী, জগদীশ্বরী, পরে রামদুলাল)

জগদীশ্বরী। মা, বাবা কার পূজা করেন?

সর্ব্বাণী। মা আনন্দময়ীর পূজা করেন।

জগ। পূজা ক'র্লে কি হয় মা?

সর্ব্বাণী। পূজা ক'র্লে শরীর ও মন ভাল থাকে; আর যে যা চায়, তাই পায়।

জগ। মা, তাহ'লে সকলেরই কি পূজা করা উচিত?

সর্ব্বাণী। হ্যাঁ মা!

জগ। তবে আমায় শিখাও না কেন? বাবাও কিছু শিখান না ত!

সর্ব্বাণী। সময় হ'লেই শিখ্‌বে।

জগদীশ্বরী। মা, আমি যদি পূজা করি, তাহ'লে আমি যা চাইব, তাই পাব?

সর্ব্বাণী। হ্যাঁ, তবে—ভগবানের কাছে খুব ভাল জিনিষ চাইতে হয়। ছোট জিনিষ চেয়ে তাঁকে ব্যস্ত কর্ত্তে নেই।

জগ। পূজা ক'রে কি চাইতে হয় মা?

সর্ব্বাণী। ধ্রুব রাজ্য চেয়ে ছিল, প্রহ্লাদ ভক্তি চেয়েছিল, মার্কণ্ড পরমায়ু চেয়েছিল। কত ভক্ত, কত সাধক, কত কি চেয়েছিল।

জগ। আমার কি চাইলে ভাল হয়, মা?

সর্ব্বাণী। পূজা কর্ত্তে কর্ত্তে যখন তোমার মন ভক্তিতে ভ'রে যাবে, তখন যদি কিছু অভাব বোধ কর, সেটা চাইবে।

(রামদুলালের প্রবেশ, ও সর্ব্বাণীকে প্রণাম)

রামদুলাল। জগদীশ্বরি, তোমাদের কি কথা হচ্ছে?

জগ। পূজার কথা।

রামদুলাল। কি পূজা—কালীপূজা?

জগ। তা—জানিনা, দাদা!

রামদুলাল। তবে তো খুব পূজার কথা হচ্ছে; কার পূজা তাই জাননা।

সর্ব্বাণী। হ্যাঁ, কালীপূজার কথাই হচ্ছে, আমরা যাঁর পূজা করি, তাঁর কথাই হচ্ছে।

রামদুলাল। মা, তবে আমাকেও বল, আমি একটু শুনি।

সর্ব্বাণী। তুমি তাঁর কাছে শুনো।

রামদুলাল। তা হলেও তোমার মুখে কিছু শুনি, এই আমার ইচ্ছা!

সর্ব্বাণী। ভক্তি ক'রে ইন্দ্রিয়গণকে ভিতরে লয়ে বাহ্য উপচার দ্বারা মনঃস্থির ক'রে—পূজা কর্ত্তে কর্ত্তে অন্তর-পূজায় মনকে লয়ে যেতে হয়, তারপর যা হয়, তা' সাধক নিজে জানতে পারে, বলা বাহুল্য।

রামদুলাল। মা, যা বল্লে, এত বড়ই কষ্ট-সাধ্য।

সর্ব্বাণী। হ্যাঁ বাবা, কষ্ট না করে, তিনি দেখা দেন না। যখন ইন্দ্রিয়গণকে ভিতরে লয়ে যেতে পারবে, তখনই মনকে আত্মার সহিত দেখ্‌তে পাবে।

জগ। মা, আত্মা কি?

সর্ব্বাণী। যে মহতী শক্তি আমাদের ভিতরে থাকায় আমরা শক্তিমান্, সেই শক্তি যোগীর আত্মা, জ্ঞানীর ব্রহ্ম, ও ভক্তের 'মা ভগবতী'। ওটা আমি 'মা' না ব'লে আত্মা বলেছি।

রামদুলাল। তা হলে ওরূপ পূজা কেমন ক'রে হবে মা?

সর্ব্বাণী। অভ্যাস কর্ত্তে কর্ত্তে হয়, বাবা। জগদীশ্বরি, তোমার পূজার ছড়াটী তোমার দাদাকে—শুনিয়ে দাও।

জগ। কোন্‌টা মা, "মন, প্রাণ, দিয়ে" টা?

সর্ব্বাণী। হ্যাঁ।

গীত।

জগ। মন, প্রাণ, তাঁর চরণে সঁপিয়ে,
নিজেরে ভুলিয়ে তিনি হওয়া।
প্রবৃত্তি-চয়েরে কুসুম করিয়ে,
ভকতি-চন্দনে, মাখায়ে লওয়া।
(পরে) ধ্যানে হের সেই অপরূপ রূপ,
পুলকে ফেলিয়া আঁখির জল,
ধীরে ধীরে পরে বাহু প্রসারিয়া,
চরণ-সরোজে সব তুলে দেওয়া।

[রামদুলাল ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

রামদুলাল। (স্বগতঃ) সুন্দর, সুন্দর, এতেই ত সব পূজার কথা ব্যক্ত হ'ল; তারপর যা কিছু সবই সাধন-সাপেক্ষ। যার কাছে ছেলেরা যেমন শিক্ষা পেতে পারে, এমনটী আর কারো কাছে পায় না।

[প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

কুমারহট্ট—যোগোদ্যান।

(বালকগণের কীর্ত্তন করিতে করিতে প্রবেশ ও প্রস্থান। তর্কভূষণ, প্রসাদ, ভজহরি, নিত্যানন্দ আসীন)

বালকগণ। গীত।

আয়রে আয় সবাই মিলে
'মা' বলিয়ে কাঁদি আয়,
নয়ন-জল-পুষ্প লয়ে অঞ্জলি দিই রাঙা পায়।
তা হ'লে বাজ্‌বে ভাল, মায়ের ঐ পাষাণ-হৃদে,
না, না, মায়ের ঐ কোমল হৃদে,
মায়ের ঐ স্নেহভরা হৃদি মাঝে
ঐ কোমল হৃদে বাজবে ভাল,
আয়রে আয় সবাই মিলে
'মা' বলিয়ে কাঁদি আয়।

নয়ন-জল-পুষ্প ল'য়ে
অঞ্জলি দেই রাঙা পায় ॥
'মা' বোলে কাঁদলে পরে,
'মা' কভু কি থাকতে পারে,
তাঁরে যে আসতে হ'বে,—
নইলে দয়াময়ী নামে মায়ের
কলঙ্ক রটিবে ধরায় ॥

(রূপচাঁদের প্রবেশ)

রূপ। (স্বগতঃ) বাঃ, বেশ গানটী লাগ্‌লো! আর একবার শোনা যায়না। এখানে যদি পড়ে থাকি, তা হ'লে শুনতে পাওয়া যাবে! জায়গাটি বেশ! খেতে পাওয়া যায় না? এই যে সাধুরা সব দাঁড়িয়ে! হ্যাঁ বাবা, আমাকে কিছু খেতে দেবে? আমায় বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে। তিন দিন খাইনি। কোন কাজ কর্ত্তে পারি না। কিছু কর্ত্তে গেলে, ভয় হয়, যেন মনে হয়, কে আমায় মার্ত্তে আসছে। আর দূর থেকে কে যেন বলে, 'তোর উদ্ধার নেই, ভক্তের গায়ে লাঠি মেরেছিস্, তোর উদ্ধার নেই।' হ্যাঁ বাবা, এর উদ্ধার আছে কি? আগে আমায় একটু জল দাও, তার পর বল— কি কল্লে আমার এই কষ্ট ও অনুতাপ দূর হয়। আমি তোমাদের পায়ে পড়ি আমায় রক্ষা কর।

(পাদদেশে পতন)

প্রসাদ। মা, মা, এ সব কি পরীক্ষা মা! তোর অবোধ সন্তানের কৃত পাপ মার্জ্জনা কর, মা! এস, এস, অনুতপ্ত ভাই রূপচাঁদ, ভয় নাই, মা বিশ্বজননী তোমার অপরাধ মার্জ্জনা কর্ব্বেন। এস ভাই, আলিঙ্গন দাও। (রূপ ও প্রসাদ আলিঙ্গনে বদ্ধ)

রূপ। একি, একি, তুমি ভক্ত রামপ্রসাদ! মূঢ়মতি আমি! তোমায় নিন্দা কর্ত্তাম, ওহো, তুমি এত কৃপালু, এত শক্তিমান্ মহাপুরুষ তুমি! আগে বুঝি নাই, আমায় ক্ষমা কর। তোমার স্পর্শে আমি রোগমুক্ত। আমায় তোমার আশ্রমে দয়া ক'রে স্থান দাও। আমি এইখানেই প'ড়ে থাক্‌ব, বাড়ী যাব না। এই যে, ভাই ভজহরি, আমায় ক্ষমা কর (পাদস্পর্শ করিল)।

ভজ। ওঠ, ওঠ রূপচাঁদ, আমি কিছু মনে করি নাই। তুমি আমাদের সঙ্গেই থাক্‌বে।

তর্ক। প্রসাদ, তুমি ত' সকলেরই ব্যবস্থা ক'চ্ছ, কিন্তু আমার উপায় কি হবে?

প্রসাদ। মা জগজ্জননী নিশ্চয়ই আপনার মঙ্গল কর্ব্বেন।

ভজ। দাদা, আমার গতি কি হবে?

প্রসাদ। মা তোমাদের সকলেরই আশা পূর্ণ ক'রবেন। আমাদের এই যোগোস্থানে পরস্পরের যে সঙ্গ, তা বৃথা যাবে না। সৎসঙ্গ, মুক্তির একমাত্র কারণ। বিশ্বামিত্র ঋষি—বাসুকির নিকট হ'তে যার প্রভাবে পৃথিবী ধারণ কর্ত্তে সমর্থ হ'য়েছিলেন, সে ঘটনা জান ত

ভজ। ঋষি কিরূপে পৃথিবী ধারণে সমর্থ হলেন?

প্রসাদ। তর্কভূষণ মহাশয়, বলুন না?

তর্ক। না, তুমিই বল। তোমার মুখ হ'তে শুন্‌লে প্রাণে বড়ই আনন্দ হয়।

প্রসাদ। বাসুকির নিকট হ'তে কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য ঋষি পৃথিবী ধারণ কর্ত্তে গিয়েছিলেন, তখন তাঁর তপস্যার প্রভাব হ'তেও বশিষ্ঠের সহিত একদিনের সঙ্গ বড় হ'য়েছিল। তাই বলি, এক স্থানে ব'সে মায়ের নাম করা, সকলে মিলে সদালাপ করার ফল, কি বৃথাই যাবে?

নিত্য। না, না, বৃথা যাবে না। আপনার সঙ্গ আমাদের মুক্তির কারণই হবে।

ভজ। কিন্তু দাদা! মার দেখা কি পাবনা? আমি তাই ভেবে ভেবে আকুল হ'য়েছি।

প্রসাদ। একবার আকুল হ'য়ে ডাক্‌না ভাই! আর আমরা সব কাঁদি! কাঁদ্‌লেই 'মা' কোলে নেবেন।

ভজ। গীত।

দেখা পাব ব'লে আকুল অন্তরে,
ডেকে ডেকে হই সারা।
স্নেহময়ী তুমি জেনেছি বলিয়া,
আশায় হৃদয় ভরা।
কাঁদিলে কেমনে, থাকিবে জননি!
না লইয়া কোলে তুলে;

সন্তানেরি দুঃখ পারে কি সহিতে—
জননী-হৃদয়-খানি ?
তাই বলি মাগো ! ত্বরা করি এস,
মুছে দাও আঁখিজল,
আর কাঁদা'ওনা ওমা স্নেহময়ি,
ত্রিতাপ-তারিণি তারা ।

(সকলের অশ্রুপাত)

প্রসাদ। আয় ভাই ভজহরি ! আলিঙ্গন দে ; তোর ক্রন্দনে 'মা' কখনই স্থির থাকতে পারবেন না ।

(তন্ময়ভাব, সকলে ধরিয়া প্রসাদকে বসান)

(কিয়ৎক্ষণ পরে)

(স্বগতঃ) 'মা' দয়াময়ি ! কবে তোর
হবে গো করুণা ?
আর যে পারি না,
সহিতে দারুণ জ্বালা,
দরশন বিনা ।
দিনে দিনে হ'ল ক্ষয়—
আয়ু, বল, তেজ ।
তবে কি জননি !
শমন ধরিলে কেশে,
আসিবি তারিতে—
দীন তনয়ে তোমায় ?

ভজহরি। দাদা! আমরা সুস্থ ও সবল অবস্থায় বোধ হয় 'মাকে' দেখ্‌তে পাব না!

প্রসাদ। না ভাই! তা নয়; আমরা 'মাকে' সর্ব্বদাই দেখ্‌ছি। তবে আমাদের ইন্দ্রিয়েরা বাহিরে বেড়ায় ব'লে তাঁর দর্শন পাই না। আমাদের ইন্দ্রিয়গণ বশে এলেই, আমরা 'মাকে' সর্ব্বদাই দেখ্‌তে পাব।

তর্কভূষণ। সেটা ত ভাবের কথা।

প্রসাদ। হ্যাঁ, তাই বটে। 'ভাব' ছাড়া কে আত্মাকে দেখ্‌বে? 'ভাব' মানেই প্রকৃত জ্ঞান। অজ্ঞানেরা জগৎকে জগৎরূপে দেখে, আর জ্ঞানী লোকেরা ব্রহ্মরূপে বা 'মা' জননীর রূপ মনে ক'রে দেখে। রুদ্র-যামল গ্রন্থে কথিত আছে—

"ভাবেন লভ্যতে সর্ব্বং ভাবেন দেব-দর্শনং।
ভাবেন পরমং জ্ঞানং তস্মাৎ ভাবাবলম্বনং"॥

তর্কভূষণ। ধন্যবাদ প্রসাদ! তোমায় ধন্যবাদ।

নিত্য। প্রসাদ! তন্ত্রোক্ত পঞ্চ 'ম' কার এর 'ভাব' আমি বুঝ্‌তে পারিনি!

প্রসাদ। দেখুন! 'ভাব' তিন প্রকার—তামসিক, রাজসিক ও সাত্ত্বিক। সাধক সাত্ত্বিকভাবে 'ম'কার সাধনা কর্ব্বেন। যেমন,—'মা'র নাম-সুধা পান করাই, মদ্যপান। বেশী কথা বলা সাধনার অন্তরায়, 'মা'র নাম করিতে করিতে জিহ্বা নাড়িতে নাই—তাই রসনা-সংযম করাই, মাংস-ভক্ষণ। সুষুম্না পথের যে প্রাণায়াম, তাই—মৎস্য-ভক্ষণ। 'মাকে' বা

ইষ্টকে ভাবৃতে ভাবৃতে সেই ভাবে পূর্ণ হয়ে গেলে সাধকের রূপে যে লাবণ্য মুদ্রিত হয়, তাই মুদ্রা। আর মন ও প্রাণের —আত্মার সহিত যে মিলন, তাই মৈথুন বা সমাধি।

রূপ। আহা, কি সুন্দর ব্যাখ্যা!

ভজহরি। দাদা! প্রাণে বড়ই শান্তি পেলাম, কিন্তু আজ আপনাকে অসুস্থ দেখ্‌ছি কেন?

প্রসাদ। হ্যাঁ ভাই! দেহটা অসুস্থ, আমি নই।

ভজহরি। কেন দাদা?

প্রসাদ। ভজহরি! দেহটা কি চিরদিনের? এটা যে সঙ্গে যায় না! এটা যে নশ্বর বস্তু! এর জন্য আর দুঃখ কি ভাই! যদি চ'লে যায়, তার জন্যই বা ভাবৃনা কিসের? আমায় ডাকৃলেই দেখ্‌তে পাবে!

অপর সকলে। আমরা?

প্রসাদ। হ্যাঁ, আপনাদেরও বড় ভালবাসি, আপনারাও ডাকৃলে দেখ্‌তে পাবেন।

ভজহরি। দাদা! তবে কি আমাদের ছেড়ে যাবেন?

প্রসাদ। ছেড়ে যাব কেন ভাই? তুমি আমায় এখন খণ্ডরূপে দেখ্‌ছ, পরে অখণ্ডরূপে—পত্রে, পুষ্পে, ফলে, বায়ুতে, আকাশে, জলে সর্ব্বত্র দেখ্‌তে পাবে! এখন আমি নিজে না খেলে আমার খাওয়া হয় না, তখন তোমরা খেলে, বা জগৎ ব্রহ্মাণ্ডে যে কেউ খেলেই আমার খাওয়া হবে। একি সুখের নয় ভজহরি?

ভবহরি। দাদা! এ যে ক্রমশঃ আপনি আমায় সব জানিয়ে দিলেন—এ দুঃখের কথা আপনার ছেলে মেয়েরা শুন্‌লে কি স্থির থাকতে পারবে?

নিত্য। সত্যই বড় দুঃখের কথা!

প্রসাদ। যদি না পারে, সেটা তাদের অজ্ঞানতা। মৃত্যু ত সকলেরই হ'বে!

তর্কভূষণ। প্রসাদ! মৃত্যুর কথা শুন্‌লে প্রাণ কেঁপে উঠে, এর উপায় কি?

প্রসাদ। আপনি জ্ঞানী লোক, আপনাকে বুঝাব কি? বিচারের দ্বারা সত্য পথ দেখা যায়। বিচারের দ্বারা সাধুরা মৃত্যুকে ভীষণ 'কাল' মনে না ক'রে, নিজের ইষ্ট বুঝে আলিঙ্গন করে। বীরভাবের লোকেরা দেহকে অনিত্য ভেবে, মৃত্যু একদিন হবেই হবে স্থির সিদ্ধান্ত ক'রে, আর ভয় করে না। তাদের প্রাণত্যাগ দেখ্‌লে মুগ্ধ হ'তে হয়! যত দুঃখ তামসিক লোকের! কিন্তু তাদের দুঃখও দুই চারি দিনের জন্য—তবে আর মৃত্যুকে ভয় পাবেন কেন?

তর্কভূষণ। প্রসাদ! তোমার কথা শুনে প্রাণে অনেক শান্তি পেলাম।

নিত্য। আমার মৃত্যু-ভয় কেটে গেল।

ভবহরি। দাদা! কথায় কথায় অনেক বেলা হ'ল, চলুন বাড়ী যাই। [সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

প্রসাদের বহির্বাটী, সম্মুখে পল্লীপথ।

(পাগলিনী, পরে ভজহরি, প্রসাদ, জগদীশ্বরী ও সর্ব্বাণী)

পাগলিনী। (পথে)   গীত।

এম্‌নি ক'রে কত খেলা
খেলি গোপনে।
বুঝেনা ত অবোধ ছেলে
বুঝেনা মনে॥
আসি যাই বারে বারে,
চিন্‌তে মোরে নাহি পারে,
মায়া-মোহে আছে পড়ে—
এ ভব ঘোরে—
ডাকি যদি বার বার
ভাঙ্গেনা ঘুম একটী বার,
কোথা পাবে দেখা (ও) তাঁর—
করুণা বিনে।

[প্রস্থান।

ভজহরি। (ভজহরি নিজের কক্ষ হইতে বাহিরে আসিয়া) (স্বগতঃ) আর ডেকে ডেকে কি ক'রবো। মায়া মোহ

এখনও বেঁধে রেখেছে। জগদীশ্বরীর দয়া না হ'লে কিছুই হবে না।

(প্রসাদের প্রবেশ)

প্রসাদ। ভজহরি! কি ভাব্‌ছ ভাই?

ভজহরি। দাদা! ভাব্‌নার কি আর সীমা আছে? বাল্যকালে মা বাপ্‌কে হারিয়ে আপনার আশ্রয়ে ছিলাম, কিন্তু তাও ভাগ্যচক্রে হারাতে বসেছি। আর সাধনার সম্বন্ধেও ভাবছি —'মার' দয়া না হ'লে তাঁর দেখা পাব না; তাঁর দেখা পাওয়া সাধনার অতীত।

প্রসাদ। হ্যাঁ ভাই! তাই ঠিক। আমরা তাঁর হাতে খেলার পুতুল মাত্র। যদি দেখা দিতে চান—দেবেন, আর যদি পাতালে নিক্ষেপ কর্ত্তে চান—তাহ'লে তাও যেতে হবে।

ভজহরি। দাদা! তাহ'লে কি সুকর্ম বা কুকর্ম্ম ব'লে কিছু নাই?

প্রসাদ। কেন থাকবেনা ভাই! সে সব কর্ম্ম তিনি করান। তাঁর দয়া হ'লে সুকর্ম্ম আপনি হয়, আর যদি দয়া না হয়, তাহ'লে সকল কর্ম্মই বন্ধনমূলক কুকর্ম্মে পরিণত হয়। যেমন খেলান্ তেম্‌নি খেলি।

ভজহরি। (কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিয়া) দাদা! হাতে দড়ি কেন?

প্রসাদ। বেড়াগুলো ভেঙ্গে রয়েছে এর জন্য শেয়াল কুকুর বাড়ীতে আসে; তাই বেড়া বাঁধ্‌ব মনে ক'রেছি।

ভজহরি। সেটা আপনাকে কর্ত্তে হবে কেন? আমায় দিন—আমি বেঁধে দিব।

প্রসাদ। না ভাই। তোমার "বেড়া দেবার সময়" এখনও আসেনি! পরে তোমাকেও বেড়া দিতে হবে।

ভজহরি। দাদা! এ কথার অর্থ কি?

প্রসাদ। ভায়া! 'মায়ের' নামের বেড়া না দিলে, শমন যে নিয়ে যাবে! 'মার' কোলে যেতে হ'লে বেড়া দিতে হয়!

ভজহরি। দাদা! তবে সত্য সত্যই কি আপনি আমাদের ছেড়ে যাবেন?

প্রসাদ। হ্যাঁ ভাই! লোকতঃ তাই বটে। আগামী কল্য 'মার' পূজা শেষ হ'লে তোমরা গঙ্গাতীরে যেও, এখন তুমি এস।

ভজহরি। (স্বগতঃ) হায়! হায়! কি হ'ল! কুমারহট্টের সেন-কুলতিলক আজ জন্মের মত চল্লেন।

[প্রস্থান।

প্রসাদ। (স্বগতঃ) ঐ যায় ভজহরি ভাইটী আমার!

ম্লান মুখে আকুল অন্তরে—
কেমনে জানাবে বার্ত্তা
তনয়ে আমার!
কিন্তু সে যে সংসার-বিরাগী,
না হ'য়ে কাতর, সাহসে
বাঁধিয়া বুক, অবশ্য—
করিবে যাহা কর্ত্তব্য-পালন।

হায় মাগো! জগৎ-গুণ্ঠন তব
খুল একবার,
চর্ম্মচক্ষে দেখে লই রূপ;
বরিষ—কৃপার ধারা—হও মা! সদয়,
দিতে বেড়া অন্তরে বাহিরে।
অন্তরে নামের বেড়া,
যাতে না পশিতে পারে
দুরন্ত শমন তোমার অঙ্গনে;
বাহিরে বাঁশের বেড়া,
রোধিবারে শৃগাল কুক্কুর।

(জগদীশ্বরীর প্রবেশ)

জগদীশ্বরী। বাবা! আমি দড়িগুলো গলিয়ে দি, আর তুমি বাঁধ।

প্রসাদ। হ্যাঁ মা! ঠিক ব'লেছ। তা হ'লে শীঘ্রই বাঁধা হবে।

(জগদীশ্বরী দড়ি গলাইয়া দিতেছেন আর প্রসাদ বেড়া বাঁধিতে বাঁধিতে বাহ্যজ্ঞান শূন্য)

[পাগলিনীর আকাশমার্গে গাহিতে গাহিতে প্রবেশ ও প্রস্থান।

পাগলিনী। গীত।

বেড়া দিয়ে রাখ তারে।
যুগে যুগে কত বাঁধা পড়েছে পড়েছে রে॥

ভকতি-ডুরিতে কঠিন বাঁধন,
দাও যাদুমণি করিয়া যতন,
পশে নাক' যেন কাল-শমন,
শান্ত সরল অন্তরে ॥
ধরিবার ফাঁদ পেতেছ হে ভাল!
দেখালে জগতে সাধনার বল,
বদন ভরিয়া কালী কালী বল,
ব্যাপিয়া ভূতল-মাঝারে ॥

সর্ব্বাণী। (নেপথ্যে) জগদীশ্বরি! ভিতরে এস, খাও' সে।

(জগদীশ্বরী মাতার আদেশে ভিতরে গেলেন—
পাগলিনীর জগদীশ্বরীর বেশ ধারণ করিয়া প্রবেশ)

পাগলিনী। (স্বগতঃ) ভক্ত প্রসাদ বেড়া দিতে দিতে তার ইষ্টের স্মরণে বাহ্যজ্ঞান-শূন্য। জগদীশ্বরী ফিরে আস্তে না আস্তে আমি এই অবসরে বেড়া বেঁধে দিই। ভক্তের জন্য সবই কর্ত্তে হয়। [পাগলিনী কিয়ৎক্ষণ বেড়া বাঁধিয়া প্রস্থান করিলেন।

(জগদীশ্বরীর প্রবেশ)

জগদীশ্বরী। বাবা!

প্রসাদ। (ঈষৎ চমকিয়া) কেন মা?

জগ। তুমি ত এর মধ্যে অনেকটা বেঁধেছ!

প্রসাদ। হ্যাঁ গো মা! তাই ত! তুমি বুঝি বেঁধে দিয়েছ?

জগ। না বাবা! আমি ত ছিলুম না; আমি যে খেতে গেছ্‌লুম, আর এই আস্‌ছি।

প্রসাদ। (সকাতরে) অঁ্যা, তবে কি জগদীশ্বরী 'মা' আমার এসে সন্তানের বেড়া বেঁধে দিয়ে গেলেন! হায়! হায়! আমার কি দুর্ভাগ্য, আমি চিন্‌তে পার্‌লাম না! আমার যে সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চিত হ'য়ে উঠ্‌লো। মাগো! কি অপরাধে তুমি তোমার সন্তানকে দেখা দিলে না? আমি যে কত আশা ক'রে ব'সে আছি—তোমায় একবার চর্ম্মচক্ষে দেখে আমার জীবন সার্থক ক'রব।

(সর্ব্বাণী কাতরোক্তি শুনিয়া ভিতর হইতে বাহিরে আসিলেন)

(সর্ব্বাণীর প্রবেশ)

সর্ব্বাণী। কেন গো! কাঁদছ কেন? কি হয়েছে?

প্রসাদ। সর্ব্বাণি! আমার কপাল বড় মন্দ! আমি 'মা'কে চর্ম্ম-চক্ষে দেখ্‌তে পেলাম না! জগদীশ্বরী দড়ি দিতে দিতে ভিতরে গেলে পর, "মা জগদীশ্বরী" এসে বেড়া বেঁধে দিয়ে গেছেন; আর আমি বাহ্যজ্ঞান-শূন্য হ'য়ে ব'সে আছি! তুমি পূজার আয়োজন শেষ করেছ ত? আজ রাত্রে আমাদের শেষ পূজা, মনে আছে ত?

সর্ব্বাণী। ব্যাকুল হ'য়োনা, চুপ কর। মেয়েটা বুঝ্‌তে পার্‌বে। (বস্ত্রে চক্ষু ঢাকিয়া রোদন) চল, এখন ভিতরে চল, আর

স্নান ক'রে পূজায় ব'সবে চল। (জগদীশ্বরীর প্রতি) আয় মা! ভিতরে আয়।

[সকলের প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক

(গঙ্গাতীর)

(ঊষা আগতপ্রায়। প্রসাদ পূজান্তে মঙ্গল-ঘট মস্তকে করিয়া সর্ব্বাণীকে পশ্চাতে লইয়া নির্জ্জনে ঘট বিসর্জ্জন করিবেন ও সেই সঙ্গে 'মা'র কোলে উভয়ে ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদদ্বারা দিব্যধামে চলিয়া যাইবেন—তাই ভজহরি প্রসাদের তিরোধান ঘটিবার পূর্ব্বে অতি মনঃকষ্টে নিজের জীবন গঙ্গায় বিসর্জ্জন দিবার জন্য আসিলেন)

(ভজহরির প্রবেশ)

গীত।

ভজহরি। মাগো! কত দিনে হব পার।
কোথায় জননি! কোথায় তরণী,
শূন্য ঘাট কেন দেখি আর॥
অকূলে ভাসিনু মাগো! দুখানলে হ'য়ে সারা,
দীনে দিয়ে পদছায়া কর গো নিস্তার॥
এ ছার জীবনভার মিছে কেন বহি আর,
এস মা, লও মা কোলে, লহ দেহভার॥

(পাগলিনীর প্রবেশ)

পাগলিনী। (গঙ্গাবক্ষে) ভজহরি, ওকি! তোমার মত সাধুজনের কি এই কাজ! না, না, ভজহরি! তুমি ফিরে যাও, প্রসাদের পরিবারবর্গকে সান্ত্বনা দাওগে, তুমি চিরকুমার, তোমার এই জন্মে যে সাধনা হ'ল, এর ফলে পরজন্মে "রামকৃষ্ণ" অবতারে তুমি তাঁর দক্ষিণ হস্ত হ'য়ে জগতের পূর্ব্বাংশ হ'তে পশ্চিমাংশ পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র মা জগন্মাতার লীলা প্রচার কর্ব্বে। দুঃখ ক'রোনা, তোমার সখাকেই তুমি পরজন্মে গুরুরূপে প্রাপ্ত হবে।

ভজহরি। দৈববাণীর মত বলে গেল, কে ও রমণী!

[উভয়ের প্রস্থান।

[প্রসাদ ও সর্ব্বাণী ধীরে ধীরে নাভিদেশ অবধি গঙ্গার জলে আসিলেন; প্রসাদ মঙ্গল-ঘট ভাসাইয়া দিলেন; তারপর উর্দ্ধে জগন্মাতার রূপ উভয়ে দর্শন করিলেন।]

প্রসাদ। সর্ব্বাণি, আর বিলম্ব নাই। ঐ দেখ উর্দ্ধে গগনমণ্ডলে 'মা' আমাদের সস্নেহে আহ্বান কচ্ছেন্। সাধ্বি, ভয় ক'রনা, ইহাই জীবের শ্রেষ্ঠ গতি। এইভাবে মায়ের কোলে যাওয়া ক'জনার ভাগ্যে ঘটে! 'মা'কে স্মরণ কর, ইষ্টমন্ত্র জপ কর, উর্দ্ধে প্রাণবায়ুকে লয়ে, মায়ের ধ্যান কর। পাচ্ছ?

সর্ব্বাণী। হাঁ৷ প্রভু!

প্রসাদ। তবে আর কি, মা—মা—মা, নে মা—কোলে নে, মা!

(ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ দ্বারা উভয়ের প্রাণ বহির্গত হইল)

(একটি জ্যোতিঃ প্রকাশিত হইল)

পট পরিবর্ত্তন

ঊর্দ্ধে শিব ও দুর্গার মধ্যে প্রসাদ ও সর্ব্বাণী।

(গঙ্গাতীরে ভজহরি, প্রসাদের পুত্রকন্যাগণ ও প্রতিবাসিগণ।)

[বিমান-চারিণীগণের গীত]

দেখ—'মার' প্রাণে কত দয়া!
তনয়-তনয়া হৃদে ধ'রে শ্যামা,
অভয় দিতেছে অভয়া॥
ভকত-বাসনা পুরাইতে শ্যামা,
এলেন ধরাধামে পতিসনে বামা,
শুনাও প্রসাদীগান লভিবারে পরিত্রাণ,
রেখো 'মা' চরণে শেষে দিয়ে পদছায়া॥

[যবনিকা।]

শুদ্ধি-পত্র

১। প্রস্তাবনার প্রথমে যে গানটী আছে তাহা জয়া-বিজয়ার দ্বারা গীত হইবে।

	পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২।	৫৩	৩	বলে	বলি
৩।	৮০	১৬	মনিবের	মানবের

—অভিমত পত্রাবলী—

"FORWARD" Dated 7th April, 1929.

The author has skillfully depicted the character of Saint Ramprosad in a very plain and nice language. We hope that the religious drama will be staged in near future.

"ভক্তি"—আষাঢ় ১৩৩৬।

এই নাটকে ভক্তবীর রামপ্রসাদের পুণ্যজীবন অতিশয় নৈপুণ্যের সহিত চিত্রিত হইয়াছে। ভক্তিরসের অজস্রধারায় গ্রন্থের প্রতি পত্র সিক্ত। ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে "রামপ্রসাদ" যেমনই চিত্তাকর্ষী আবার অনাবশ্যক আড়ম্বরের অসদ্ভাবে ইহা তেমনই মনোরম। * * * গ্রন্থের ভাষা ভাবপ্রবণ, সরস ও বিশুদ্ধ। * * * রামপ্রসাদ বাঙ্গালার গৌরব, বাঙ্গালীর আদরের ধন, নাট্যকার এই সাধক-বীরের চরিত্র সাধারণের উপভোগ্য ও শিক্ষাপ্রদরূপে নাট্যাকারে গ্রথিত করিয়া বাঙ্গালীমাত্রেরই কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।

—

সম্মিলনী

ভবানীপুর, কলিকাতা, ১লা শ্রাবণ, ১৩৩৬ সাল।

কবিপ্রবর শ্রীকালিদাস রায়।

কবি রামপ্রসাদের জীবনীর সঙ্গে কিছু কিছু কল্পিত ব্যাপার যোগ দিয়া নাটকের আখ্যান বস্তু গঠিত হইয়াছে। * * *

নাটকখানিতে অষ্টাদশ শতাব্দীর একটা সামাজিক চিত্র পাওয়া যায়, সে হিসাবে ইহাকে সামাজিক নাটক বলা যাইতে পারে। পড়িতে মন্দ লাগিল না; * * রামপ্রসাদের গানগুলি যথাযোগ্য স্থানেই বসান হইয়াছে, তাহাতেই নাটকের অর্দ্ধেক উৎকর্ষ ধরা যাইতে পারে।

হোমিওপ্যাথিক পরিচারক।

বরাহনগর, ফেব্রুয়ারী, ১৯৩০ সাল।

ভক্ত রামপ্রসাদ সম্বন্ধে গ্রন্থকার বেশ ভাবের সহিত নাটকখানি লিখিয়াছেন। গানের বাঁধনগুলি চমৎকার হইয়াছে।

Sj. JOGINDRANATH MUKHERJI.

Ex-Police Officer, Bengal, Chinsurah.

Dated 26th March, 1931.

আমি তোমার ভক্তিরসাপ্লুত সাধের রামপ্রসাদ নাটকের রসাস্বাদন ধীরে ধীরে করিয়া অতীব আনন্দিত হইয়াছি। ইহার সুললিত ভাষা, সুন্দর বাক্যবিন্যাস, ভক্তিপূর্ণভাব, সাধক রামপ্রসাদের ভবনাট্য-মন্দিরের লীলাখেলা ভক্তিভাবে নাটকাকারে বিবৃত হইয়া অতীব হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে। আশাকরি বর্ত্তমান যুগে ইহা পাঠে বা অচিরে কোন ভাবগ্রাহী নাট্যমন্দিরে ইহার অভিনয় দর্শনে বহুতর লোকের মর্ম্মস্থলে ধর্ম্মভাবের সঞ্চার করিয়া বর্ত্তমান কালস্রোত ফিরাইতে সক্ষম হইবে ও

শীঘ্রই ইহা বঙ্গ-সাহিত্যের উচ্চস্থান লাভ করিবে। আশীর্ব্বাদ করি তুমি এই প্রকার ধর্ম্মগ্রন্থ রচনা করিয়া দেশের ও দশের বিশেষ মঙ্গল-সাধন করিতে থাক। * * *

THE AMRITA-BAZAR PATRIKA.

Sunday, 29th March, 1931.

We have received a copy of "Ramprosad" written by Babu Keshabchandra Mukerjee of Chatra, Serampore. The language and style is extremely elegant and simple. The reader who will go through this Bengali drama will not only get a vivid description of the life of Sadhak Ramprosad but will also be touched with the glow of his faith. The beauty and pathos can be fully appreciated only by the fortunate few who have imbided a vivid religious faith. The book deserves a good circulation amongst the Bengali speaking people.

"ADVANCE" Sunday, 12th April, 1931.

The book under review presents the story of Sadhak Ramprosad in chaste and elegant verse. A sincere devotee, Kesub Babu, has put before his readers the illuminating teachings of Ramprosad in a way that never fails to elevate and instruct. The book is sure to be interesting, instructive and attractive to all Hindus. It has been nicely bound.

Dr. BENIMADHAB BARUA, M.A.,D. Litt. (London),
(Professor, Calcutta University, 25th April, 1931.)

* * * It is a religious drama composed throughout in simple Bengali diction and purity of thought and uncontaminated by any foreign adulteration. It is just that genuineness of religious sentiments of rural Bengal and pathos of the Bengali heart which has rendered your work so charming and attractive to me. Your delineations of the character of Ramprosad, the devout saint and God-gifted singer and composer of Bengal, as well as of the persons connected with him appear to be at once true and touching. The pastoral pictures in which your drama abounds are remarkable for their realistic touches and vividness. And I can say that your drama lays bare the deep-seated poetical feelings, pensive mood and delicate frame of the Bengali mind.

Mr. L. N. SAHU, M. A., F.T.S., Vidyaratna, Tattwanidhi, in charge of Review section, chowdwar, P.O. (Cuttack), May 1931.

We would welcome a copy of your "Ramprosad" for review in our "Vaitarani."

"THE VAITARANI"

Vol. V] June, 1931. [No. X

Ramprosad. (Bengali)

* * * The life of Ramprosad will inspire and goad men to lead a religious life and this drama will help a great deal in visualising Ramprosad on the stage and realising his depth of emotion and religious fervour. The author's attempt is a noble one and may he live to see the fructification of moral development of our country through his drama.

"LIBERTY" 5th July, 1931.

* * * The author's depiction of the life of such a renowned Bhakta has been so effective in interpreting in a simple and elegant manner the inner significance and philosophy of the life of this great "Sadhak" that it is bound to carry the minds of its readers. The book should be widely read.

শ্রীভৈরবনাথ কাব্যতীর্থ কবিরত্ন,

সিঙ্গুর, ইং ৭ই সেপ্টেম্বর, ১৯৩১।

* * * আজকাল বাজারে নাটকের অভাব নাই কিন্তু প্রকৃত ধর্ম্মমূলক নাটকের অভাব আছে। কারণ ধর্ম্মমূলক নাটক সকলে লিখিতে পারেন না। প্রকৃত ধার্ম্মিক না হইলে ধর্ম্মমূলক নাটক

লিখিয়া লোকের মনোরঞ্জন করা যায় না। আপনার "রামপ্রসাদ" উৎকৃষ্ট হইয়াছে। আমি পুস্তকখানি আগুন্ত পাঠ করিয়াছি এবং পাঠ করিয়া পরম সন্তুষ্ট হইয়াছি। পুস্তকের ভাষা ও ভাব পবিত্র, প্রাঞ্জল ও হৃদয়গ্রাহী। আপনার উদ্দেশ্য সফল হইয়াছে। প্রত্যেক হিন্দু এই গ্রন্থ পাঠ করিলে ভক্তিরসের আস্বাদ পাইবেন।

Sj. HARIMOHAN GOSSAIN, B.A.,
Retired Head Master, Serampore.
Union Institution, 9-12-31.

I have much pleasure in recommending the drama Ramprosad by Dr Keshabchandra Mukherjee. The major portion of the songs is Ramprosad's own, and therefore requires no recommendation. To Keshab Babu's credit I must say that his conception is elevated, delineation admirable and diction superb. I have no hesitation in saying that this little book will prove a perennial fountain of delight to men of letters and a solace to old men and men religiously inclined.

Mr. S. N. MALLIK, C.I.E.
No. 2, Chandra Chatterji Street, Bhowanipur,
Calcutta, d/-8. 3. 1935.

I beg to thank you for your kind present of "রামপ্রসাদ" which I am so pleased to get. You have

very successfully dramatised the life story of that immortal "সাধক" whose hymns have been and will always be, a great strength to thoae Bengalis who struggle and aspire for a truly spiritual life. As you have been able to maintain the true spirit underlying the situation to which you have given expression in a very simple and charming way, I can not but cordially congratulate you, on your production.

With my sincere regards to you. * *

Sj. KSHITINDRA NATH TAGORE,
Hony. Secretary, Adi Brahma Samaj,
55, Upper Chitpore Road, Calcutta. (India)

the 20th August, 1931.

I should be obliged if you would kindly have this Theistic church furnished with the undermentioned. * *

"রামপ্রসাদ" তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় সমালোচনার্থ।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, অগ্রহায়ণ, ১৩৩৮।

"ভক্ত রামপ্রসাদ-চরিত্র বাঙ্গালীর পরম শ্রদ্ধার বস্তু। তাঁহার জীবনকথা লইয়া এই নাটকখানি রচিত। নাটকের অনেক স্থান গিরিশচন্দ্রের অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত। ভক্তিরসের প্রাচুর্য্যে রচনা স্থানে স্থানে বেশ সরস ও মধুর হইয়া উঠিয়াছে। * *

"গ্রন্থকারের আন্তরিক শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের গুণে নাটকখানি প্রায় সর্ব্বত্রই সুখপাঠ্য হইয়াছে।"

Copy of a letter dated 4—2—1932 from the Director of Indian Programmes to the author. * * * I am glad to inform you that your book "Ramprosad" will be broad-cast on Friday the 26th February, at 8-10 P.M. from this station.

আপনার প্রেরিত পুস্তকখানি পাঠ করিয়া রবীন্দ্রনাথ প্রীত হইয়াছেন। তাহা বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়ে রক্ষিত হইবে।

শান্তিনিকেতন,
বীরভূম,
১১ই মার্চ্চ ১৯৩২। } (স্বা) শ্রীঅমিয়চন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

শ্রীযুক্তা নিরুপমা দেবী লিখিয়াছেন—

"শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়-কৃত **রামপ্রসাদ** নাটকখানি পড়িয়া সুখী হইলাম। * * * লেখকের আন্তরিক অনুভূতিপূর্ণ ভাষাটীর সারল্য যথোচিত সুন্দর হইয়াছে। তাঁহার উদ্দেশ্যও যেমন সাধু, উদ্যমও সেই পরিমাণে প্রশংসনীয়। আজিকার দিনে দেশের অতীত মনীষীদিগের জীবনকথা স্মৃতির সম্মুখে আনিয়া দিয়া আমাদের মনকে কিছুক্ষণের জন্যও সেই গৌরবে গৌরবান্বিত করিয়া তিনি আমাদের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন।

মূল্য—৮·০০ টা